পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৪ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 34, Issue 1674, Saturday, March 28, 2026 FREE www.parichoy.com

স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তিকে রুখে দিতে হবে, কোনোভাবেই ছাড় হবে না -মির্জা ফখরুল

বিস্তারিত ০৯ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

- ইরান যুদ্ধকে ঘিরে বিশ্ববাজারে তীব্র সার সংকটের আশঙ্কা - ৫ম পাতায়
- শুধু তেল নয়, স্মার্টফোন থেকে শুরু করে সার, ওষুধ-হরমুজ প্রণালি বন্ধে অস্থির বিশ্ববাজার - ৫ম পাতায়
- ভারত থেকে বাংলাদেশে যাচ্ছে আরও ৭ হাজার টন ডিজেল - ৫ম পাতায়
- দ্বিতীয় পদ্মা সেতু ও যমুনা সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা করছে সরকার - ৫ম পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্র 'শিগগিরই' ইরান থেকে বেরিয়ে আসবে: মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট - ৬ষ্ঠ পাতায়
- হরমুজ প্রণালিকে 'স্ট্রেইট অব ট্রাম্প' উল্লেখ করে 'দুঃখিত' বললেন ট্রাম্প- ৭ম পাতায়
- মাউশির সাবেক মহাপরিচালক দিলারা হাফিজ মারা গেছেন -৮ম পাতায়
- প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান -৯ম পাতায়
- গ্রিস যাওয়ার পথে সাগরে সুনামগঞ্জের ৪ যুবকের মৃত্যু -৯ম পাতায়

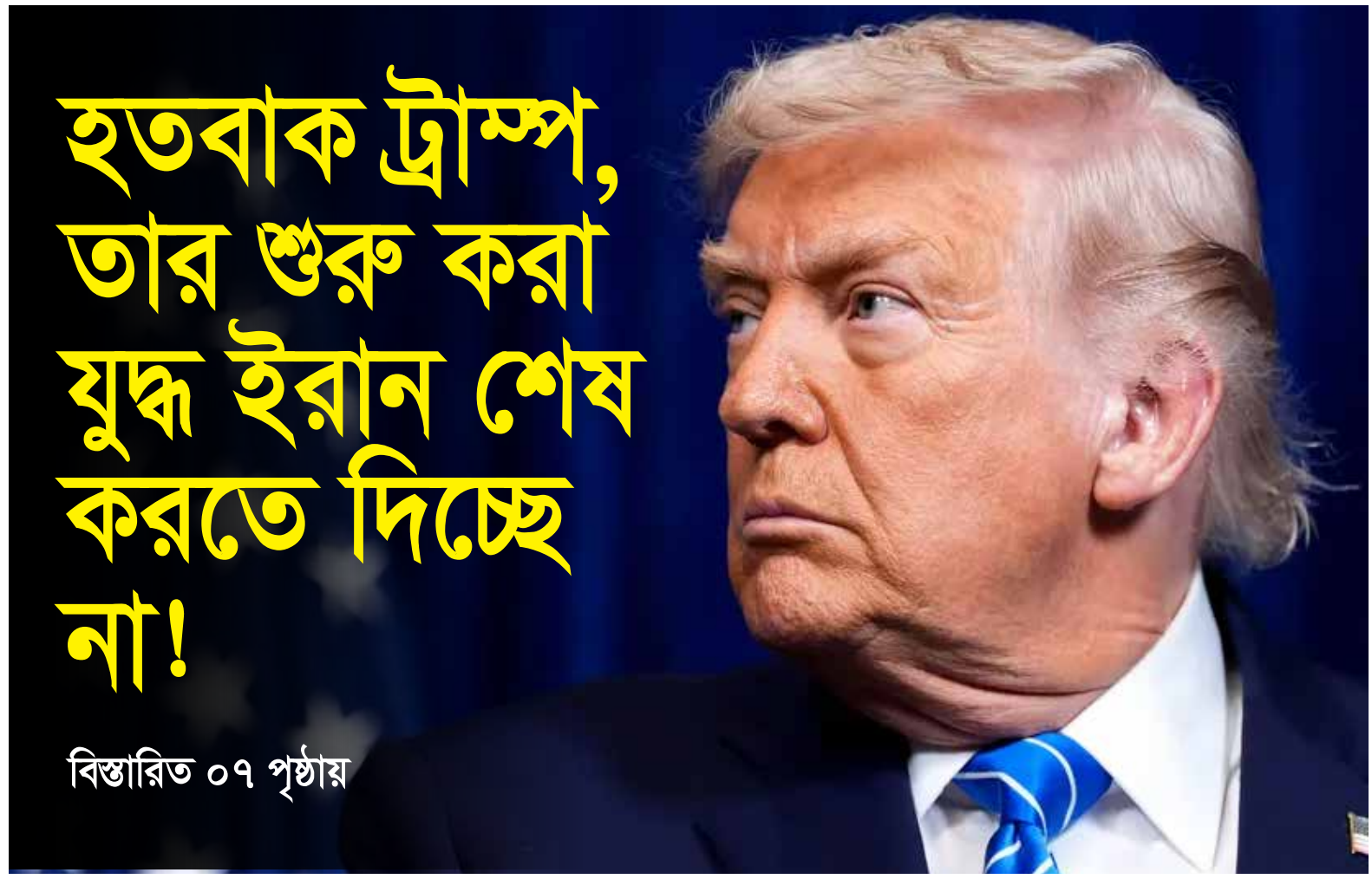

হতবাক ট্রাম্প, তার শুরু করা যুদ্ধ ইরান শেষ করতে দিচ্ছে না!

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

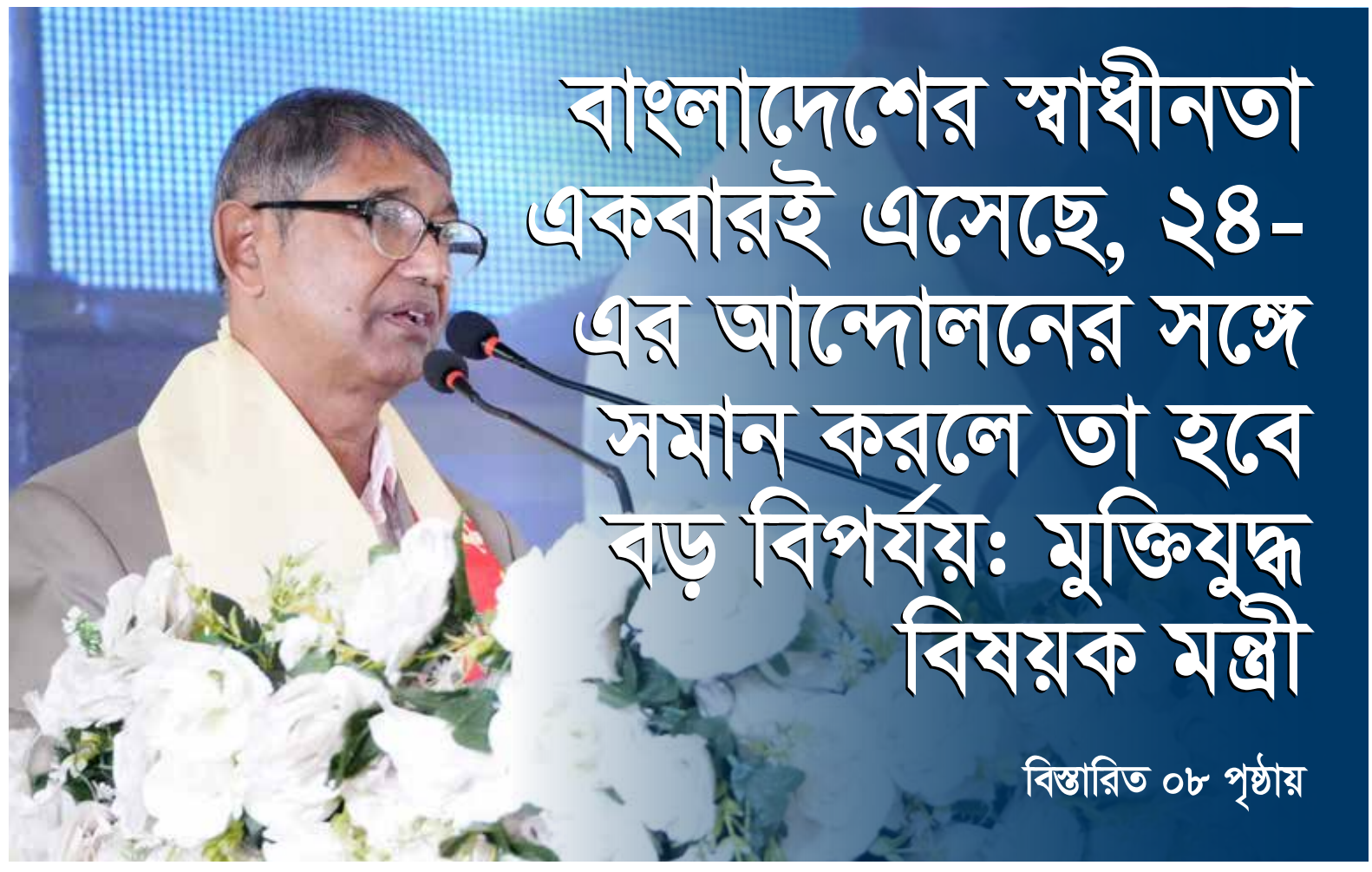

বাংলাদেশের স্বাধীনতা একবারই এসেছে, ২৪-এর আন্দোলনের সঙ্গে সমান করলে তা হবে বড় বিপর্যয়: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী

বিস্তারিত ০৮ পৃষ্ঠায়

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

আলাদীন
Aladdin
২১-০৬ ৩৩ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:
SCHEN
Proprietary School NYS Education Department Licensed Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

প্রকাশনার গৌরবময় ৩৪ বছর

প্রকাশনার এই ৩৪ বছরে প্রিয় পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা।

আপনাদের ভালোবাসাই আমাদের প্রেরণা।

পরিচয়

BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

কে কি বললেন

● ইরানি আলোচকরা খুবই অদ্ভুত। তারা আমাদের সঙ্গে চুক্তির জন্য অনুরোধ করছে, যা তাদের করা উচিত, কারণ তারা সামরিকভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে- ফিরে আসার কোনো সুযোগ নেই - প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

● আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমরা যখন তাদের সঙ্গে এখানকার কাজ শেষ করব, তখন তারা সাম্প্রতিক ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে দুর্বল হয়ে পড়বে। এমনটাই জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও

● যুক্তরাষ্ট্র তার সামরিক লক্ষ্যগুলোর বেশিরভাগই অর্জন করেছে। তবে ইরানের সরকারকে ব্যাপকভাবে দুর্বল করতে ডোনাল্ড ট্রাম্প আরও কিছু সময় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন- মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স

● প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাথা নিয়ে আলোচনা হবে, গবেষণা চলবে এবং এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার-প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

● 'যারা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল এবং পাকিস্তানি বাহিনীকে সহযোগিতা করেছিল, সেই একই অপশক্তি আজ ভিন্ন মোড়কে রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করছে - মির্জা ফখরুল

● ছাত্র-গণঅভ্যুত্থানের শহিদদের আকাঙ্ক্ষাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়া হবে বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে স্বাক্ষরিত জুলাই জাতীয় সনদ-এর ভিত্তিতে সমঝোতার মাধ্যমে যাবতীয় সংশোধনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে- স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ

● সংবিধান তারা নিজেদের ইচ্ছামতো কখনো মানছে, কখনো মানছে না-এই দ্বিচারিতা জনগণের সামনে উন্মোচিত হয়েছে-জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম

● সরকার কখনো বলছে, জনগণের রায় অক্ষরে-অক্ষরে পালন করবে। আবার কখনো বলে, জনগণ না বুঝে গণভোটে রায় দিয়েছে। প্রায় ৭০ শতাংশ জনগণ হ্যাঁ ভোট দিলেও, সরকার গণভোটের রায় বাস্তবায়নে অনীহা প্রকাশ করছে -জামায়াত আমির শফিকুর রহমান

ইরান যুদ্ধকে ঘিরে বিশ্ববাজারে তীব্র সার সংকটের আশঙ্কা

পরিচয় ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত সমাধানে এক মাস বা তার বেশি বিলম্ব হলে নজিরবিহীন সার সংকট সৃষ্টি হতে পারে বলে গত শুক্রবার (২৭ মার্চ) সতর্ক করেছে দ্য টেলিগ্রাফ।

এক প্রতিবেদনে তারা বলেছে, পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের প্রধান অঞ্চলগুলোতে যখন বসন্তকালীন চাষাবাদ এবং অস্ট্রেলিয়ায় শীত মৌসুমের চাষাবাদ শুরু হচ্ছে, ঠিক তখনই ইরানে মার্কিনইসরায়েলি সামরিক অভিযানের কারণে দীর্ঘ ২৭ দিন ধরে ইউরিয়া, অ্যামোনিয়া ও সালফারের চালান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

হরমুজ প্রণালি আগামীকাল পুনরায় চালু হলেও পরিস্থিতি খারাপই থাকবে। তবে যুদ্ধ যদি আরও এক মাস বা তার বেশি সময় ধরে চলে, তাহলে এটি এমন পরিস্থিতি তৈরি করবে যা আমরা আগে কখনও দেখিনি,চ দ্য টেলিগ্রাফকে বলেন জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সাবেক পণ্যবিষয়ক প্রধান আবদোলরেজা আব্বাসিয়ান। গত ১৯ মার্চ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের মুখপাত্র জুলি কোজাক সতর্ক করে বলেন, মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত এবং এর ফলে সরবরাহ ব্যবস্থা ও সার সরবরাহে ব্যাঘাত বৈশ্বিক খাদ্য মূল্যস্ফীতির জন্য উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি তৈরি করছে।

শুধু তেল নয়, স্মার্টফোন থেকে শুরু করে সার, ওষুধ-হরমুজ প্রণালি বন্ধে অস্থির বিশ্ববাজার

পরিচয় ডেস্ক: যুদ্ধের আগে যেখানে প্রতিদিন ১০০টিরও বেশি জাহাজ এই প্রণালি দিয়ে যাতায়াত করত, সেখানে এখন তা কমে হাতে গোনা কয়েকটিতে দাঁড়িয়েছে।

ইরানের সাথে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল যুদ্ধের কারণে হরমুজ প্রণালি দিয়ে তেল ও গ্যাস সরবরাহ ব্যাহত হওয়ায় বিশ্বব্যাপী জ্বালানির দাম নাটকীয়ভাবে বেড়ে গেছে।

পেট্রোলের দাম ইতোমধ্যে বেড়েছে এবং যুক্তরাজ্যে গৃহস্থালির হিটিং বিলও প্রায় নিশ্চিতভাবেই বাড়বে।

তবে এই সংঘাতের প্রভাব শুধু জ্বালানিতে সীমাবদ্ধ নেই। হরমুজ প্রণালির মাধ্যমে *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

একদিকে ট্রাম্পের মুখে আলোচনার কথা, অন্যদিকে ইরানে আক্রমণের তীব্রতা বাড়াচ্ছে ইসরায়েল

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন-ইসরায়েল হামলা ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আলোচনার মাধ্যমে চুক্তিতে আসার সম্ভাবনা দ্রুত কমছে বলে সতর্ক করছেন বিশ্লেষকেরা। দু-পক্ষই এখন উত্তেজনা বাড়ানোর দিকে বেশি ঝুঁকছে।

আল জাজিরা-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দোহা ইনস্টিটিউট ফর গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ-এর বিশ্লেষক মোহাম্মদ এলমাসরি বলেন, এই সংঘাতের গতিপ্রকৃতি থেকে স্পষ্ট যে, কূটনৈতিক সমাধানের পথ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে যুদ্ধরত দুই শিবির। তার কথায়,ও উত্তেজনার পারদ যত চড়বে, যেকোনো ধরনের আলোচনা বা সমঝোতায় পৌঁছনো ততই কঠিন হয়ে পড়বে।

এলমাসরি মন্তব্য করেন, ইসরায়েলই এই উত্তেজনা সচেতনভাবে বাড়িয়ে চলেছে। তিনি বলেন,ও আমার মনে হয়, ইসরায়েল আদতে কোনো আপস চাইছেই না। তারা যুদ্ধও থামাতে চায় না।

প্রমাণ হিসেবে ইরানের বেসামরিক অবকাঠামোগুলোর উপরে সাম্প্রতিক ইসরায়েলি হামলার দিকে আঙুল তোলেন এই বিশ্লেষক। তিনি বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেওয়া (হামলা স্থগিতের) প্রতিশ্রুতি ভেঙে ইরানের ইস্পাত *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

ভারত থেকে বাংলাদেশে যাচ্ছে আরও ৭ হাজার টন ডিজেল

পরিচয় ডেস্ক: দেশের জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে ভারত থেকে পাইপলাইনের মাধ্যমে ডিজেল আমদানি অব্যাহত রয়েছে। এর অংশ হিসেবে শনিবার (২৮ মার্চ) থেকে প্রায় ৭ হাজার মেট্রিক টন ডিজেলের একটি নতুন চালান বাংলাদেশে প্রবেশ শুরু করেছে। মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেডের অপারেশন বিভাগের ব্যবস্থাপক কাজী মো. রবিউল আলম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, এই চালানটি ধাপে ধাপে সরবরাহ সম্পন্ন হবে এবং আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে পুরো তেল দেশে পৌঁছে যাবে। এর আগে শুক্রবার একই পাইপলাইনের মাধ্যমে প্রায় ৫ হাজার মেট্রিক টন ডিজেল দিনাজপুরের পার্বতীপুর ডিপোতে পৌঁছায়। জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে সেদিন ছুটির দিন হলেও ডিপো খোলা রাখা হয়।

সূত্র জানায়, ভারতের আসামের নুমালিগড় শোধনাগার থেকে গত ২৪ মার্চ পাইপলাইনের মাধ্যমে ডিজেল সরবরাহ শুরু হয়। প্রায় ৬০ ঘণ্টা পর তা পার্বতীপুরের রিসিভিং টার্মিনালে পৌঁছে। *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

দ্বিতীয় পদ্মা সেতু ও যমুনা সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা করছে তারেক সরকার

পরিচয় ডেস্ক: বিএনপির নির্বাচনী অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে সরকার, ২০৩২ সালের মধ্যে দ্বিতীয় পদ্মা সেতু, ২০৩৩ সালে দ্বিতীয় যমুনা সেতু এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা মেটাতে ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের পরিকল্পনা করছে।

সেতু বিভাগ নতুন পদ্মা সেতুটি পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া এলাকায় নির্মাণের বিষয়টি বিবেচনা করছে। আর নতুন যমুনা সেতুটি বগুড়া-জামালপুর বগুড়া-জামালপুর করিডোর, গাইবান্ধার বালাসী ঘাট থেকে জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ ঘাট বা অন্য কোনো উপযুক্ত রুটে নির্মাণ করা হতে পারে।

এসব তথ্য গত ১ মার্চ সেতু বিভাগ ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকের নথি থেকে পাওয়া গেছে, যেখানে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলন এবং পরবর্তী দুই অর্থবছরের সম্ভাব্য ব্যয়ের প্রক্ষেপণ নিয়ে আলোচনা হয়।

কর্মকর্তারা জানান, বিএনপির নির্বাচনী ইশতিহারে এই তিন প্রকল্প নির্মাণের অঙ্গীকার করা হয়েছে। তার প্রেক্ষিতেই এই তিনটি *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

‘নো কিংস’ বিক্ষোভ: ইরানে হামলার প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে ট্রাম্পবিরোধী মিছিল-সমাবেশ

পরিচয় ডেস্ক: আয়োজকরা জানিয়েছে, ৫০টি অঙ্গরাজ্যের ৩ হাজার একশোর বেশি শহরে বিক্ষোভের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের নীতি, জীবনযাত্রার উচ্চ ব্যয় ও ইরানে হামলার প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে অসংখ্য মানুষ রাজপথে নেমেছে।‘নো কিংস’ বা‘কোনো রাজা নেই’ স্লোগানে বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে।

সিএনএন-এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান কেওয়াইডব্লিউএর ধারণ করা ভিডিওতে আজ শনিবার স্থানীয় সময় দুপুরে ফিলাডেলফিয়ার রাস্তায়‘নো কিংস’ বিক্ষোভকারীদের বিশাল জনসমাগম দেখা যায়।

আয়োজকরা জানিয়েছেন, ৫০টি অঙ্গরাজ্যের ৩ হাজার একশোর বেশি শহরে বিক্ষোভের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। তারা আশা করছেন, এটি যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে একদিনে সবচেয়ে বড় শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে পরিণত হতে পারে।

আন্দোলনের বিষয়ে মুভঅন-এর নির্বাহী পরিচালক কেটি বেথেল বলেন,‘আমাদের সদস্যরা শান্তিপূর্ণভাবে রাস্তায় নামবেন। কারণ, তারা এই দেশের জন্য একটি ভালো ভবিষ্যতে বিশ্বাস করেন এবং ট্রাম্প ও তার প্রশাসন আমাদের দেশের সঙ্গে যা করছে, তা দেখে তারা আর নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারেন না।’

তিনি আরও বলেন,‘স্পষ্ট করে বলি, ট্রাম্প প্রশাসন এখন আমেরিকার জনগণের জন্য সব স্তরেই একটি হুমকিতে পরিণত হয়েছে। তারা দেশে এবং দেশের বাইরে সহিংসতা চালিয়ে যাচ্ছে।’

আয়োজকদের মতে, আমেরিকানরা‘নিরন্তর বিশৃঙ্খলায় ক্লান্ত এবং ট্রাম্প প্রশাসনের অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগের বিরুদ্ধে কথা বলতে প্রস্তুত।’

বেথেল বলেন‘এই কারণেই আমাদের লাখ লাখ মানুষ জীবনের সব স্তর থেকে-গ্রামীণ এলাকা থেকে বড় শহর পর্যন্ত‘নো কিংস’ কর্মসূচিতে জড়ো হচ্ছে।’

গত বছরের জানুয়ারিতে দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতা গ্রহণ করে বিচার বিভাগের ওপর ট্রাম্পের নিয়ন্ত্রণ ও কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোতে আমূল পরিবর্তনের প্রতিবাদে‘নো কিংস’ আন্দোলন শুরু হয়।

অতীতে ট্রাম্প এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স‘নো কিংস’ কর্মসূচিগুলোর প্রতিক্রিয়ায় উপহাস করেছিলেন। তারা দুজনেই সামাজিক মাধ্যমে এআই-নির্ভর মিম পোস্ট করেছিলেন, যেখানে ট্রাম্পকে মুকুট পরা অবস্থায় দেখানো *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্র ‘শিগগিরই’ ইরান থেকে বেরিয়ে আসবে: মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট

পরিচয় ডেস্ক: ভ্যান্স স্বীকার করেন, এই সংঘাতের কারণে গ্যাসের দাম বেড়েছে। তবে তিনি বলেন, শিগগিরই তা কমে আসবে।

মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স রক্ষণশীল পডকাস্টার বেনি জনসনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ইরান যুদ্ধ নিয়ে আলাপ করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র তার সামরিক লক্ষ্যগুলোর বেশিরভাগই অর্জন করেছে। তবে ইরানের সরকারকে ব্যাপকভাবে দুর্বল করতে মার্কিন *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

সৌদির বিমান ঘাঁটিতে ইরানি হামলায় গত সপ্তাহে অন্তত ২৯ মার্কিন সেনা আহত

পরিচয় ডেস্ক: যদিও মার্কিন কর্মকর্তারা প্রাথমিকভাবে জানিয়েছিলেন যে অন্তত ১০ জন মার্কিন সেনা আহত হয়েছেন এবং তাদের মধ্যে ২ জনের অবস্থা গুরুতর।

গত এক সপ্তাহে সৌদি আরবের একটি বিমান ঘাঁটিতে ইরানের চালানো বিভিন্ন হামলায় দুই ডজনেরও বেশি মার্কিন সেনা আহত হয়েছেন। বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত দুটি সূত্রের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানা গেছে।

এ বিষয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করার অনুমতি না থাকায় নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই সূত্রগুলো জানিয়েছে, গতকাল সৌদি আরবের‘প্রিন্স সুলতান বিমান ঘাঁটিতে ইরান ৬টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং ২৯টি ড্রোন দিয়ে হামলা চালায়। এই হামলায় অন্তত ১৫ জন সেনা আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে ৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

যদিও মার্কিন কর্মকর্তারা প্রাথমিকভাবে জানিয়েছিলেন যে অন্তত ১০ জন মার্কিন সেনা আহত হয়েছেন এবং তাদের মধ্যে ২ জনের অবস্থা গুরুতর।

ওই সূত্রের বরাত দিয়ে আরও জানা গেছে, চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকেও ঘাঁটিটিতে আরও দুইবার হামলা হয়েছিল। এর মধ্যে একটি হামলায় ১৪ জন মার্কিন সেনা আহত হন। সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদ থেকে প্রায় ৯৬ কিলোমিটার (৬০ মাইল) দূরে অবস্থিত এই বিমান ঘাঁটিটি মূলত‘রয়্যাল সৌদি এয়ার ফোর্স’ দ্বারা পরিচালিত হয়। তবে মার্কিন সেনারাও এই ঘাঁটিটি ব্যবহার করে থাকে।

ইরানে সরকার পরিবর্তনের সম্ভাবনা নিয়ে বাড়িয়ে বলায় ফোনে নেতানিয়াহুকে তিরস্কার ভ্যান্সের

পরিচয় ডেস্ক:ফোনালাপের পর এক মার্কিন কর্মকর্তা দাবি করেন, ইসরায়েল ভ্যান্সের ভূমিকা খাটো করে দেখানোর চেষ্টা করছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স চলতি সপ্তাহে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে এক ফোনালাপে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় করেছেন।

এসময় ইরান যুদ্ধ *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের আশা, কয়েক মাস নয়, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শেষ হবে ইরান অভিযান: মার্কো রুবিও

পরিচয় ডেস্ক: শুক্রবার ফ্রান্সে জি৭ পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকের পর রুবিও বলেন,‘আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমরা যখন তাদের সঙ্গে এখানকার কাজ শেষ করব, তখন তারা সাম্প্রতিক ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে দুর্বল হয়ে পড়বে।’

ওয়াশিংটন আশা করছে, ইরানের বিরুদ্ধে তাদের সামরিক অভিযান‘মাস নয়, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই’ শেষ হবে-এমনটাই জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। যদিও পুরো অঞ্চলে সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে এবং ইসরায়েল ইসলামি প্রজাতন্ত্রটির বিরুদ্ধে হামলা‘বাড়ানো ও বিস্তৃত করার’ হুমকি দিয়েছে।

শুক্রবার ফ্রান্সে জি৭ পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের রুবিও বলেন,‘আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমরা যখন তাদের সঙ্গে এখানকার কাজ শেষ করব, তখন তারা সাম্প্রতিক ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে দুর্বল হয়ে পড়বে।’

ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ অভিযান কতদিন চলবে, তা নিয়ে মার্কিন কর্মকর্তাদের মধ্যে ভিন্নমত দেখা গেছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি আকস্মিক হামলার মধ্য দিয়ে এই অভিযান শুরু হয়, যাতে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলি খামেনি নিহত হন।

তবে ইরান এখনও দৃঢ় অবস্থানে রয়েছে। তারা ডোনাল্ড ট্রাম্প-এর আলোচনা‘ভালোভাবে এগোচ্ছে’ এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে। তেহরান বলছে, কোনো আলোচনা চলছে না।

অন্যদিকে ট্রাম্পের দূত স্টিভ উইটকফ শুক্রবার বলেন‘আমরা মনে করছি এই সপ্তাহেই বৈঠক হতে পারে। *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

হতবাক ট্রাম্প, তার শুরু করা যুদ্ধ ইরান শেষ করতে দিচ্ছে না!

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট তাই এখন মরিয়া হয়ে এমন একটি বয়ান তুলে ধরতে চাইছেন, যেখানে বলা হচ্ছে যে ইরানই নাকি যুদ্ধ শেষ করতে চাইছে। ইরান যেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘ডিল (চুক্তি) করার কৌশলচ-এর কাছে নতি স্বীকার করছে না।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট তাই এখন মরিয়া হয়ে এমন একটি বয়ান তুলে ধরতে চাইছেন, যেখানে বলা হচ্ছে যে ইরানই নাকি যুদ্ধ শেষ করতে চাইছে। কিন্তু প্রায় চার সপ্তাহ আগে নিজেরই পূর্ববর্তী কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ভেঙে দিয়ে (ইরানে হামলার মাধ্যমে) যে সংকট তিনি তৈরি করেছিলেন, তা থেকে বেরিয়ে আসতে তেহরান তাকে সহায়তা করতে চায়-এমন কোনো প্রকাশ্য ইঙ্গিত এখনো পাওয়া যায়নি।

বুধবার সন্ধ্যায় মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদ বা কংগ্রেসের আইনপ্রণেতাদের উদ্দেশ্যে ট্রাম্প বলেন, ‘তারা (ইরান) চুক্তি করতে খুবই আগ্রহী, কিন্তু বলতে ভয় পাচ্ছে, কারণ তারা মনে করছে (সেটা বললে) নিজেদের লোকজনই তাদের হত্যা করবে।চ তিনি আরও বলেন, ‘তারা আমাদের কাছ থেকেও ভয় পাচ্ছে যে আমরা তাদের হত্যা করব।চ ইরানের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধের মধ্যে এটি ছিল তার সাম্প্রতিকতম এক বিভ্রান্তিকর মন্তব্য। বাস্তবতার সঙ্গে ট্রাম্পের বক্তব্যের এই ফারাক তার সেই দাবি নিয়ে প্রশ্ন তুলছে-যেখানে তিনি বলেছিলেন, খুব শিগগিরই একটি অগ্রগতি আসতে পারে। অথচ একই সময়ে সংঘাত ক্রমেই বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছাচ্ছে, এবং হাজার হাজার মার্কিন সেনা ইতোমধ্যেই ওই অঞ্চলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে।

এই সেনাদের যুদ্ধে পাঠানোর যেকোনো সিদ্ধান্ত ট্রাম্পের জন্য বিশাল ঝুঁকি তৈরি করবে, কারণ এতে উল্লেখযোগ্য মার্কিন সেনা হতাহতের আশঙ্কা রয়েছে। পাশাপাশি হরমুজ প্রণালি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে যে অর্থনৈতিক ধাক্কা ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে, তার চেয়েও বড় অভিঘাত সৃষ্টি হতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ তার দ্বিতীয় মেয়াদ এবং রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের ওপরও ছায়া ফেলতে পারে। কারণ ট্রাম্প বিদেশের মাটিতে যুক্তরাষ্ট্রের অনন্ত যুদ্ধগুলো শেষ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন। নির্বাচনী প্রচারকালে নতুন যুদ্ধ শুরু না করাও ছিল তার অন্যতম প্রতিশ্রুতি। তাই ইরানের সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা এর চেয়ে জরুরি আর হতে পারে না। কিন্তু এখন পর্যন্ত ইরান ট্রাম্পের ক্রমবর্ধমান যুদ্ধ শেষ করার আগ্রহে কোনো সাড়া *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

হরমুজ প্রণালিকে ‘স্ট্রেইট অব ট্রাম্প’ উল্লেখ করে ‘দুঃখিত’ বললেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: হরমুজ প্রণালিকে ‘স্ট্রেইট অব ট্রাম্প’ হিসেবে উল্লেখ করে আবার দুঃখিত বললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এক অনুষ্ঠানে চোখ টিপে ট্রাম্পের এমন মন্তব্য উপস্থিত অতিথিদের হাসালেও বিষয়টির গভীরতা অনেক। ট্রাম্প যে রসিকতার ছলে স্ট্রেইট অব হরমুজকে ‘স্ট্রেইট অব ট্রাম্প’ বলে উল্লেখ করেছেন, তা পরের বক্তব্যেই স্পষ্ট করেন। ক্ষমা চাওয়ার ভান করে ট্রাম্প তখন বলেন, ‘মাফ করবেন। আমি খুবই দুঃখিত। কী ভয়ানক একটা ভুল! ভুয়া সংবাদমাধ্যম বলবে, তিনি ভুলবশত বলে ফেলেছেন।’ নিজের পক্ষে সাফাই গেয়ে এ সময় ট্রাম্প দাবি করেন, তার তেমন কোনো ভুল হয় না। আর যদি হতো তাহলে সেটা বড় খবর হয়ে যেত বলে উল্লেখ করেন।

শনিবার সংবাদমাধ্যম সিএনবিসির প্রতিবেদনে উঠে আসে এসব তথ্য।

শুক্রবার ফ্লোরিডার মিয়ামিতে ‘ফিউচার ইনভেস্টমেন্ট ইনিশিয়েটিভ’ অনুষ্ঠানে ট্রাম্প, মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হরমুজ প্রণালিকে নিজের নামে উল্লেখ করে আসলে কতটা রসিকতা করেছেন তা নিয়ে ভাবার সুযোগ আছে। নিজের নামকে ব্র্যান্ড হিসেবে ব্যবহারের জন্য দীর্ঘদিন ধরে পরিচিত ট্রাম্পের এ ধরনের মন্তব্যকে খোদ তার দেশেরই অনেক গণমাধ্যম গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে। শনিবার নিউইয়র্ক পোস্টের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রাম্প হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ নেওয়া এবং সেটির নাম পরিবর্তন করে নিজের নামে বা ‘স্ট্রেইট অব আমেরিকা’ রাখার বিষয়টি

যে কারণে হরমুজ প্রণালি পুনরায় চালু করতে সামরিক শক্তি ব্যবহার করেনি যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: এই প্রণালি পুনরায় সচল করতে কী ধরনের সামরিক শক্তির প্রয়োজন এবং কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনও এই পদক্ষেপ নেয়নি এ বিষয়ে কথা বলেছেন রয়্যাল অস্ট্রেলিয়ান নেভিতে ২০ বছর দায়িত্ব পালন করা নৌ-বিশেষজ্ঞ জেনিফার পার্কার।

গত ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে ইরান বিরোধী যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইরান হরমুজ প্রণালিতে বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের ‘র’ ও আরএসএসের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার আহ্বান

পরিচয় ডেস্ক: ভারতের রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং (র) ও ক্ষমতাসীন দল বিজেপির মূল সংগঠন হিসেবে পরিচিত উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) বিরুদ্ধে ধর্ম পালনের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করার অভিযোগ তুলেছে মার্কিন কেন্দ্রীয় সরকারের একটি কমিশন। পাশাপাশি, ওই অভিযোগের জেরে দুই সংগঠনের বিরুদ্ধে বিধিনিষেধ আরোপের আহ্বান জানিয়েছে কমিশনটি।

চলতি মাসের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা (ইউএসসিআইআরএফ) কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদনে এমন আহ্বান জানানো হয়। ওই প্রতিবেদনে ‘ধর্মপালনের স্বাধীনতা’ সূচকে নয়াদিল্লির সঙ্গে ওয়াশিংটনের নিরাপত্তা সহায়তা ও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের মাত্রাকে সম্পৃক্ত করার দাবি জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনটিতে ‘র’ ও আরএসএসকে ‘বড় আকারে স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনের অধিকার ক্ষুণ্ন করা ও এ ধরনের পরিবেশ-পরিস্থিতি মেনে নেওয়ার জন্য’ দায়ী করা হয়েছে।

কমিশন ওই দুই সংগঠন ও এগুলোর সঙ্গে জড়িতদের সম্পদ জব্দ করা ও যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধের আহ্বান জানায়।

ভারত বিষয়টিকে ‘উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও পক্ষপাতদুষ্ট’ আখ্যা দিয়ে এসব অভিযোগ নাকচ করেছে। সোমবার ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রনধির জয়সোয়াল এক বার্তায় বলেন, ‘ইউএসসিআইআরএফ-এর সর্বশেষ প্রতিবেদনটি আমলে নিয়েছি। সুনির্দিষ্টভাবে ভারতকে বিরুদ্ধে দেওয়া এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও পক্ষপাতদুষ্ট বয়ান প্রত্যাখ্যান করছি।’ *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

ইরানে কয়েক সপ্তাহের স্থল অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছে পেন্টাগন

ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদন

পরিচয় ডেস্ক: ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প পেন্টাগনের এই পরিকল্পনার কতটুকু অনুমোদন দেবেন বা আদৌ দেবেন কি না, সে বিষয়টি এখনো স্পষ্ট নয়।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, পেন্টাগন ইরানে কয়েক সপ্তাহব্যাপী স্থল অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

কর্মকর্তারা ওই *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবজনক অধ্যায় স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ -আলোচনা সভায় প্রধানমন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক: স্বাধীনতা এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকে বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবজনক অধ্যায় উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম স্বাধীনতার এবং মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাথা নিয়ে আলোচনা হবে এটা স্বাভাবিক। তবে আলোচনা, সমালোচনা বা গবেষণার নামে এমন কিছু করা বা বলা যাবে না যা আমাদের স্বাধীনতা বা মুক্তিযুদ্ধের যে গৌরব অথবা ইতিহাস তাকে কোনোভাবে খাটো করে, মুক্তিযুদ্ধের গৌরবজনক ইতিহাসের অবমূল্যায়ন হয়। শুক্রবার বিকেলে রমনার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে মহান স্বাধীনতা দিবসের আলোচনায় এই অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন বিএনপির চেয়ারম্যান। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে বিএনপির উদ্যোগে এই আলোচনা সভা হয়। আলোচনা সভার শুরুতে দলের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াসহ স্বাধীনতা যুদ্ধে বীর শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের আকাঙ্ক্ষা সীমাহীন হলেও সম্পদের

সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আমাদের স্বাদ এবং সাধ্যের মধ্যে ফারাক থাকলেও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমরা যদি ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যাই, একসঙ্গে দেশের জন্য কাজ করি তাহলে অবশ্যই আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারব। তাই এবারের স্বাধীনতা দিবসের অঙ্গীকার হোক সমাজের একটি অংশ নয় বরং আমরা সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে নিয়ে ভালো থাকব।

অতীত ভুলে গেলে দুচোখ অন্ধ

জিয়াউর রহমানসহ স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাথা নিয়ে আলোচনা হবে, গবেষণা চলবে এবং এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে আলোচনা-সমালোচনা কিংবা গবেষণার নামে এমন কিছু করা বা বলা অবশ্যই আমাদের জন্য ঠিক হবে না যেটি আমাদের স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধের গৌরব ইতিহাসকে খাটো করতে পারে। সবাইকে এটা বুঝে চলতে হবে যে অতীত *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

মাউশির সাবেক মহাপরিচালক দিলারা হাফিজ মারা গেছেন

পরিচয় ডেস্ক: মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) সাবেক মহাপরিচালক ও ইডেন মহিলা কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ দিলারা হাফিজ সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি জাতীয় সংসদের স্পিকার মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদের (বীর বিক্রম) সহধর্মিণী ছিলেন।

শনিবার বাংলাদেশ সময় বেলা ১১টা ২৯ মিনিটে *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তিকে রুখে দিতে হবে, কোনোভাবেই ছাড় হবে না

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মির্জা ফখরুল

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তিকে রুখে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (এলজিআরডি) মন্ত্রী ও বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। দেশবাসীকে হুঁশিয়ার করে তিনি বলেছেন, 'যারা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল এবং পাকিস্তানি বাহিনীকে সহযোগিতা করেছিল, সেই একই অপশক্তি আজ ভিন্ন মোড়কে রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করছে। এই অপশক্তিকে রুখে দিতে হবে। এদের কোনোভাবেই ছাড় দেয়া যাবে না। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ওপর যে কোনো আঘাত মোকাবিলায় আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।'

শুক্রবার দুপুর আড়াইটায় রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে বিএনপি আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, 'স্বাধীনতার ৫৫ বছর পর আবারও সেই অপশক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে- যারা একাত্তরে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীকে সহযোগিতা করেছিল। তাই স্বাধীনতার শক্তিকে অক্ষুণ্ন রাখতে এই অপশক্তির বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে।'

বক্তব্যে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতার *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

প্রকৃত কৃষককে চিহ্নিত করে সহায়তা দেবে সরকার: কৃষিমন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক: মন্ত্রী বলেন, কৃষক কার্ড কৃষিখাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করবে। এ কার্ডের ব্যবহার করে কৃষক সরকারি বিভিন্ন কৃষি সহায়তা পাবেন। পাশাপাশি কৃষি উৎপাদন ও একটি ডাটাবেজের আওতায় আসবে। ফলে ফসলের অপচয় হ্রাস পাবে।

কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

গণভোটের রায় না মানলে রাজপথে সমাধান হবে: জামায়াত আমির শফিকুর রহমান

পরিচয় ডেস্ক: সরকারি দল বিএনপি গণভোট অধ্যাদেশ পাস করাতে চায় না- এই খবরের মধ্যে বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, সরকার কখনো বলছে, জনগণের রায় অক্ষরে-অক্ষরে পালন করবে। আবার কখনো বলে, জনগণ না বুঝে গণভোটে রায় দিয়েছে। প্রায় ৭০ শতাংশ জনগণ হ্যাঁ ভোট দিলেও, সরকার গণভোটের রায় বাস্তবায়নে অনীহা প্রকাশ করছে। জুলাই সনদে যেভাবে স্বাক্ষর করা হয়েছে, বাস্তবায়ন না হলে রাজপথে সমাধান হবে।

স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে বুধবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন জামায়াত আমির। আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন এলডিপির চেয়ারম্যান কর্নেল (অব.) অলি আহমদ বীর বীক্রম। তার উপস্থিতিতে জামায়াত আমির বলেন, একাত্তরের ২৫ মার্চ সবার আগে অলি আহমদ বিদ্রোহ করেন। এরপর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। মহানগর দক্ষিণ জামায়াতের আলোচনা সভায় শফিকুর রহমান বলেছেন, স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরও আমরা দুর্নীতিগ্রস্ত নেতৃত্বের কবল থেকে বেরিয়ে আসতে পারিনি। মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়াও দুর্নীতি।

জুলাই সনদ প্রসঙ্গে বিরোধীদলীয় নেতা বলেছেন, যারা বাহাত্তরের সংবিধানের জন্য মায়াকান্না করে, তাদের জানার কথা শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধান সংশোধন করেছে, জিয়াউর রহমান সংবিধান সংশোধন করেছে, বেগম খালেদা জিয়াও সংবিধান সংশোধন করেছেন। বেগম জিয়া বলেছিলেন, যেদিন জনগণের সরকার কায়েম হবে, সেদিন নতুন করে সংবিধান *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

'জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক' কথাটি সংবিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন: আসিফ মাহমুদ

পরিচয় ডেস্ক: সাবেক রাষ্ট্রপতি 'জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক' এই কথাটি সংবিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। শুক্রবার (২৭ মার্চ) নিজের ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এই মন্তব্য করেন। এই অ্যাকাউন্টে দুই দশমিক চার মিলিয়ন ফলোয়ার আছে।

আসিফ মাহমুদ লিখেছেন, 'জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক' কথাটি সংবিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

এই পোস্টের মন্তব্যের ঘরে তিনি সংবিধানের ষষ্ঠ তপশিলের ১৫০ (২) অনুচ্ছেদের পাতার ছবি পোস্ট করেন। *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের স্বাধীনতা একবারই এসেছে, ২৪-এর আন্দোলনের সঙ্গে সমান করলে তা হবে বড় বিপর্যয়: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের স্বাধীনতা একবারই এসেছে, এর আগে বা পরে আর আসবে না বলে মন্তব্য করেছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আহমেদ আযম খান। চব্বিশের গণআন্দোলনের সঙ্গে স্বাধীনতাকে সমান করে ফেললে তা বড় বিপর্যয়ের কারণ হবে বলেও সতর্ক করেছেন তিনি।

শনিবার (২৮ মার্চ) মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) আয়োজিত বীর মুক্তিযোদ্ধা সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী উল্লেখ করেন, নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান এবং সাম্প্রতিক ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মতো ঘটনাগুলো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অর্জন হলেও সেগুলো স্বাধীনতার সমান নয়। তিনি বলেন, স্বাধীন দেশে এই রাজনৈতিক অর্জনগুলোকে আমরা শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি। তাই বলে এই অর্জনগুলোর সঙ্গে আমরা যদি স্বাধীনতাকে সমানতালে করে ফেলি, সেটা আমাদের জন্য হবে অনেক বড় একটা বিপর্যয়ের কারণ।

তার মতে, মহান মুক্তিযুদ্ধই দেশের মূল ভিত্তি এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাই জাতির সর্বোচ্চ অর্জন।

মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে মন্ত্রী জানান, "আমি মনে করি, শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক তালিকা প্রণয়ন, মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক তালিকা প্রণয়ন এবং ওই মুহূর্তে যারা মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ছিল-রাজাকার, আলবদর, আলশামস-তাদেরও সঠিক তালিকা প্রণয়ন আমার মন্ত্রণালয়ের একটি বড় চ্যালেঞ্জ।"

অনুষ্ঠানে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মো. আবদুস সালামও বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং সিটি করপোরেশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সংবিধান সংস্কারে জনপ্রত্যাশা ও ছাত্র-গণঅভ্যুত্থানে শহীদদের আকাঙ্ক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, সংবিধান সংস্কারের ক্ষেত্রে জনপ্রত্যাশা এবং ছাত্র-গণঅভ্যুত্থানের শহিদদের আকাঙ্ক্ষাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়া হবে।

মন্ত্রী বলেন, বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে স্বাক্ষরিত জুলাই জাতীয় সনদ-এর ভিত্তিতে সমঝোতার মাধ্যমে যাবতীয় সংশোধনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। শনিবার (২৮ মার্চ) রাজশাহীর সারদায় বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমিতে ৪৩তম বিসিএস (পুলিশ) ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

সংবিধানে জিয়াউর রহমানের নাম স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে কি না-সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এ সমস্ত বিষয়ে সংবিধান সংস্কার সংক্রান্ত কমিটি গঠন করা হবে এবং সেখানে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করা হবে। জুলাই জাতীয় সনদের ভিত্তিতে আমরা সব কিছুই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রণয়ন করব। সেখানে বাংলাদেশের মানুষের বর্তমান সময়ের প্রত্যাশা এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদদের *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রথমবার তারেক রহমান

পরিচয় ডেস্ক: নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অফিস করেছেন বিএনপির চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথমবার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যান তারেক রহমান। শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পৌঁছান তিনি। এ সময় দলের নেতা-কর্মীরা তাকে স্বাগত জানান। প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

বিএনপি নিজেদের ইচ্ছামতো কখনো সংবিধান মানছে, কখনো মানছে না: নাহিদ ইসলাম

পরিচয় ডেস্ক: জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম গণভোটের ফলাফল ও সংবিধান নিয়ে বিএনপির বর্তমান অবস্থানকে দ্বিচারিতা হিসেবে অভিহিত করেছেন।

তিনি বলেন, সংবিধান তারা নিজেদের ইচ্ছামতো কখনো মানছে, কখনো মানছে না-এই দ্বিচারিতা জনগণের সামনে উন্মোচিত হয়েছে।

শনিবার (২৮ মার্চ) বিকেলে নারায়ণগঞ্জ শহরের ডাকবাংলোতে মহানগর এনসিপির সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

বিএনপির অবস্থানের সমালোচনা করে নাহিদ ইসলাম বলেন, আমরা তো বলেছি যে গণভোটে জনগণের রায় প্রতিফলিত হয়েছে। ৭০ শতাংশ মানুষ গণভোটে হ্যাঁ এর পক্ষে ভোট দিয়েছে। বিএনপিও এই গণভোটে অংশগ্রহণ করেছে, তাদের দলীয় প্রধানও গণভোটের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। এখন তারা সংবিধানের দোহাই দিয়ে গণভোটের রায় অস্বীকার করছে। সংবিধান তারা নিজেদের ইচ্ছামতো কখনো মানছে, কখনো *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে 'জয় বাংলা' স্লোগান: মডেল মিষ্টি সুবাসসহ ২ জন রিমান্ডে

পরিচয় ডেস্ক: শুক্রবার (২৭ মার্চ) আসামিদের আদালতে হাজির করার পর শুনানি শেষে ঢাকার জুডিশিয়াল

ম্যাজিস্ট্রেট মো. তাজুল ইসলাম সোহাগের আদালত এই আদেশ দেন। ঢাকা জেলা পুলিশের প্রসিকিউশন বিভাগের এসআই বিশ্বজিৎ দেবনাথ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সাভারে জাতীয় *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

গ্রিস যাওয়ার পথে সাগরে সুনামগঞ্জের ৪ যুবকের মৃত্যু

পরিচয় ডেস্ক: কোস্ট গার্ড জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে একজন নারী ও একটি শিশুও রয়েছে। উত্তর আফ্রিকা থেকে সাগরপথে ইউরোপে যাওয়ার পথে সাগরে ভাসতে ভাসতে খাবার ও পানির অভাবে কয়েকজন বাংলাদেশি মারা গেছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে চারজন সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার বাসিন্দা।

শুক্রবার (২৭ মার্চ) গ্রিসের কোস্ট গার্ড জানিয়েছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সীমান্ত ও উপকূলীয় রক্ষা বাহিনী ফ্রন্টেক্সের একটি জাহাজ গ্রিসের বৃহত্তম এবং ভূমধ্যসাগরের পঞ্চম বৃহত্তম দ্বীপ ক্রিটের কাছ থেকে ২৬ জনকে উদ্ধার করে।

কোস্ট গার্ড জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে একজন নারী ও একটি শিশুও রয়েছে।

কোস্ট গার্ডের ভাষ্যমতে, নৌকাটি ২১ মার্চ পূর্ব লিবিয়ার তোবরুক বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। ছয় দিন ধরে খাবার ও পানীয় ছাড়াই সমুদ্রে *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

খাদ্য অনিশ্চয়তার মুখে আরো সাড়ে ৪ কোটি মানুষ

পরিচয় ডেস্ক: জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) সতর্ক করে জানিয়েছে, চলমান সংকটের কারণে আগামী জুনের মধ্যে আরো ৪ কোটি ৫০ লাখ মানুষ চরম খাদ্য অনিশ্চয়তার মুখে পড়তে পারে। এর আগে থেকেই বিশ্বে প্রায় ৩১ কোটি ৮০ লাখ মানুষ খাদ্য সংকটে ছিল উপসাগরীয় অঞ্চলে চলমান যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্বজুড়ে খাদ্য ব্যবস্থায় এক ভয়াবহ সংকট তৈরি হয়েছে। কৃষি বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছেন, চলমান সংঘাতের প্রভাব ২০২২ সালের রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট খাদ্য সংকটের চেয়েও বেশি মারাত্মক হতে পারে। যুদ্ধের কারণে সার উৎপাদন ব্যাহত হওয়া এবং জ্বালানি সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হওয়ায় বাংলাদেশ থেকে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত সব দেশের কৃষকদের জীবনযাত্রা ও উৎপাদন হুমকির মুখে পড়েছে। খবর এফটি।

বিশ্লেষকরা বলছেন, এ সংকটের মূল কারণ হলো বিশ্বজুড়ে সারের বাজারে উপসাগরীয় দেশগুলোর একক আধিপত্য। যুদ্ধের শুরু থেকে অঞ্চলটিতে সার উৎপাদন প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। বিশেষ করে হরমুজ প্রণালির মতো গুরুত্বপূর্ণ নৌপথগুলো দিয়ে পণ্য পরিবহন সীমিত হয়ে পড়েছে। এর ফলে ইউরিয়া, অ্যামোনিয়া ও সালফারের মতো প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণের দাম আন্তর্জাতিক বাজারে হু হু করে বাড়ছে। এশিয়ার বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মতো কৃষিপ্রধান দেশগুলোতে এ পরিস্থিতি এরই মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।

ভারতের পাঞ্জাবকে দেশটির শস্যভাণ্ডার বলা হয়। সেখানে ধান চাষের মৌসুম শুরুর আগেই কৃষকরা সার সংকটে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। সরকারী নিয়ন্ত্রণে থাকা সারের সরবরাহ কমে যাওয়া এবং বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে তারা জমি তৈরি করতে হিমশিম খাচ্ছেন। কৃষকদের আশঙ্কা, যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে খাদ্য উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে, যা সামলানো কঠিন হয়ে পড়বে। বাংলাদেশেও একই চিত্র দেখা যাচ্ছে। গ্যাস সংকটের কারণে দেশের পাঁচটি সরকারি *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

দাম বাড়ায় জেট ফুয়েল মজুতের প্রবণতা বাড়ছে এশিয়াজুড়ে

পরিচয় ডেস্ক: ইরান যুদ্ধের জেরে তেলের দাম হু হু করে বাড়ার পর এশিয়ার দেশগুলো জেট জ্বালানি মজুত করতে শুরু করেছে- এমন ইঙ্গিত বাড়ছে। এতে বিমান চলাচল খাতের ওপর চাপ বাড়ার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। থাইল্যান্ডের সংবাদমাধ্যম ব্যাংকক পোস্টের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার পরিবহন মন্ত্রণালয় গতকাল বুধবার ব্লুমবার্গকে দেওয়া এক বিবৃতিতে জানায়, কিছু দেশ থেকে তাদের এয়ারলাইনসগুলোর বিমানে জ্বালানি ভরার ওপর বিধিনিষেধের নোটিশ পেয়েছে দেশটির বিমান সংস্থাগুলো। একই সঙ্গে সরকার রপ্তানিমুখী জেট জ্বালানি স্থানীয় বাজারে সরিয়ে দেওয়া হবে কি না, তা নিয়েও আলোচনা করছে। ফিলিপাইন এয়ারলাইনসের প্রেসিডেন্ট এক সাক্ষাৎকারে বলেন, দেশটিকে খুব শিগগিরই জ্বালানি রেশনিংয়ের পথে যেতে হতে পারে। ভিয়েতনামে বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এপ্রিলের শুরু থেকেই সম্ভাব্য জেট জ্বালানি সংকটের সতর্কতা দিয়েছে এবং এর ফলে ফ্লাইট কমানো হচ্ছে।

ইরান যুদ্ধ চলতে থাকায় এবং তেলের দাম উচ্চ অবস্থায় থাকায় জ্বালানি সংগ্রহের এই সমস্যা বিমান শিল্পের দুর্দশা আরও বাড়াতে পারে।

এখন পর্যন্ত বেশির ভাগ দেশ জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়া এড়াতে পারলেও, হরমুজ প্রণালি কার্যত বন্ধ থাকলে সংকটের সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকবে এশিয়া অঞ্চল। বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান সিটিগ্রুপের বিশ্লেষকেরা লিখেছেন, 'জেট জ্বালানির দাম বৃদ্ধির পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের আকাশপথে বিঘ্ন ঘটায় বিমান ভ্রমণে মুদ্রাস্ফীতির চাপ তৈরি হয়েছে।' তাঁরা আরও বলেন, 'চাহিদার ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

আট মাসের রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি: দিন দিন বাড়ছে ঘাটতির বোঝা

পরিচয় ডেস্ক: অর্থবছরের শেষ চার মাসে প্রায় ৩ লাখ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের বড় চাপ সামনে নিয়ে এগোচ্ছে সরকার। এই লক্ষ্য পূরণ করতে প্রতি মাসে গড়ে ৭৫ হাজার কোটি টাকার বেশি রাজস্ব সংগ্রহ প্রয়োজন। অথচ চলতি অর্থবছরের কোনো মাসেই আদায় ৪০ হাজার কোটি টাকা ছাড়ায়নি। ফলে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন যে কঠিন হয়ে পড়েছে, তা এখন স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

অন্যদিকে দীর্ঘদিন ধরে কঠোর মুদ্রানীতি, ব্যাংকঋণের উচ্চ সুদহার, বিনিয়োগে স্থবিরতা, আমদানি কমে যাওয়া এবং উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপ-সব মিলিয়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ধীর হয়ে আছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে রাজস্ব আদায়ের ওপর, যার ফলে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আদায়ের গতি ধরে রাখা যাচ্ছে না।

এই চাপের পেছনে রয়েছে আগের আট মাসের বড় ঘাটতি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সবশেষ তথ্য অনুযায়ী, জুলাই থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৭১ হাজার ৪৭২ কোটি টাকা। সংশ্লিষ্টরা আশঙ্কা করছেন, বর্তমান হারে প্রবণতা অব্যাহত থাকলে অর্থবছর শেষে এই ঘাটতি এক লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে।

লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে বাস্তবতার এই ফারাকই এখন মূল উদ্বেগ। এই আট মাসে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য ছিল ৩ লাখ ২৫ হাজার ৮০২ কোটি টাকা। বিপরীতে আদায় হয়েছে ২ লাখ ৫৪ হাজার ৩৩০ কোটি টাকা। অর্থাৎ লক্ষ্যের তুলনায় ২২ শতাংশ রাজস্ব আদায়ে পিছিয়ে রয়েছে সংস্থাটি, যদিও অর্জিত অংশ থেকেই প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ১২ শতাংশ।

হালনাগাদ রাজস্ব প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা গেছে, আয়কর, আমদানি শুল্ক ও ভ্যাট-এই তিনটি হলো রাজস্ব আয়ের প্রধান খাত, যার কোনোটিই লক্ষ্যমাত্রা ছুঁতে পারেনি। সবচেয়ে বড় ঘাটতি আয়কর খাতে, ৩৩ হাজার ৩৭৩ কোটি টাকা। আমদানি শুল্কে ঘাটতি ১৭ হাজার ১৬৬ কোটি টাকা। আর ভ্যাট খাতে লক্ষ্য ছিল ১ লাখ ১৮ হাজার ২১৪ কোটি টাকা, আদায় হয়েছে ৯৭ হাজার ২৮২ কোটি টাকা।

রাজস্ব আদায়ের *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

হরমুজ প্রণালিতে ইরানের সবুজ সংকেতে বাংলাদেশের জ্বালানি আমদানিতে কমবে খরচ ও ঝুঁকি

পরিচয় ডেস্ক: তেহরানের এই সিদ্ধান্তের ফলে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে বাংলাদেশ এখন আগের মতোই চাহিদা অনুযায়ী ক্রুড অয়েল [অপরিশোধিত তেল], এলএনজি এবং পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করতে পারবে।

হরমুজ প্রণালি দিয়ে বাংলাদেশের তৈলবাহী জাহাজ চলাচলে ইরানেরও সবুজ সংকেত দেশের বিদ্যমান জ্বালানি সংকট মেটাতে ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। *বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের বাজারে বাড়ল সোনা-রুপার দাম

পরিচয় ডেস্ক: টানা দরপতনের পর এবার দেশের বাজারে ঊর্ধ্বমুখী সোনা ও রুপার দাম। ২৮ মার্চ এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)। আজ সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিং-এর এক জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাজুসের মূল্য তালিকা অনুযায়ী, ২২ ক্যারেট প্রতি *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

নেপালের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী ওলি ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রমেশ গ্রেপ্তার

পরিচয় ডেস্ক: গত বছরের সেপ্টেম্বরে সরকারবিরোধী বিক্ষোভে ক্ষমতাচ্যুত নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শনিবার ভোরে কাঠমান্ডুর বাসভবন থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এছাড়া দেশটির সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রমেশ লেখককেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহ এবং তাঁর মন্ত্রিসভা শপথ নেওয়ার পরের দিনই এই গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটলো।

সহিংসতা তদন্তে গঠিত প্যানেল এই দুজনের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অবহেলার অভিযোগে মামলা করার সুপারিশের পর এ পদক্ষেপ নেওয়া হলো। খবর-বিবিসি ও এএফপি

কাঠমান্ডু ভ্যালি পুলিশের মুখপাত্র ওম অধিকারী জানান, গত বছরের সেপ্টেম্বরে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে অংশ নেওয়া তরুণ বিক্ষোভকারীদের ওপর যে নৃশংস দমন-পীড়ন চালানো হয়েছিল, তাতে সরাসরি জড়িত থাকার সুনির্দিষ্ট অভিযোগে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এখন আইন অনুযায়ী পরবর্তী বিচারিক প্রক্রিয়া শুরু হবে।

তাদের বিরুদ্ধে এখনও আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আনা হয়নি। যদিও ওলি এর আগে তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এগুলো চরিত্রহনন ও ঘৃণার রাজনীতি।

এ ব্যাপারে নেপালের নতুন সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুদান গুরুঙ্গ লিখেছেন, কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়। তাদের গ্রেপ্তার কারও বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নয়, বরং ন্যায়বিচারের সূচনা।কেপি শর্মা অলি কমিউনিস্ট পার্টি অব নেপাল-ইউনিফায়েড মার্ক্সিস্ট লেনিনিস্ট (সিপিএন-ইউএমএল) এর নেতা। দেশটিতে জেনজি আন্দোলনে নিহত হন অন্তত ৭৭ জন। তুমুল গণআন্দোলনের মুখে কে পি শর্মা ওলি সরকারের পতনের পর দেশটির দায়িত্ব গ্রহণ করে সুশিলা কারকির অন্তর্বর্তী সরকার। অল্প কয়েকদিনের মাথায় সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। নির্বাচনে জয়ী হয় গণআন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া জেন-জি প্রজন্মের প্রতিনিধিদের দল রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টি (আরএসপি)। *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

নেচারে প্রকাশিত গবেষণা

তিন দশকে জলবায়ুর ১০ ট্রিলিয়ন ডলারের ক্ষতি করেছে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: ১৯৯০ সাল থেকে তিন দশকে কার্বন নিঃসরণের মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রায় ১০ লাখ কোটি ডলারের ক্ষতির জন্য দায়ী যুক্তরাষ্ট্র। বিশাল অঙ্কের এ অর্থনৈতিক ক্ষতির প্রায় এক-চতুর্থাংশ খোদ যুক্তরাষ্ট্রের নিজেরই হয়েছে। গত বুধবার প্রখ্যাত বিজ্ঞান সাময়িকী নেচারে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন অনুসারে, বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে যে *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ নতুন মোড় নিতে যাচ্ছে

পরিচয় ডেস্ক: চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রকাশিত দুটি খবর ইরান যুদ্ধে নতুন মোড়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে। প্রথমটি ইরানের পক্ষ নিয়ে হুতি বিদ্রোহীদের যুদ্ধে যোগ দেওয়ার ঘোষণা এবং দ্বিতীয়টি মধ্যপ্রাচ্যে আরও ১০ হাজার মার্কিন সৈন্য মোতায়েনের প্রস্তুতি।

এ দুটি খবরই এমন সময়ে সামনে এসেছে, যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুদ্ধ বন্ধে আলোচনার কথা বলছেন। ইরানের জ্বালানি অবকাঠামোতে সম্ভাব্য হামলার সময়সীমা ১০ দিন পিছিয়েও দিয়েছেন। ধারণা করা হচ্ছে, আলোচনার কথা বলে ট্রাম্প মূলত সেনা মোতায়েনের জন্য যথেষ্ট সময় অর্জন করতে চাইছেন। এই প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে তিনি পারস্য উপসাগরের খার্গ দ্বীপ দখলের অনুমতি দিতে পারেন।

হরমুজ প্রণালি থেকে প্রায় ৩০০ মাইল দূরের খার্গ দ্বীপ ইরানের অপরিশোধিত তেল রপ্তানির মূল কেন্দ্র। বলা হচ্ছে, হরমুজ বন্ধ করে তেলের বাজার নিয়ন্ত্রণে তেহরানের চেষ্টা রুখে দিতে দ্বীপটি দখল করতে চান ট্রাম্প। কয়েক দশক আগে থেকেই দ্বীপটির

প্রতি তাঁর নজর ছিল। এখন সেটি দখলের চেষ্টাকে সম্ভবত বিকল্প কৌশল হিসেবে নির্ধারণ করতে যাচ্ছেন।

৩০ বছরের বাসনা

খার্গ দ্বীপ দখল করতে ট্রাম্প প্রকাশ্যে প্রথমবার হুমকি দিয়েছিলেন ১৯৮৮ সালে। তখনও তিনি রাজনীতিতে আসেননি। একজন ব্যবসায়ী হিসেবে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন ব্রিটিশ গণমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানকে। ৩০ বছর আগের ওই সাক্ষাৎকারের এক পর্যায়ে ট্রাম্প বলেছিলেন, 'সুযোগ পেলে আমি ইরানের প্রতি কঠোর হবো। তারা আমাদের বিরুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিকভাবে জয়ী *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আলোচনা

পরিচয় ডেস্ক: পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দারের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ইুর। ইসলামাবাদের মধ্যস্থতায় ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আলোচনার প্রচেষ্টা নিয়ে কথা বলেছেন তারা। এই প্রচেষ্টায় সমর্থন জানিয়ে পাকিস্তানের প্রশংসা করেছে চীন। চলমান যুদ্ধ বন্ধে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের ১৫ দফা প্রস্তাব ইরানের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল। ইরান তা প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের দাবি তুলে ধরেছে। চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার পর ইসহাক দার সামাজিক *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

তেলের বাজারে অস্থিরতার কারণে জ্বালানি কর কমাল ভারত

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সরবরাহ ব্যাহত হওয়া এবং মূল্যবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে জ্বালানি তেলের ওপর কর হ্রাস করেছে ভারত। একই সঙ্গে অভ্যন্তরীণ সরবরাহ নিশ্চিত করতে ডিজেল ও এভিয়েশন ফুয়েল রপ্তানির ওপর শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। শুক্রবার এক বিবৃতিতে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানান, পেট্রল ও ডিজেলের ওপর কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক কমানো হয়েছে। মূল্যবৃদ্ধি থেকে ভোক্তাদের সুরক্ষা দিতে আবগারি শুল্ক প্রতি লিটারে ১০ রুপি করে কমানো হয়েছে।

এছাড়া ডিজেল এবং এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল (জেট ফুয়েল) রপ্তানির ওপর প্রতি লিটারে যথাক্রমে ২১ দশমিক ৫ এবং ২৯ দশমিক ৫ রুপি শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। বিবৃতিতে তিনি বলেন, এই সিদ্ধান্ত অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য পণ্যগুলোর পর্যাপ্ত প্রাপ্যতা নিশ্চিত করবে।

ভারত প্রয়োজনীয় অপরিশোধিত তেলের ৮৫ শতাংশেরও বেশি আমদানি করে। পরিমাণের দিক থেকে দেশটিতে সবচেয়ে বেশি সরবরাহ করে রাশিয়া। ফলে তেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় নয়াদিল্লির প্রশাসন চাপের মুখে পড়েছে।

সরকারি কর্মকর্তারা সরবরাহ স্থিতিশীল থাকার বিষয়ে আশ্বস্ত করছেন। কিন্তু তারপরও সংকটের আশঙ্কায় পেট্রল পাম্পগুলোতে দীর্ঘ সারি ও হুড়োহুড়ি দেখা যাচ্ছে। ঘাটতি নিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ায় কর্তৃপক্ষ জনসাধারণকে কোনো ধরনের বিভ্রান্তিকর তথ্যে কান না দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR
ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan
Anthem
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
S W H
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

একাত্তরের গণহত্যার বৈশ্বিক ন্যায়বিচারের পথ

শাহেদ কায়েস

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির দাবিতে অবশেষে এক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রতীকী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদে উত্থাপিত একটি প্রস্তাব নতুন করে বিশ্বদৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সেই রক্তাক্ত ইতিহাসের দিকে-যেখানে একটি জাতির জন্মের পেছনে লুকিয়ে আছে অসংখ্য নির্যাতিত মানুষ, নিঃস্ব পরিবার, এবং নির্বাক হয়ে যাওয়া মানবতার দীর্ঘ আর্তনাদ। এই প্রস্তাবে শুধু হত্যাকাণ্ডের স্বীকৃতি নয়, বরং ধর্ষণ, নির্যাতন, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর সংঘটিত সুসংগঠিত সহিংসতার স্বীকৃতিও দাবি করা হয়েছে। একই সঙ্গে অপরাধীদের জবাবদিহির আওতায় আনার আহ্বান জানানো হয়েছে-যা ইতিহাসকে শুধু স্মরণ নয়, বিচার করার একটি নৈতিক প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত করবে।

২০২৬ সালের ২০ মার্চ মার্কিন কংগ্রেসের সদস্য গ্রেগ ল্যান্ডসম্যান এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বর্তমানে এটি বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটির বিবেচনায় রয়েছে, যা ভবিষ্যতে এই প্রস্তাবের গ্রহণযোগ্যতা ও রাজনৈতিক গুরুত্ব নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসী বাংলাদেশি সম্প্রদায়, গবেষক, মানবাধিকার কর্মী এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন এই স্বীকৃতির জন্য কাজ করে আসছিলেন। তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে এই প্রস্তাবটি কেবল একটি আইনগত উদ্যোগ নয়; এটি একটি দীর্ঘ প্রতীক্ষার ফল, যা ইতিহাসের নীরব অংশকে উচ্চারণের সুযোগ করে দিচ্ছে।

এই প্রস্তাবের পেছনে যে ইতিহাস, তা শুরু হয় ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের সেই কালরাত্রি থেকে। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে যে দমন অভিযান শুরু করেছিল, তা কেবল একটি সামরিক কৌশল ছিল না-বরং এটি ছিল একটি জাতিকে স্তব্ধ করে দেওয়ার পরিকল্পিত প্রচেষ্টা। সেই রাতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়, যিনি ছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতীক এবং স্বাধীনতার অবিসংবাদিত নেতা। ঢাকার রাস্তায়, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়, বস্তিতে, গ্রামে-সর্বত্র শুরু হয় নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ। এই অভিযান ছিল লক্ষ্যভিত্তিক-বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, শিক্ষক, রাজনৈতিক কর্মী, এবং বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করে হত্যা করা হয়। পাকিস্তানি বাহিনীর পাশাপাশি স্থানীয় সহযোগী গোষ্ঠীগুলোও সক্রিয়ভাবে অংশ নেয় এই সহিংসতায়। ফলে এই গণহত্যা কেবল বাহ্যিক দমন নয়, বরং অভ্যন্তরীণ বিভাজনকে ব্যবহার করে একটি জাতিকে ধ্বংস করার সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা হয়ে ওঠে। নিহতের সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, বাংলাদেশ সরকারের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৩০ লাখ মানুষ নিহত হন।

আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গবেষণায় এই সংখ্যা ভিন্ন হলেও, একটি বিষয় স্পষ্ট-এটি ছিল বিংশ শতাব্দীর অন্যতম ভয়াবহ মানবতাবিরোধী অপরাধ। কিন্তু সংখ্যা এখানে কেবল পরিসংখ্যান নয়; প্রতিটি সংখ্যা একটি নাম, একজন মানুষ, একটি অসমাপ্ত জীবনের গল্প। একইভাবে, প্রায় দুই লাখ নারী ধর্ষণের শিকার হন-যাদের অনেকেই পরবর্তীতে সামাজিক লজ্জা, ভয় এবং অবহেলার কারণে নিজেদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারেননি। তাঁদের শরীর হয়ে ওঠে যুদ্ধের একটি 'মাঠ', যেখানে নারীদেহকে ব্যবহার করা হয়েছিল একটি জাতির মনোবল ভেঙে দেওয়ার অস্ত্র হিসেবে। এই নারীরা-যাদের আমরা 'বীরাঙ্গনা' নামে সম্মান জানাই-তাঁদের গল্প আজও আমাদের সামাজিক বিবেককে প্রশ্ন করে।

এই গণহত্যার প্রমাণ শুধু বাংলাদেশের ভেতরেই সীমাবদ্ধ ছিল না; আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও তা প্রতিফলিত হয়েছিল। ব্রিটিশ সাংবাদিক অ্যান্থনি মাসকারেনহাস ১৯৭১ সালের ১৩ জুন দ্য সানডে টাইমসে প্রকাশিত 'জেনোসাইড' শিরোনামের প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন পাকিস্তানি বাহিনীর পরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞের চিত্র। তিনি লিখেছিলেন, এই অভিযান ছিল পূর্বনির্ধারিত-যেখানে 'হত্যার তালিকা' নিয়ে সেনারা অভিযান চালায়। এরও আগে, ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাড একটি বিখ্যাত টেলিগ্রাম পাঠান, যা পরবর্তীতে 'ব্লাড টেলিগ্রাম' নামে পরিচিত হয়। এই টেলিগ্রামে তিনি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নীতির তীব্র সমালোচনা করে উল্লেখ করেন যে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী 'সিলেক্টিভ জেনোসাইড' চালাচ্ছে। এই প্রতিবাদ ছিল যুক্তরাষ্ট্রের *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

'৫৫ বছর হয়ে গেল, কেউ কথা রাখেনি'

সেলিম জাহান

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কেউ কথা রাখেনি' কবিতাটার শুরু একটি লাইন দিয়েই। তারপর বর্ণনা আছে, যারা কথা রাখেনি তাদের এবং যে কথাগুলো রাখা হয়নি তার। এক বোষ্টমি গান শুনিয়েছিল আংশিক এবং বলেছিল, পরে এসে অন্তরাটুকু শুনিয়ে যাবে। সে আর ফিরে আসেনি। চৌধুরীবাড়ির ছেলেপুলেরা দেখিয়ে দেখিয়ে লাঠিলজেন্স খেয়েছে, বাবা বলেছিলেন, একদিন সব হবে। সেই বাবা আজ শয্যাশায়ী। মামাবাড়ির নাদের আলী বলেছিল, 'বড় হও দাদাঠাকুর, তোমাকে আমি তিন প্রহরের বিল দেখাতে নিয়ে যাব', তিন প্রহরের বিল দেখা হয়নি এবং তেত্রিশ বছর বাদে উত্থাপিত হয়েছে সেই মোক্ষম জিজ্ঞাসা, 'আমি আর কত বড় হব, নাদের আলী?'

বাংলাদেশের ৫৬তম স্বাধীনতা দিবসে আমার কেন জানি বড় বেশি করে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতাটি মনে পড়ছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয়েছিল, তখন রাজনৈতিক প্রক্রিয়া কথা দিয়েছিল যে বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হবে। সমাজকাঠামো কথা দিয়েছিল সে একটি শোষণমুক্ত সমাজের হবে, যেখানে সব মানুষ সমান অধিকার নিয়ে পারস্পরিক সৌহার্দ্যের ভিত্তিতে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে আশ্বাস শোনা গিয়েছিল সমতাভিত্তিক উন্নয়নের এবং বাংলাদেশের প্রত্যেক মানুষের জন্য উন্নততর জীবনমানের। সাংস্কৃতিক বলয়ে কথা দেওয়া হয়েছিল যে সৃজনশীলতা, মুক্তবুদ্ধি ও স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে গড়ে তোলা হবে একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, যা যুগ যুগ ধরে আমাদের জাতিসত্তার গর্বের আধার হবে।

কিন্তু গত ৫৫ বছরের পথপরিক্রমায় এসে আজ যখন পেছন ফিরে তাকাই, তখন বড় দুঃখ ও কষ্টে শুধু এটুকুই বলতে পারি, 'কেউ কথা রাখেনি'। ১৯৭১ সালে ২০ বছর বয়সের যুবক আমার জীবনের এ প্রান্তে এসে ৫৫ বছর বাদে এ প্রশ্ন করা কি সংগত, 'আমি আর কত বড় হব?' এবং কাকেই-বা সে প্রশ্ন করব-'নাদের আলীরা কবিতায়ই থাকে, বাস্তবে নয়।'

কথা দেওয়া হয়েছিল যে সর্ব অর্থেই বাংলাদেশ হবে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি; শুধু পশ্চিমা গণতন্ত্রের একটি কাঠামো নয়। আমরা সবাই সর্বস্তরে প্রতিনিয়ত গণতন্ত্রের চর্চা করে যাব, আমাদের গণতান্ত্রিক কার্যকলাপ শুধু নির্বাচন আর সংসদপ্রক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। সৃজনশীলতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, পরমতসহিষ্ণুতা, দায়বদ্ধতা আর ন্যায়বোধের ভিত্তিতে আমরা আমাদের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য গড়ে তুলব। অথচ আমাদের ৫৫ বছরের ইতিহাস এটা সাক্ষ্য দেয় না যে আমরা আমাদের কথা রাখতে পেরেছি।

রাজনৈতিক গণতন্ত্রের কথা যদি তুলি, তাহলে গত ৫৫ বছরের একটি বড় সময়েই আমাদের রাজনৈতিক কাঠামো একনায়কতন্ত্র, সামরিক জান্তা অথবা অন্যান্য অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার শিকার হয়েছে। সুখের বিষয় এবং স্বস্তির কথা যে বাংলাদেশের ইতিহাসে কিছুদিনের জন্য একটি গণতান্ত্রিক সরকারকাঠামো নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে পেরেছে। নিয়মতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার বদল হয়েছে। কিন্তু এ উত্তরণ পরে আর নিরঙ্কুশ থাকতে পারেনি। সন্ত্রাস, রক্তপাত, অস্থিরতা এবং অর্থবল এসব নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারণ করেছে নানাভাবে, যাদের হাতে আমরা একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পণ করেছি, তারা বিশ্বাসযোগ্য কাজ করতে পারেনি। ফলে নানা সময়ে জনগণের ইচ্ছার সঠিক প্রতিফলন আমরা নির্বাচনী রায়ে প্রতিফলিত হতে দেখিনি।

'যত মত, তত পথ' না হোক, নিদেনপক্ষে 'যত মত, তত শ্রদ্ধাবোধ'-এ ন্যূনতম মূল্যবোধও আমরা গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছি। আমার মত আর পথকেই আমি চূড়ান্ত বলে মনে করেছি, অন্য সব মত আর পথের বিপক্ষে আমরা খ-গহস্ত হয়েছি, তা নির্মূল করতে তৎপর হয়েছি বারবার। ফলে গণতন্ত্র যে শুধু একটি ধারণা নয়, শুধু একটি ব্যবস্থা নয়, এটা যে নিরন্তর একটি চর্চা, তা আমরা বিস্মৃত হয়েছি।

সীমাবদ্ধ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যেও একটি সুস্থ আবহাওয়ার অনুপস্থিতিতে আমরা ব্যথিত ও নিরাশ হয়েছি বারবার। সরকারি ও বিরোধী দল নিয়ে যে সরকার-এ অনুপেক্ষ সত্য আমাদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিস্মৃত হয়েছে প্রতিনিয়ত। একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংসদই হচ্ছে চূড়ান্ত স্থান, যেখানে জনপ্রতিনিধিরা নীতিমালা নিয়ে, জনগণের আশা- *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

স্থানীয় সরকার নির্বাচন কেন জরুরি

বদিউল আলম মজুমদার

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে আমাদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার ব্যাপারে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং উচ্চ আদালতের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। তথাপি নবনির্বাচিত বিএনপি সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ১১টি সিটি করপোরেশনে এবং ৪২টি জেলা পরিষদে দলীয় প্রশাসক নিয়োগ দিয়েছে, যাঁদের অনেকেই ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে দলীয় মনোনয়নবঞ্চিত অথবা নির্বাচনে পরাজিত। দলীয় নেতাদের পুনর্বাসনের এ সিদ্ধান্ত সংবিধান ও আদালতের নির্দেশের সম্পূর্ণ পরিপন্থী বিষয়।

বাংলাদেশে সংবিধানের ১১, ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকারের বিষয়টি বর্ণিত আছে। অনুচ্ছেদ ১১-তে বলা হয়েছে, '...প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।'

অনুচ্ছেদ ৫৯-এ বলা হয়েছে, 'আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।' অনুচ্ছেদ ৬০-এ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে কর আরোপ, বাজেট প্রস্তুত ও তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১১ 'রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি'সম্পর্কিত সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে অন্তর্ভুক্ত। তাই এটি 'জাস্টিসেবল' নয়, অর্থাৎ আদালতে গিয়ে সরকারকে এ অনুচ্ছেদ কার্যকর করতে বাধ্য করা যাবে না। তবে সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদ সরকার মানতে বাধ্য। অর্থাৎ বিদ্যমান সাংবিধানিক বিধানাবলি অনুযায়ী, জেলায় নির্বাচিত জেলা পরিষদের, উপজেলায় নির্বাচিত উপজেলা পরিষদের এবং ইউনিয়নে নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদের শাসনকার্য পবিচালনা করা বাধ্যতামূলক। একইভাবে সিটি করপোরেশনে নির্বাচিত সিটি করপোরেশন এবং পৌরসভায় নির্বাচিত পৌরসভা শাসনকার্য পরিচালনা করার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

স্মরণ করা যেতে পারে যে ১৯৯১ সালে উপজেলা পরিষদ বিলুপ্ত করার পর কুদরত-ই-ইলাহী পনির বনাম বাংলাদেশ মামলার [৪৪ডিএলআর(এডি)(১৯৯২)] রায়ে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ রায় দেন যে স্থানীয় সরকার আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ এবং স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব হলো স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে স্থানীয় বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা করা। সরকারি কর্মকর্তা কিংবা অন্য কোনো অনির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার বিপক্ষে আদালত অবস্থান নেন।

আদালত সুস্পষ্টভাবে বলেন, 'যদি সরকারি কর্মকর্তা বা তাঁদের তল্পিবাহকদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য নিযুক্ত করা হয়, তাহলে এগুলোকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাখা যুক্তিযুক্ত হবে না।' কারণ, গণতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তি হলো জনপ্রতিনিধিত্ব।

স্থানীয় সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি স্বাধীন ও কার্যকর সহযোগী হিসেবে গড়ে তোলার অন্যতম যৌক্তিকতা হলো যে বাংলাদেশের 'ইউনিটারি' বা এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় আমাদের সংবিধান স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছে। এসব দায়িত্বের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে স্থানীয় প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারীদের কার্যক্রম দেখভাল, জনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং 'পাবলিক সার্ভিস' বা সব জনকল্যাণমূলক সরকারি কর্মসূচি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নসম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

এসব দায়িত্ব তথা সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের আলোকে স্থানীয় পর্যায়ে শাসনকার্য পরিচালনার মতো গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য পালন করতে হলে স্থানীয় জনগণের আস্থাভাজন নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং তাঁদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

বর্তমান বাস্তবতা, সব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানেরই মেয়াদ পার হয়ে গেছে, কোনো কোনোগুলোতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে প্রশাসকও বসানো হয়েছে এবং নতুন সরকার ইতিমধ্যে সিটি করপোরেশন ও জেলা পরিষদে দলীয় ব্যক্তিদের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। তবে সাংবিধানিক ও আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী সব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কর্তৃত্বে পরিচালনা নিশ্চিত *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

সরকারের সহজসাধ্য করণীয় ও একটি গল্প

ফারুক মঈনউদ্দীন

এই লেখাটা একটা গল্প দিয়ে শুরু করা যায়। এক আত্মপ্রত্যয়ী ভদ্রলোক খুব জোর দিয়ে বলছিলেন যে তাঁদের বাড়ির বড় বড় ব্যাপারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত তিনিই নিয়ে থাকেন। যেমন ইরান-ইসরায়েল্যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার লড়াইয়ে চীন ও রাশিয়ার ভূমিকা কেমন হবে, এক্সপ্রেসওয়ের একটা র্যাম্প পান্থকুঞ্জে নামানো কতটা যুক্তিসংগত কিংবা ডোনাল্ড ট্রাম্পের ট্যারিফ আরোপের বিপরীতে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কী হওয়া উচিত-এই রকম সব জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সব দায় ও ভার তাঁর ওপরেই ন্যস্ত। অন্যদিকে প্রতিবেশীর মেয়ের বিয়েতে শাড়ি দেওয়া হবে নাকি মুক্তার মালার সেট দেওয়া হবে, বর্তমানের ভাড়া বাড়িটা পাল্টানো হবে কি না, কিংবা স্কুলপড়ুয়া মেয়েটি মোট কয়টা বিষয়ে কোচিং নেবে-এসব ছোটখাটো ব্যাপার তাঁর স্ত্রীই ঠিক করেন। এসব ব্যাপারে তিনি কখনোই মাথা ঘামান না।

বহু জল্পনা-কল্পনা ও হিসাব-নিকাশের পর নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাদের তাৎক্ষণিক করণীয়গুলো সম্পর্কে ভাবতে গিয়েই গল্পটা মনে পড়ে গেল। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে সবার প্রত্যাশা ছিল পাহাড়প্রমাণ। কিন্তু দেখা গেছে, ব্যাংকিং খাতে সংস্কারের সামান্য চেষ্টা দৃশ্যমান হলেও অন্য কোনো ক্ষেত্রে বড় কোনো সাফল্য প্রত্যক্ষ করেনি জাতি। প্রতি মাসে গড়ে সাতটির বেশি অধ্যাদেশ জারি করে দেশ চালানোর চেষ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ ব্যর্থতার পাশাপাশি জাতীয় স্বার্থবিরোধী এবং ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষাকারী বহু সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও অতি সহজেই বাস্তবায়ন করা যেত, এমন প্রয়োজনীয় অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে বিএনপি এককভাবে সরকার গঠন করার পর সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছুটা আশার সঞ্চার হয়েছে, যা এখনো জাগরূক। সঞ্চারিত এই আশাবাদ চাঙা থাকতে থাকতেই নতুন ও তরুণতর নেতৃত্বের অধীনে দীর্ঘ ২০ বছর পর ক্ষমতায় আসা দলটির দ্রুত কিছু পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, যা ওপরের গল্পটির ছোটখাটো সিদ্ধান্তের মতো হলেও সহজসাধ্য এবং মানুষের কাছে দৃশ্যমান ও কার্যকর বলে পরিগণিত হবে। তার ওপর এগুলো বাস্তবায়ন করতে খুব বেশি সময় ও অর্থের প্রয়োজনও পড়বে না। যা দরকার, সেটি হবে সরকারের সদিচ্ছা ও সরকারপ্রধানের দৃঢ়তা। ইতিমধ্যে তাঁর কিছু ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ফলে তাঁর কাছ থেকে এজাতীয় আরও কিছু ব্যতিক্রমী উদ্যোগের প্রত্যাশা সৃষ্টি হয়েছে মানুষের মধ্যে।

আগামী মে মাসের ২৯ তারিখের সংবাদপত্রগুলোতে সরকারের ১০০ দিনের কার্যক্রম নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশিত হবে। এই সীমিত সময়ের মধ্যে উপরোক্ত ছোটখাটো বিষয় বাস্তবায়নের কাজে হাত দিয়ে দৃশ্যমান সাফল্য অর্জন সম্ভব, যা কেবল অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারই করবে না, প্রতিফলিত হবে সরকারের সদিচ্ছাও।

প্রথম যে বিষয়টির প্রতি প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে দৃষ্টি দিয়েছেন, সেটি হচ্ছে নদী-নালা-খাল ও জলাধার খনন ও পুনঃখনন কর্মসূচি। আমরা জানি, ১৯৭৭ সাল থেকে শুরু হওয়া খাল খনন কর্মসূচির আওতায় পরবর্তী চার বছরের মধ্যে প্রায় দেড় হাজার খাল খনন করা হয়েছিল, যার দৈর্ঘ্য ছিল সাড়ে ৩ হাজার মাইলের বেশি। এসব খালের মাধ্যমে সেচের আওতায় এসেছিল লক্ষাধিক একর জমি। সরকারের সর্বশেষ ঘোষণা অনুযায়ী আগামী পাঁচ বছরে দেশজুড়ে ২০ হাজার কিলোমিটার নদী-নালা-খাল ও জলাধার খনন ও পুনঃখননের যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, তার অংশবিশেষও যদি কার্যকর করা যায়, সেটি হবে এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য। একই সঙ্গে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ অন্যান্য নগরের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া খালগুলোকে দখলদারদের কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য কঠোর পদক্ষেপও নিতে হবে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আয় এবং ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে দ্রুততর হবে অর্থনীতির প্রাণস্পন্দন।

দ্বিতীয় যে বিষয়টির প্রতি প্রধানমন্ত্রী নজর দিয়েছেন, সেটি হচ্ছে পরিচ্ছন্নতা। এ ব্যাপারে তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি-পরিচ্ছন্ন ঢাকা, সবুজ ঢাকা এবং নগরবাসীকে মশার উপদ্রব থেকে রক্ষা করা। আমাদের অসচেতন নাগরিকদের কারণে মশা নিয়ন্ত্রণ *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

SUMMER SALE 2026

USA ⇋ DHAKA

Starting From

$1175+

Round Trip

Limited Seats Available

BOOK NOW 718-721-2012

www.digitaltraveltour.com

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

25-78 31st Street, New York, NY-11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256

(To schedule appointment only)

Moin & Michael

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- **IMMIGRATION**

(Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

Attorney
Michigan Only.

Attorney
Michigan Only.

Attorney
New Jersey Only

Attorney, Buffalo
New York Only

Attorney
Connecticut Only

Attorney
Pennsylvania Only

WWW.MOINLAW.COM

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

টমেটো কেন খাবেন?

পরিচয় ডেস্ক: সারা বছরই টমেটো পাওয়া যায়। তারপরও শীতের সময় এই সবজির স্বাদ যেন অনেক গুণ বেড়ে যায়। টমেটো সালাদ হিসেবে যেমন খাওয়া যায় তেমনি রান্না করেও খাওয়া যায়। টমেটোতে ভিটামিন এ, কে, বি ১, বি থ্রি, বি ফাইভ, বি ছিক্স, বি সেভেন ও ভিটামিন সিসহ নানা প্রাকৃতিক ভিটামিন পাওয়া যায়। এছাড়াও এতে ফোলেট, আয়রন, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্রোমিয়াম, কোলিন, কপার এবং ফসফরাসের মতো খনিজও থাকে।

নিয়মিত টমেটো খেলে যেসব স্বাস্থ্য উপকারিতা পাওয়া যায়:

চুল ও ত্বকের জন্য ভালো : টমেটোতে থাকা লাইকোপিন ত্বকের ক্লিনজার হিসেবে কাজ করে। এটি ত্বক পরিষ্কার এবং সতেজ করে রাখতে সাহায্য করে। এতে থাকা ভিটামিন এ চুলের স্বাস্থ্য সুরক্ষা করে।

হাড়ের জন্য ভালো : টমেটোতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন কে এবং ক্যালসিয়াম থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, প্রতি ১০০ গ্রাম টমেটোতে ১১০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে। এ কারণে নিয়মিত টমেটো খেলে হাড়ের স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের ভালো উৎস : টমেটো ভিটামিন এ এবং ভিটামিন থ্রিয়ের ভালো উৎস। এ দুটি উপাদান ক্ষতিকারক ফ্রি র‍্যাডিক্যাল থেকে শরীরকে মুক্তি দিতে সহায়তা করে। এতে শরীর সুস্থ থাকে।

হৃৎপিণ্ড সুস্থ রাখে : টমেটোতে থাকা ভিটামিন এ, ভিটামিন বি এবং পটাশিয়াম কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। সেই সঙ্গে রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। এ কারণে এ সবজিটি হৃৎপিণ্ডের জন্য উপকারী।

রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণ করে : টমেটোতে ক্রোমিয়াম নামক এক ধরনের খনিজ থাকায় এটি রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। এ কারণে এটি ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও উপকারী।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় : টমেটোতে থাকা ভিটামিন সি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এছাড়াও ভিটামিন সি স্ট্রেস হরমোন কমাতে ভূমিকা রাখে। এ কারণে নিয়মিত টমেটো খেলে শরীরের শক্তি বাড়ে এবং শরীর সুস্থ থাকে।

রক্তশূন্যতা দূর করে : নিয়মিত দু-একটি করে টমেটো খেলে রক্তের কণিকা বৃদ্ধি পায়, রক্তশূন্যতা রোধ হয়। রক্ত পরিষ্কার থাকে। এছাড়া এটি হজমে সহায়তা করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে ভূমিকা রাখে। সূত্র : এনডিটিভি

যাদের টমেটো খাওয়া ঠিক নয়

টমেটো অত্যন্ত পুষ্টিকর সবজি। এটা শীতকালীন সবজি হলেও আজকাল সারাবছরই পাওয়া যায়। টমেটো একাধিক জরুরি ভিটামিন ও খনিজের ভাণ্ডার। শুধু তাই নয়, এতে মজুত রয়েছে অত্যন্ত উপকারী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। তারপরও এই উপকারী সবজিটি সবার জন্য স্বাস্থ্যকর নয়। এমনকী কিছু মানুষ আছে যারা টমেটো খেলে বিভিন্ন শারীরিক জটিলতায় পড়তে পারেন। টমেটো খেলে কাদের শারীরিক জটিলতা দেখা দেয় তা জানা যাক:

জিইআরডি থাকলে: জিইআরডি বা গ্যাস্টোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ থাকলে টমেটোর থেকে কিছুটা হলেও দূরত্ব বজায় উচিত। কারণ এই সবজিতে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা আপনার পেটের অস্বস্তির কারণ হতে পারে।

ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোমে: পেটের একটি জটিল অসুখ হল আইবিএস। এই রোগে ভোগা রোগীদের টমেটো এড়িয়ে চলতে হবে। কারণ টমেটোতে মজুত থাকা ফাইবার এই রোগীদের অন্ত্রে অস্বস্তি তৈরি করে। এর ফলে পেটে ব্যথা থেকে শুরু করে ডায়রিয়া, বমির মতো সমস্যা হতে পারে।

হিস্টামাইন ইনটলারেন্স থাকলে: টমেটোয় রয়েছে বেশ কিছুটা পরিমাণে হিস্টামাইন। এই উপাদান অনেকেরই সহ্য হয় না। আর এই কারণেই টমেটো খাওয়ার পরপরই অনেকের নাক বন্ধ হয়ে যায়। সেই সঙ্গে পেটে ব্যথাও শুরু হয়। ত্বকের ব্যাশও দেখা দেয়। এ কারণে টমেটো খাওয়ার পর এই ধরনের কোনও সমস্যা দিলে দ্রুত বাদ দিন।

কিডনি স্টোন থাকলে: এই সবজিতে রয়েছে অক্সালেটের ভাণ্ডার। কিন্তু এই উপাদান কিডনি স্টোনের আকার বাড়াতে পারে। তাই যাদের কিডনি স্টোন আছে তারা টমেটো খাবেন না। এতে সমস্যা আরও বাড়বে।

ইউরিক অ্যাসিড থাকলে : টমেটোর বীজে রয়েছে অত্যধিক পরিমাণে পিউরিন যা রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা কয়েকগুণ বাড়াতে পারে।

মুলা খেলে যেসব উপকার

পরিচয় ডেস্ক: সহজলভ্য সবজি মুলা। এর দামও কম। এ সবজিতে অধিক পরিমাণে ভিটামিন সি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট পরিচয় ডেস্ক: আছে। এ কারণে শীতে মুলা খেলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। একইসঙ্গে শীতকালীন সর্দি-কাশি থেকে সুরক্ষিত থাকা যায়। আবার মুলায় থাকা উচ্চ মাত্রার ফাইবার কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে এবং হজম প্রক্রিয়াকে উন্নত করে। এছাড়াও মুলার রয়েছে আরও স্বাস্থ্য উপকারিতা, যা অনেকেই জানেন না।

মুলার অন্যান্য স্বাস্থ্য উপকারিতা

মুলাতে পটাশিয়াম আছে। আর এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

অ্যান্থোসায়ানিনের একটি ভালো উৎস হলো মুলা, যা হার্টকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়।

মুলায় থাকা ভিটামিন সি ও ফসফরাসের মতো উপাদান ত্বক ভালো রাখতে সাহায্য করে। ব্রণ নিরাময়েও সহায়তা করে এ সবজি।

মুলায় ক্যালোরি খুব কম থাকে এবং ফাইবার বেশি থাকে। তাই এটি ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। যারা প্রতিদিন সালাদ হিসেবে মুলা খান, তাদের দেহে কখনো ফাইবারের ঘাটতি থাকে না। ফাইবারের কারণে পাচনতন্ত্র সঠিকভাবে কাজ করে।

লিভার ও পাকস্থলীর বর্জ্য দূর করতে সাহায্য করে মুলা। পাশাপাশি রক্ত পরিশোধন করতেও ভূমিকা রাখে। মুলা খাবার হজমে সহায়তা করে। একই সঙ্গে এটি অ্যাসিডিটি, গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা এবং বমি বমি ভাবের মতো সমস্যা কমায়।

মুলা অনেক উপকারী হলেও, এটি বুঝে শুনে খাওয়া উচিত। যাদের হজমশক্তি দুর্বল, তাদের অতিরিক্ত মুলা খেলে গ্যাস বা পেট ফাঁপার মতো সমস্যা হতে পারে। আবার যারা থাইরয়েড সমস্যায় ভুগছেন তারা অতিরিক্ত মুলা খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। কারণ এটি থাইরয়েড হরমোনের নিঃসরণকে প্রভাবিত করতে পারে।

ঘুম থেকে উঠেই মোবাইল দেখছেন? যেসব সমস্যা হতে পারে

পরিচয় ডেস্ক: অনেকেই রাতে মোবাইল দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েন। আবার সকালবেলা উঠেই হাতে মোবাইল নেন। ঘুম ভাঙা চোখে সামাজিক মাধ্যম স্ক্রল করেন। নিয়মিত এ ধরনের অভ্যাস শরীর ও মনের উপর ব্যাপক চাপ তৈরি করে। যেমন-

মস্তিষ্কের উপর চাপ সৃষ্টি

ঘুমোনোর সময়ে মস্তিষ্কও বিশ্রাম নেয়। তখন ডেল্টা মোডে থাকে। ঘুম ভাঙার সময়ে থিটা মোডে পৌঁছে যায়। এর পরে যখন আলফা মোড আসে, তখন ঘুম ভেঙে যায় এবং মস্তিষ্কও সক্রিয় হয় না। মস্তিষ্ক যে স্তরে সক্রিয় হয়, তাকে বিটা মোড বলে। কিন্তু কেউ যদি চোখ খোলা মাত্রই মোবাইল ঘাঁটে, একের পর এক তথ্য দেখতে থাকে, তখনই মস্তিষ্ককে হঠাৎ করে সক্রিয় হয়ে যেতে হয়। অর্থাৎ, মস্তিষ্ক ডেল্টা মোড থেকে সরাসরি বিটা মোডে পৌঁছে যায়। এটা মস্তিষ্কের উপর এক ধরনের চাপ সৃষ্টি করে।

মানসিক চাপ বাড়ে

ঘুম থেকে ওঠার সময়ে শরীরে কর্টিসল হরমোনের মাত্রা বেশি থাকে। সেই সময় আবার যদি ফোন দেখেন তাহলে মস্তিষ্কের উপর আরও চাপ বাড়ে। মোবাইলের পর্দায় উঠে আসা বিভিন্ন কনটেন্ট, মেসেজ মানসিক চাপ বাড়ায়। এর ফলে স্ট্রেস হরমোনের মাত্রা যেমন বাড়ে,তেমনি মানসিক ক্লান্তিও বাড়ে। তৈরি হয় অ্যাংজাইটি। ঘুম উঠে মোবাইল ঘাটাঘাটি এই অভ্যাস মানসিক চাপ বাড়িয়ে তোলে ।

চোখের ক্ষতি হয়

ঘুম ঘুম চোখে মোবাইল দেখলে চোখেরও ক্ষতি হয়। সকালে ঘুম থেকে উঠেই মোবাইল দেখলে ফোনের নীল রশ্মি চোখের উপর প্রভাব ফেলে। এর ফলে অনেক সময় ড্রাই আইজের সমস্যা দেখা দেয়।

সকালে কিশমিশ খেলে একাধিক উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক: খালি পেটে কিশমিশ খেলে একাধিক উপকারিতা পাওয়া যায়।খাবার থেকে প্রতিদিন জীবনে চলার মতো শক্তি পাই। তবে এমন কিছু খাবার রয়েছে, যেগুলো খালি পেটে খেলে একাধিক উপকারিতা পাওয়া যায়। আর তাই শরীর ঠিক রাখতে চাইলে কী খাওয়া উচিত তা বেছে নিতে হবে নিজেকেই। তবে সকালে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে কিশমিশ ভেজানো পানি যে শরীরের জন্য কতখানি উপকারী তা কি জানেন?

আজকাল ব্যস্ত জীবনযাত্রায় চটজলদি খাবারে ভরসা করেন অনেকেই। সেই তালিকায় থাকে স্যান্ডউইচ, বার্গার, পিৎজার মতো খাবার। দিনের পর দিন ক্যালোরি সমৃদ্ধ এই সব খাবার খেলে পেটের সমস্যা তো হবেই! পেট পরিষ্কার না হলে গ্যাস্ট্রিক, বুকজ্বালা, হজম না হওয়া এসব লেগে থাকবে। তবে এসব সমস্যা সমাধানে দারুণ কাজে আসে কিশমিশ।

কিশমিশে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম, ফাইবার এবং আয়রনের মতো পুষ্টি উপাদান রয়েছে। আরব দেশে সকালে উঠেই মুখে কিশমিশ রাখার চল রয়েছে। অনেকেই কিশমিশ ভেজানো পানি খান। এ ছাড়াও প্রতিদিন বাদাম, কিশমিশ, আমন্ড, পেস্তা একমুঠো খেতে পারলেও পাবেন দারুণ উপকার।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং ডায়েটিশিয়ানের মতে, খালি পেটে ভিজিয়ে রাখা কিশমিশ খেলে তা শরীরের নানা উপকার করে। উচ্চরক্তচাপ থেকে শুরু করে কোষ্ঠকাঠিন্যসহ অনেক সমস্যাই দূর হয় কিশমিশের গুণে। চলুন জেনে নেওয়া যাক বিস্তারিত-

কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে : কিশমিশের পানি কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য একটি ওষুধ হিসেবে প্রমাণিত। কারণ এতে ফাইবার এবং রেচক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। এই ঘরোয়া প্রতিকারটি দীর্ঘস্থায়ী কোষ্ঠকাঠিন্যেও কার্যকর।

গ্যাস্ট্রিকের চিকিৎসা : যারা প্রায়ই গ্যাস্ট্রিক এবং বদহজমের সমস্যায় ভোগেন, তাদের প্রতিদিন খালি পেটে ভেজা কিশমিশ খাওয়া উচিত।

শীতে বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি এড়াতে কী খেতে পারেন

পরিচয় ডেস্ক:আবহাওয়া এখন অনেকটাই ঠান্ডা। বিশেষ করে রাতের দিকে ভালো ঠান্ডা পড়ছে। আর এ কারণে এরই মধ্যে সর্দিকাশি, জ্বরে ভুগছেন অনেকেই।

শীত আসতেই নানা সংক্রমণ জাঁকিয়ে বসতে শুরু করে শরীরে। আর তাই শীতে বিভিন্ন রোগ থেকে দূরে থাকতে খাওয়া-দাওয়ায় একটু বাড়তি গুরুত্ব দিতে হবে। এ সময় সুস্থ থাকতে কোন খাবারগুলো বেশি করে খাবেন জেনে নিন:

সাইট্রাস জাতীয় ফল : কমলালেবু, পাতিলেবু, আঙুর হলো সাইট্রাস জাতীয় ফল। এই ধরনের ফলে ভিটামিন সি'র পরিমাণ অনেক বেশি।

এই ভিটামিন শরীরকে ভেতর থেকে সুস্থ থাকতে সাহায্য করে। রোগের সঙ্গে লড়াই করতে চাই প্রতিরোধ ক্ষমতা। এই ফলগুলো খেলে ভেতর থেকে সেই শক্তি পাওয়া যাবে।

দই : দই হলো প্রোবায়োটিক উপাদন সমৃদ্ধ খাবার। প্রোবায়োটিক শরীরের খেয়াল রাখতে পারে। প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। রোগবালাইয়ের সঙ্গে লড়াই করতে শরীরে বাড়তি শক্তি জোগায় দই। শীতে সুস্থ থাকতে টক দই খান বেশি করে।

আদা : রান্নার স্বাদ বৃদ্ধির পাশাপাশি আদা শরীরের খেয়াল রাখতেও সমান উপকারী। বিশেষ করে সর্দি-কাশির ঝুঁকি এড়াতে আদার জুড়ি মেলা ভার।

রান্নায় আদা তো ব্যবহার করবেনই, পাশাপাশি পান করুন আদা চা। এতে খুসখুসে কাশি, গলাব্যথাসহ নানা সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন।

সবুজ শাকসবজি : শীত আসতেই বাজারে উঠতে শুরু করে রংবেরঙের শাকসবজি। সবুজ শাকসবজিতে আছে মিনারেলস, ভিটামিন, অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের মতো উপাদান। এগুলো শরীরের প্রতিরোধ শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে।

বেদানা বা ডালিমের উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক: টকটকে লাল, রসালো ফল বলতেই মনে আসে বেদানা বা ডালিমের কথা। দেখতে যেমন সুন্দর, খেতেও তেমন মিষ্টি। বিভিন্ন পুষ্টিগুণেও ভরপুর এই সুস্বাদু ফল। ভিটামিন, ফোলেট, পটাশিয়াম এবং নানা রকম অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট থাকে এই ফলে। সব মিলে স্বাস্থ্যের যত্ন নেয় বেদানা। তবে জানেন কি ডালিমের এর বীজেও রয়েছে নানা স্বাস্থ্যগুণ! হৃদরোগ এবং ক্যানসার-সহ নানা দীর্ঘস্থায়ী রোগভোগের হাত থেকে রক্ষা করে আমাদের। তাই রোজের ডায়েটে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করুন ডালিম। চলুন জেনে নেয়া যাক ডালিম খাওয়ার উপকারিতা:

অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর : সার্বিক সুস্থতার জন্য অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বেদানার বীজে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে প্রচুর। এতে রয়েছে পলিফেনলের মতো অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট, যা ফ্রি র‍্যাডিকেলের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে শরীরকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। এছাড়া, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং ক্যান্সারের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগও প্রতিরোধ করতে পারে।

হজমশক্তি বাড়ায় : ডালিমের বীজ হজম ক্ষমতা বাড়ায়। এই ফলের বীজে ফাইবারের পরিমাণ অনেকটাই বেশি। অন্ত্র এই ফাইবার থেকেই পুষ্টিগুণ শোষণ করে। যে কারণে ডালিম খেলে অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভাল থাকে, কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর হয়। তাছাড়া, ডালিমের বীজে ফাইবার এবং প্রদাহ-বিরোধী গুণ থাকার কারণে হজমও ভালো হয়। হজম সংক্রান্ত নানা সমস্যা দ্রুত নিরাময় হয়।

হার্ট সুস্থ থাকে : ডালিমের বীজ কোলেস্টেরলের মাত্রা হ্রাস করে, রক্তচাপ কমায় এবং রক্তনালীগুলির কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। ফলে এই বীজ খেলে হার্ট সুস্থ থাকে। প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট এবং প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে ডালিম কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেমে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস এবং প্রদাহ কমায়। ফলে হার্টের অসুখে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও কমে।

ত্বকের জন্য ভালো : স্বাস্থ্যের পাশাপাশি ত্বকের জন্য অত্যন্ত উপকারী এই ফল। বেদানা ত্বকের বলিরেখা কমায়, ট্যান পড়া আটকায়, ব্রণ কমায়, কোলাজেন উত্পাদন বৃদ্ধি করে এবং ত্বককে ডিটক্সিফাই করে। এর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান অকাল বার্ধক্যের ঝুঁকি কমাতেও সহায়ক। তাই স্বাস্থ্যোজ্জ্বল এবং তারুণ্যময় ত্বক পেতে হলে রোজ অবশ্যই খান বেদানা।

ক্যানসারের ঝুঁকি কমায় : ডালিমের বীজ ক্যানসারও প্রতিরোধ করতে পারে। এর বীজে এমন কিছু যৌগ রয়েছে, যেগুলি শরীরে ক্যানসার কোষের বৃদ্ধিতে বাধা দেয় এবং অ্যাপোপটোসিস প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে। অ্যাপোপটোসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শরীর স্বাভাবিকভাবে ক্ষতিকারক কোষগুলিকে নির্মূল করতে পারে। যদিও এই বিষয়ে আরও গবেষণা প্রয়োজন। তবে ক্যানসারের প্রকোপ থেকে বাঁচতে রোজের ডায়েটে বেদানা রাখতেই পারেন।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় : বেদানার মধ্যে রয়েছে ভিটামিন সি, ভিটামিন কে, পটাশিয়াম, ফোলেটের মতো বিভিন্ন ভিটামিন ও খনিজ। ভিটামিন সি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে, ভিটামিন কে হাড় সুস্থ রাখে। অন্যদিকে, পটাশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং ফোলেট কোষ মেরামতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তাই প্রতি দিন ডালিমের রস বা বেদানা খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে এবং শরীরও সুস্থ থাকবে। এছাড়া, ডালিমের রয়েছে তিন প্রকার অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট-ট্যানিন, অ্যান্থোসিয়ানিন ও এলাজিক অ্যাসিড। অ্যান্থোসিয়ানিন দেহ কোষ সুস্থ রাখার ফলে ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে পারে।

দই চিকেন

পরিচয় ডেস্ক:খুব সহজ উপায়ে তৈরি করতে পারেন দই চিকেন রেসিপি। আসুন জেনে নেই রেসিপি...

উপকরণ: মুরগি টুকরো করা ১ কেজি, তেল ৪ টেবিল চামচ, লবঙ্গ ৩ টি, এলাচ ২ টি, দারুচিনি ছোট ১ স্টক, তেজপাতা ২ টি, শুকনো লাল মরিচ ৫ টি, পেঁয়াজ কুচি দেড় কাপ, রসুন কুচি ১ চা চামচ, রসুনের কোয়া ১০ টি(একটু সেঁচে নেয়া), ধনে গুঁড়া দেড় টেবিল চামচ, মরিচ গুঁড়া ২ টেবিল চামচ, মেথি গুঁড়া আধা চা-চামচ, টক দই ১ কাপ, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, আদাবাটা ১ চা চামচ, রসুন বাটা ১ চা চামচ, মধু ১ চা চামচ, লবণ ১ চা চামচ।

প্রস্তুত প্রণালী: প্রথমে বোলে মুরগির টুকরোগুলো নিয়ে তাতে টক দই, লেবুর রস, আদা বাটা, রসুন বাটা, মধু ও লবণ দিয়ে ভালো করে মেখে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ফ্রিজে ২ ঘণ্টা রেখে

একটি প্যানে তেল গরম করে তাতে এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, তেজপাতা ও শুকনো লাল মরিচ দিয়ে নাড়ুন। এবার পেঁয়াজকুচি ছেড়ে দিয়ে ৫ মিনিট ভাজুন।

এরপর আদা ও রসুন বাটা দিন। ২ মিনিট ভাজুন। ধনে গুড়া, মরিচের গুঁড়া ও মেথি গুঁড়া দিয়ে মেশান

ম্যারিনেটেড মুরগির টুকরাগুলো ছাড়ুন এবং লবণ ছিটিয়ে ভালো করে মেশান। প্যানটি ঢেকে দিয়ে আধাঘন্টা মাঝারি আঁচে রান্না হতে দিন। ঢাকনা খুলে নেড়ে দিন এবং আরো ৩ মিনিট রাধুন গ্রেভিটা আরেকটু ঘন হওয়ার জন্য। রান্না হয়ে গেলে চুলা বন্ধ করুন এবং গরম ভাত, পোলাও, নান বা পরোটার সঙ্গে পরিবেশন করুন সুস্বাদু স্পাইসি চিকেন।

সরিষার তেলে মুরগির কষা মাংস

পরিচয় ডেস্ক: স্বাদে বদল আনতে মুরগির মাংস রান্না করে ফেলতে পারেন একটু ভিন্ন রেসিপিতে। সরিষার তেলে কীভাবে কষা মুরগির মাংস রান্না করবেন জেনে নিন।

১ কেজি মুরগির মাংসের সঙ্গে ১টি পেঁয়াজ ও টমেটো কুচি মিশিয়ে নিন। ২০০ গ্রাম টক দই, ১ চা চামচ জিরার গুঁড়া, ধনে গগুঁড়া ও হলুদ গুঁড়া মিশিয়ে ম্যারিনেট করে রাখুন মাংস। ব্লেন্ডারে রসুন ও শুকনো মরিচের সঙ্গে ভিনেগার মিশিয়ে ঘন ও মসৃণ পেস্ট বানিয়ে নিন।

কড়াই বসিয়ে দিন চুলায়। সরিষার তেল গরম করে রসুনের পেস্ট ও ম্যারিনেট করা মাংস ঢেলে দিন। ভালো করে কষিয়ে নিন। আলুর টুকরো ও কাঁচা মরিচ দিয়ে মাঝারি আঁচে রেখে মাংস কষাতে থাকুন। কিছুক্ষণ ঢেকে রেখে সেদ্ধ করে নিন। মাংস সেদ্ধ হয়ে গেলে ১ চা চামচ বিরিয়ানি মসলা দিন। অল্প পরিমাণে গরম পানি ঢেলে দিন। পানি শুকিয়ে এলে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

চিংড়ি পোলাও

পরিচয় ডেস্ক:চাইলে স্বাদ বদলাতে তৈরি করতে পারেন চিংড়ি পোলাও। একবার খেলেই মুখে লেগে থাকবে এর স্বাদ। জেনে নিন চিংড়ি পোলাওয়ের সহজ রেসিপি-

উপকরণ: ১. চিংড়ি আধা কেজি ২. পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ ৩. টমেটো কুচি ১ কাপ ৪. কাঁচা মরিচ ৪-৫টি ৫. লবণ স্বাদমতো ৬. বাসমতি বা পোলাও চাল আধা কেজি ৭. আদাবাটা ১ টেবিল চামচ ৮. রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ ৯. আস্ত গরম মসলা ৫ গ্রাম ১০. তেজপাতা ২টি ১১. শুকনো মরিচের গুঁড়া ১ টেবিল চামচ ১২. হলুদ গুঁড়া আধা টেবিল চামচ ১৩. ধনে গুঁড়া ১ টেবিল চামচ ১৪. টকদই আধা কাপ ১৫. গোলাপ জল ১ চা চামচ ও ১৬. কেওড়া জল আধা চা চামচ।

পদ্ধতি: প্রথমে বাসমতি বা পোলাও চাল ঘণ্টাখানেক ধুয়ে রাখতে হবে। তারপর চালের পানি ঝরিয়ে নিন। অন্যদিকে কেটে ধুয়ে রাখা চিংড়িগুলোতে লবণ, হলুদ, মরিচের গুঁড়া মিশিয়ে নিন।

এবার চুলায় প্যাসয়ে তেল গরম করে চিংড়িগুলো ভেজে তুলে নিন। তারপর তেজপাতা, আস্ত গরম মসলা ও পেঁয়াজ কুচি ভেজে নিন। পেঁয়াজ হালকা ভাজা হলে তাতে টমেটো কুচি দিয়ে নেড়ে চেড়েনিন।

এরপর আদা-রসুন বাটা মিশিয়ে নেড়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। কিছুক্ষণ পর ২ টেবিল চামচ টকদই দিয়ে আবারও কষিয়ে নিন। সামান্য পানি দিয়ে ভালো করে মসলা কষাতে হবে।

এরপর ধনে গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, লবণ ও কয়েকটি কাঁচা মরিচ দিয়ে ভালো করে নাড়ুন। ৫ মিনিট কষিয়ে নিন। তেল উপরে উঠে এলে দিয়ে দিন সামান্য চিনি ও চিংড়িগুলো। তারপর ঢেকে রান্না করুন ৫ মিনিট।

মসলা থেকে চিংড়ি মাছগুলো একটি পাত্রে তুলে নিন। আর ওই মসলায় চাল দিয়ে দিন। মসলার সঙ্গে চাল ভালো করে মিশিয়ে নিন। এবার এতে পরিমাণমতো গরম পানি ঢেলে দিন।

তারপর পোলাও নেড়ে চুলা বন্ধ করে দিন। ৫ মিনিট ঢেকে রাখুন। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল চিংড়ির পোলাও। ছুটির দিনে পরিবারসহ উপভোগ করুন দারুন স্বাদের এই পোলাও।

গরুর ঝাল ভুনা

পরিচয় ডেস্ক:গরম ভাতের সাথে গরুর মাংসের ঝাল ভুনা খেতে অসাধারণ। বানিয়ে নিন খুব সহজে।

উপকরণঃ গরুর মাংস ১ কেজি, আদা বাটা ২ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ বাটা ১ কাপ, লবণ প্রয়োজনমতো, পেঁয়াজ বেরেস্তা ১ কাপ, শুকনা মরিচ ১০-১২টা, সয়াবিন তেল পৌনে ১ কাপ।

প্রণালীঃ আদা, রসুন, পেঁয়াজ বাটা দিয়ে মাংস আধা ঘন্টা ম্যারিনেট করে রাখতে হবে। তেলে পেঁয়াজ ভেজে বেরেস্তা করে এবং শুকনা মরিচ ভেজে তুলে রাখতে হবে। ওই তেলে মাখানো মাংস দিয়ে অল্প আঁচে রান্না করতে হবে। প্রয়োজনে অল্প গরম পানি দিতে হবে। সেদ্ধ হলে পেঁয়াজ বেরেস্তা ও শুকনা মরিচ গুঁড়া করে দিতে হবে। ১৫ মিনিট দমে রেখে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Ghoroa
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
UNDER RENOVATION
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

MARCH SAT PREP

Enroll Now & Get Up To

$400 OFF

ALL SIGNATURE SAT PACKAGES!

Sale ends Sunday January 25th, 2026

Grade 10 & 11 Students

Call Now at (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

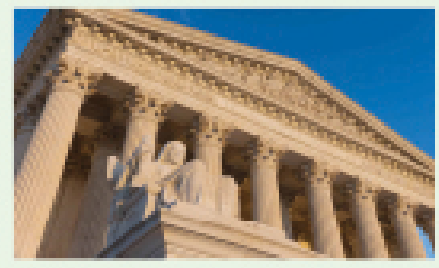

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্ট্রিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

স্থানীয় সরকার নির্বাচন কেন জরুরি

১৬ পৃষ্ঠার পর

করতে হলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে স্থানীয় সরকারের সব স্তরের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া জরুরি।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে দলীয় প্রশাসক নিয়োগ দিয়ে ক্ষমতাসীন বিএনপি তার বহু আলোচিত 'রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের রূপরেখা ৩১ দফা'ও উপেক্ষা করেছে। ৩১ দফার ৯ দফায় বলা হয়েছে, 'সংকীর্ণ রাজনৈতিক দলীয়করণের উর্ধ্বে উঠিয়া সকল রাষ্ট্রীয়, সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার লক্ষ্যে এই সকল প্রতিষ্ঠানে...নিয়োগ প্রদান করা হইবে।'

দলীয়করণের বিরোধিতা ছাড়াও ৩১ দফার ২১ দফায় প্রশাসক নিয়োগের বিপক্ষে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে, 'ক্ষমতার ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলিকে অধিকতর স্বাধীন, শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান করা হইবে।...স্থানীয় প্রশাসন ও অন্য কোনো জনপ্রতিনিধির খবরদারিমুক্ত স্বাধীন স্থানীয় সরকার নিশ্চিত করা হইবে। মৃত্যুজনিত কারণ কিংবা আদালতের আদেশে পদ শূন্য না হইলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সরকারি প্রশাসক নিয়োগ করা হইবে না।' নতুন সরকারের যাত্রার শুরুতে এসব অঙ্গীকার উপেক্ষা শুভ লক্ষণের পরিচায়ক নয়, যার দ্রুত অবসান জরুরি।

বর্তমান বাস্তবতা, সব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানেরই মেয়াদ পার হয়ে গেছে, কোনো কোনোগুলোতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে প্রশাসকও বসানো হয়েছে এবং নতুন সরকার ইতিমধ্যে সিটি করপোরেশন ও জেলা পরিষদে দলীয় ব্যক্তিদের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। তবে সাংবিধানিক ও আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী সব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কর্তৃত্বে পরিচালনা নিশ্চিত করতে হলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে স্থানীয় সরকারের সব স্তরের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া জরুরি।

এ ক্ষেত্রে কুদরত-ই-ইলাহী পনির মামলার নির্দেশনা থেকে সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। ওই মামলার রায়ে আপিল বিভাগের পক্ষ থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে অনির্বাচিত ব্যক্তিদের পরিবর্তন করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করার লক্ষ্যে সর্বোচ্চ ছয় মাসের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। আমরা মনে করি যে এই সময়সীমা সম্পূর্ণ যৌক্তিক এবং বর্তমান সরকার আগামী ছয় মাসের মধ্যে সব স্থানীয় সরকার নির্বাচন সম্পন্ন করার উদ্যোগ নিতে পারে।

সিটি করপোরেশন ও পৌরসভার বিদ্যমান দুটি আইন মোটামুটি ভালো অবস্থাতেই আছে এবং এগুলোর ভিত্তিতে নির্বাচনের আয়োজন অনতিবিলম্বে শুরু করা যেতে পারে। তবে গ্রামীণ সরকারব্যবস্থা তথা জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ আইনে গুরুতর সমস্যা রয়েছে। এগুলো মান্ধাতার আমলের এবং এগুলোর একটির সঙ্গে আরেকটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, জেলা পরিষদ আইনে অতি সীমিতসংখ্যক নির্বাচকমণ্ডলীর ভিত্তিতে 'মৌলিক গণতন্ত্রের' আদলে পরোক্ষ নির্বাচনের বিধান রয়েছে। তার বিপরীতে উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যানরা প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। তিনটি গ্রামীণ সরকারের আইনগুলো একত্র করে একটি সমন্বিত আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে, যা ভারতের অনেক রাজ্যে হয়েছে।

এ ধরনের একটি আইন ড. শওকত আলীর নেতৃত্বে ২০০৭ সালে গঠিত একটি বিশেষ কমিটি-বর্তমান নিবন্ধের লেখক যে কমিটির একজন সদস্য ছিলেন-প্রণয়ন করেছিল। তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার খসড়া আইনটি অধ্যাদেশ আকারে প্রকাশ করলেও নির্বাচিত সংসদ তা অনুমোদন করেনি। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে ড. তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন স্থানীয় সরকারের আইনগুলোকে আরও পরিশীলিত করেছে। এ পরিশীলিত আইনগুলোকে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ দিয়ে পর্যালোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করে দ্রুত নির্বাচন আয়োজন করা জরুরি বলে আমরা মনে করি।

বর্তমানে আরেকটি বাস্তবতা হলো যে আমাদের সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকারের সমান্তরাল একটি কার্যকর স্থানীয় সরকারব্যবস্থা গড়ে তোলার বিধান থাকলেও বাস্তবে হয়েছে তার উল্টো। আমাদের স্থানীয় সরকারব্যবস্থা হয়ে পড়েছে সরকারি কর্মকর্তা বা অন্য জনপ্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রিত ও আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠান। সৌভাগ্যবশত আমাদের উচ্চ আদালত 'জেলা মন্ত্রীর' পদ অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করছে [আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বনাম বাংলাদেশ, ১৬বিএলটি (এইচসিডি)(২০০৮)]। তাই আইনগুলো চূড়ান্ত করার ব্যাপারে নিশ্চিত করতে হবে যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো, বিএনপির ৩১ দফার আলোকে, সত্যিকারার্থেই স্বাধীন ও নিয়ন্ত্রণহীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠবে। পরিশেষে আমরা আশা করি যে সরকার দ্রুত আইনগুলো পরিশীলিত করে সব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আয়োজন করবে। একই সঙ্গে এগুলোকে স্বাধীন ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত করবে। পাশাপাশি বিএনপি তাদের দলের ৩১ দফার প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা প্রদর্শন করবে। আরও শ্রদ্ধাশীলতা প্রদর্শন করবে তাদের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতি, যাতে অঙ্গীকার করা হয়েছে, 'স্থানীয় সরকার থেকে জাতীয় সংসদ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে জনগণের সরাসরি ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সরকারে জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করা হবে।'

ড. বদিউল আলম মজুমদার প্রধান নির্বাহী, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)

একাত্তরের গণহত্যার বৈশ্বিক ন্যায়বিচারের পথ

১৪ পৃষ্ঠার পর

কূটনৈতিক ইতিহাসে এক বিরল নৈতিক অবস্থান-যেখানে একজন কর্মকর্তা নিজের সরকারের নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মানবতার পক্ষে কথা বলেন। এই সকল আন্তর্জাতিক সাক্ষ্য ও নথি প্রমাণ করে যে, ১৯৭১ সালের ঘটনাবলি কোনো বিচ্ছিন্ন সহিংসতা ছিল না; এটি ছিল একটি সুপরিকল্পিত জাতিগত নিধন। তবুও দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির অভাব এই ইতিহাসকে আংশিকভাবে আড়াল করে রেখেছিল। রাজনৈতিক স্বার্থ, ভূ-রাজনৈতিক জটিলতা এবং ঠান্ডা যুদ্ধের বাস্তবতা অনেক সময় সত্যকে চাপা দিয়েছে। বিশেষ করে সেই সময় যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকরা পাকিস্তানের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক বজায় রাখার কারণে এই গণহত্যার বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিতে ব্যর্থ হন। ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতির এক নির্মম বাস্তবতা সামনে আসে-যেখানে মানবাধিকার অনেক সময় ক্ষমতার কাছে পরাজিত হয়। এই প্রেক্ষাপটে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে উত্থাপিত সাম্প্রতিক প্রস্তাবটি একটি নৈতিক পুনর্মূল্যায়নের ইঙ্গিত দেয়। এটি কেবল অতীতের ভুল স্বীকার করার একটি সুযোগ নয়, বরং বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারের প্রশ্নে একটি স্পষ্ট অবস্থান গ্রহণের আহ্বান। এই প্রস্তাবের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র যদি আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৭১ সালের ঘটনাকে 'গণহত্যা' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, তাহলে তা আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। কারণ 'জেনোসাইড' শব্দটি কেবল একটি বর্ণনা নয়; এটি একটি আইনি ও নৈতিক শ্রেণিবিন্যাস, যার সঙ্গে জড়িত রয়েছে বিচার, দায়বদ্ধতা এবং ভবিষ্যৎ প্রতিরোধের প্রতিশ্রুতি।

বাংলাদেশের জন্য এই স্বীকৃতি বহুমাত্রিক তাৎপর্য বহন করে। প্রথমত, এটি জাতীয় স্মৃতির একটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি-যা ইতিহাসকে বৈশ্বিক পরিসরে প্রতিষ্ঠা করে। দ্বিতীয়ত, এটি শহীদদের প্রতি একটি ন্যায়বিচারের প্রতীকী রূপ-যেখানে তাঁদের আত্মত্যাগকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তৃতীয়ত, এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি শিক্ষণীয় বার্তা-যে ইতিহাসকে অস্বীকার করা যায় না, এবং সত্যকে চিরকাল চাপা দিয়ে রাখা যায় না। এছাড়া, এই স্বীকৃতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে। এটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে, গণহত্যার মতো অপরাধ কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়, এটি একটি বৈশ্বিক উদ্বেগ। যখন একটি জাতির ওপর এমন অপরাধ সংঘটিত হয়, তখন তা সমগ্র মানবতার বিরুদ্ধে একটি আঘাত হয়ে ওঠে। এই প্রেক্ষাপটে, রুয়ান্ডা, বসনিয়া, বা হলোকাস্টের মতো অন্যান্য গণহত্যার সঙ্গে ১৯৭১ সালের ঘটনাকে তুলনা করা যায়-যেখানে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও বিচার প্রক্রিয়া ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশও সেই ধারাবাহিকতায় নিজের অবস্থানকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

তবে এই প্রক্রিয়া সহজ নয়। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেতে হলে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা, গবেষণা, দলিল সংরক্ষণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধি-সবকিছুই সমন্বিতভাবে করতে হয়। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে এই দাবিকে তুলে ধরেছে, এবং বিভিন্ন দেশে সমর্থন অর্জন করেছে। মার্কিন কংগ্রেসে প্রস্তাব উত্থাপন সেই প্রচেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো-এই স্বীকৃতি কেবল অতীতের বিচার নয়, এটি বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য একটি সতর্কবার্তা। বিশ্বজুড়ে যখন আবারও জাতিগত সহিংসতা, ধর্মীয় উগ্রবাদ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে, তখন ১৯৭১ সালের ইতিহাস আমাদের শেখায়-নীরবতা কখনো সমাধান নয়। বরং ন্যায়বিচারের জন্য কণ্ঠ তোলা, সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা এবং অপরাধীদের জবাবদিহির আওতায় আনা-এই তিনটি বিষয়ই একটি মানবিক বিশ্বের ভিত্তি গড়ে তোলে।

৭১-এর সেই রক্তাক্ত অধ্যায় আজও আমাদের জাতীয় চেতনার গভীরে জীবন্ত। এটি কেবল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা নয়; এটি একটি চলমান স্মৃতি, যা আমাদের পরিচয়, আমাদের ভাষা, আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আজ যখন বিশ্বমঞ্চে সেই ইতিহাস নতুন করে উচ্চারিত হচ্ছে, তখন তা আর কেবল স্মৃতিচারণ নয়-এটি একটি পুনর্জাগরণ, একটি নৈতিক প্রত্যাবর্তন। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, ইতিহাসের ন্যায়বিচার কখনোই সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয় না; তা সময়ের ভেতর ঘুরে ফিরে আবারও ফিরে আসে-নতুন ভাষায়, নতুন প্রেক্ষাপটে, কিন্তু একই সত্য নিয়ে। শেষ পর্যন্ত, এই প্রস্তাব আমাদের সামনে একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করে-আমরা কি ইতিহাসকে শুধুই স্মরণ করতে চাই, নাকি তাকে বিচারও করতে চাই? যদি আমরা সত্যিই ন্যায়বিচারের পক্ষে দাঁড়াতে চাই, তাহলে ১৯৭১-এর গণহত্যার স্বীকৃতি শুধু একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নয়, এটি একটি নৈতিক বাধ্যবাধকতা। কারণ, একটি জাতির ইতিহাসে যে রক্তের দাগ লেগে থাকে, তা কখনো মুছে যায় না-কেবল অপেক্ষা করে, কখন তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে, কখন তাকে ন্যায়বিচারের আলোয় দেখা হবে। আর সেই আলো একবার জ্বলে উঠলে, তা শুধু অতীতকে আলোকিত করে না-ভবিষ্যতের পথও নির্দেশ করে।

শাহেদ কায়েস: কবি ও অধিকারকর্মী

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।

ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)

ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736

JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন

আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেটে প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি

জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন

LOWEST GUARANTEED PRICES

Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

Cheapest Domestic & International Air Tickets

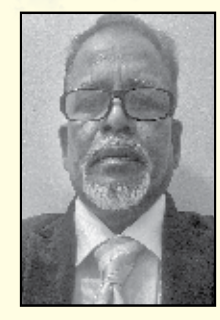

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

মর্টগেজ
এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন

SMG FUNDING

স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই

ডিরেক্ট লেন্ডার

কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই,
ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না

এক বছর ট্যাক্স ফাইল (৯০৯৯) এবং মাত্র ৫%
ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন

ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের
জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম

হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন
তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা

যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে,
তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

139-27 QUEENS BLVD, SUITE2,
JAMAICA, NY 11435

AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

Empire Care Agency

LHCSA Licensed Home Health Care

PCA / HHA SERVICE

WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours

হোম কেয়ার সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি

OUR SERVICES
- Skilled Nursing
- Home Health Aides
- Medicaiton Remindrs
- Meal Preparation
- Personal Care
- Light Housekeeping

$23 Per Hour Giver to PCA & HHA Care Giver

NURUL AZIM
CEO
516-451-3748

WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH

119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415

516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

‘৫৫ বছর হয়ে গেল, কেউ কথা রাখেনি’

১৪ পৃষ্ঠার পর

আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আলোচনায় বসেন, দেশ ও সমাজের ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা দেন। আমাদের ক্ষেত্রে তা হয়নি। ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা প্রায়ই হয়নি।

রাজনৈতিক গণতন্ত্রের একটি দিক হচ্ছে আইনের শাসন। গত ৫৫ বছরে যদি কোনো ব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশি অবক্ষয় ঘটে থাকে, সেটা হচ্ছে আইন ও শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে। আমাদের দেশে আইন গ্রন্থেই আছে, বাস্তবায়নে নেই। ‘বিচারের বাণী’ আজ নিভৃতে নীরবে কেঁদে যাচ্ছে অহরহ। অথচ ৫৫ বছর আগে আমাদের কি এ কথা দেওয়া হয়নি যে আর কিছু না হোক, বাংলাদেশের মানুষ শান্তিতে ঘুমাতে পারবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সুবিচার পাবে।

আজ আইনের স্থান করে নিয়েছে অস্ত্র, শৃঙ্খলার স্থানে এসেছে সন্ত্রাস। ঘরে-বাইরে সব বিরোধ আর মতানৈক্যের নিষ্পত্তি হচ্ছে অস্ত্রের মাধ্যমে এবং সব সমস্যার সমাধান আমরা খুঁজছি সন্ত্রাসের মধ্যে। সমাজের এ ‘অস্ত্রীকরণ’ এবং ‘সন্ত্রাসায়ন’ গণতান্ত্রিক সব মূল্যবোধকে বাধাগ্রস্ত করছে। কিন্তু এমনটা কি কথা ছিল?

বহু ক্ষেত্রে দৃশ্যমানতা ও দায়বদ্ধতার মতো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকেও আমরা হেলায় উড়িয়ে ফেলেছি; না ব্যক্তিজীবনে, না পারিবারিক জীবনে, না সামাজিক জীবনের কর্মকাণ্ডে আমরা দৃশ্যমানতাকে সামনে তুলে ধরতে পেরেছি। আমরা মনে যা ভেবেছি, মুখে তা বলিনি; মুখে যা বলেছি, কাজে তা করিনি; একজন মানুষের দায়বদ্ধতা সবার আগে তার নিজের কাছে-এটা আমরা স্থায়ীভাবে ভুলেছি।

কিন্তু সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা যে গণতন্ত্রের একটি সংস্কৃতি আমরা গড়ে তুলতে পারিনি-না ব্যক্তি বা পারিবারিক জীবনে, না সামাজিক অঙ্গনে, না রাষ্ট্রীয় বলয়ে। সহনশীলতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ আর পরমতসহিষ্ণুতাকে আমরা আমাদের সংস্কৃতির অংশ করতে পারিনি। আমরা নিজের কথা শোনাতে যত ব্যস্ত হয়েছি, অন্যের কথা শুনতে ততটা আগ্রহী হইনি।

‘যত মত, তত পথ’ না হোক, নিদেনপক্ষে ‘যত মত, তত শ্রদ্ধাবোধ’-এ ন্যূনতম মূল্যবোধও আমরা গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছি। আমার মত আর পথকেই আমি চূড়ান্ত বলে মনে করেছি, অন্য সব মত আর পথের বিপক্ষে আমরা খ-গহস্ত হয়েছি, তা নির্মূল করতে তৎপর হয়েছি বারবার। ফলে গণতন্ত্র যে শুধু একটি ধারণা নয়, শুধু একটি ব্যবস্থা নয়, এটা যে নিরন্তর একটি চর্চা, তা আমরা বিস্মৃত হয়েছি।

৩.

সামাজিক বলয়ে আমাদের কথা না রাখার ঝোলাটাও কম ওজনদার নয়। শোষণমুক্ত সমাজের কথা ৫৫ বছর আগে আমরা যখন বলেছিলাম, তখন তার মূল কথা ছিল ধর্ম, জাতি, নারী-পুরুষ এবং আর্থিক অবস্থার নিরিখে বাংলাদেশের সব মানুষের সমান অধিকার থাকবে। আমাদের বহুত্ববাদই হবে আমাদের শক্তির উৎস। আমাদের ভিন্নতা থাকবে, কিন্তু বৈষম্য থাকবে না, আমাদের ব্যক্তি-বিশ্বাস থাকবে; কিন্তু রাষ্ট্রীয় দলন থাকবে না। এর ভিত্তিতেই কথা দেওয়া হয়েছিল যে বাংলাদেশে ধর্ম হবে মানুষের একান্ত অন্তরের বিশ্বাস, তার ব্যক্তিগত আচরণের নির্দেশনা; কিন্তু তা রাষ্ট্রীয় নীতিমালাকে নির্ধারণ করবে না।

এ কথাও আমরা বলেছিলাম যে ধর্মমতনির্বিশেষে সব মানুষের জীবন, সম্মান ও স্বার্থ এ দেশে সংরক্ষিত। এ লজ্জা আমরা রাখি কোথায় যে ধর্মবিশ্বাসের কারণে বারবার এ দেশের সংখ্যালঘুরা বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তাঁদের নিজের দেশে তাঁদের জীবনের নিরাপত্তা বিধান করা যায়নি, তাঁদের সম্পত্তি তাঁদের হাতছাড়া হয়েছে, তাঁদের রাজনৈতিক বিশ্বাসের কারণে তাঁদের ওপর নেমে এসেছে চরম নির্যাতন। তাঁরা জীবন হারিয়েছেন, ঘরবাড়ি হারিয়েছেন এবং হারিয়েছেন তাঁদের সম্মান।

গত ৫৫ বছরে বাংলাদেশের নারীরা অভূতপূর্বভাবে এগিয়ে গেছেন বহু বিষয়ে। কিন্তু এরপরও অস্বীকার করার উপায় কোথায় যে বহু ক্ষেত্রেই নারী-পুরুষ সমতা এখনো অর্জিত হয়নি। বৈষম্য রয়েছে অর্থনৈতিক সুযোগ লাভে, সম্পদ সৃষ্টির সুযোগে, সম্পত্তি ও উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে। সমতা আজও অর্জিত হয়নি রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বে, মজুরি ও আয়ের ক্ষেত্রে কিংবা সামাজিক কর্মকাণ্ডে।

এরপরও দেশের অর্থনৈতিক নীতিমালার পুরুষ-পক্ষপাত এখনো সুস্পষ্ট, বহু সামাজিক প্রতিষ্ঠানে নারীর প্রতি বৈষম্য এখনো উপস্থিত। অস্বীকার করার কি উপায় আছে যে গৃহস্থালি সহিংসতার ক্ষেত্রে কিংবা যৌন উৎপীড়নের ক্ষেত্রে নারীরাই মূল শিকার সর্বদাই। নারী-পুরুষের সমতা সমাজের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যে কথা ৫৫ বছর আগে উচ্চারিত হয়েছিল, তা সর্বতোভাবে অর্জন করা যায়নি।

৪.

সমাজবলয়ে আমরা ভেবেছিলাম যে শিক্ষা অর্জন একটি গণতান্ত্রিক অধিকার হবে, শিক্ষা হবে বিজ্ঞানসম্মত, সমকালোপযোগী ও গণমুখী। কিন্তু কোথায় আমরা আজ? হাজার হাজার টাকার কোচিং-যেখানে বিজ্ঞানমনস্কতার চিহ্নমাত্র নেই। সুশিক্ষা আজ বিলাসসামগ্রী এবং সেখানে বিত্তবানদেরই প্রবেশাধিকার আছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে নানা স্তরের বিভাজন উচ্চপর্যায়ের এবং সে বিভাজনের কারণে সমাজে শ্রেণিবিভাজন প্রক্রিয়া আরও দ্রুত ও গভীর হয়েছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিকীকরণের ফলে শিক্ষা হয়ে উঠেছে ক্রমাগতভাবে অপ্রাসঙ্গিক ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে। অথচ ৫৫ বছর আগে কথা হয়েছিল যে শিক্ষা অঙ্গনকে মুক্তধারা ও মুক্তচিন্তার ক্ষেত্রভূমি করা হবে। শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি থাকবে, যার মধ্যে থাকবে সৃজনশীলতা, গতিময়তা, গণমুখিতা; শিক্ষাঙ্গন রাজনৈতিক ব্যবস্থার লেজুড়বৃত্তি করবে না।

মোটাদাগে অর্থনৈতিক নির্দেশকের ভিত্তিতে বাংলাদেশ বেশ কিছু অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু সে উন্নয়নের সুফল কতটা পৌঁছেছে সাধারণ মানুষের কাছে? অর্থনৈতিক সম্পদ ও সুযোগে দরিদ্র মানুষের অধিকার কতখানি নিশ্চিত করা গেছে? ধনী কর্তৃক দরিদ্রের শোষণ কতটা রোধ করা গেছে? সমাজে সম্পদ ও আয়ের বৈষম্য কি বেড়েছে? দেশের অর্থনৈতিক নীতিমালায় নগরকেন্দ্রিকতা কি তীব্র নয়?

সব মিলিয়ে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানকে প্রত্যাশিতভাবে উন্নীত করতে পারেনি।

গণতান্ত্রিক বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের কোনো ভূমিকা নেই। বিনিয়োগের সুযোগ-তা সম্পদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রেই হোক কিংবা প্রযুক্তির ক্ষেত্রেই হোক, সেটা সীমাবদ্ধ থেকেছে সম্পদশালীদের মধ্যেই। অর্থনৈতিক গণতন্ত্র অর্জিত হয়নি, শোষণ রয়েছে আগের মতোই-শুধু তার পদ্ধতি আর রূপ পাল্টেছে।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে সৃজনশীলতা, মুক্তবুদ্ধি আর চিন্তা এবং স্বাধীন মনন প্রত্যাশিত ছিল, তা ঘটছে কই? সাংস্কৃতিক বন্ধ্যত্ব একদিকে যেমন লক্ষ করছি, তেমনি অপসংস্কৃতির হাস্যকর অনুকরণও ঘটছে প্রতিনিয়ত। যে সংস্কৃতি মানুষকে শাণিত করে, যা মানুষকে উন্নত করে, সে সংস্কৃতি কোথায়? কথা দেওয়া হয়েছিল বারবার যে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমগুলো হবে জনগণের-সৃজনশীলতা, স্বায়ত্তশাসন আর গণমুখিতা হবে তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সরকার এসেছে, সরকার গেছে-কিন্তু সে লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। গণমাধ্যমের স্বায়ত্তশাসন শুধু তাদের মননশীল সৃষ্টিশীলতার জন্যই প্রয়োজনীয় নয়, এটা অত্যাবশ্যক শর্ত গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির জন্যও। গণমাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন গণতান্ত্রিক মুক্তির পথে একটি বিরাট অগ্রগতি।

৫.

গত ৫৫ বছরে বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান ভঙ্গকারী রাষ্ট্রযন্ত্র নয়, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নয়, অর্থনৈতিক কাঠামো নয়-সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান ভঙ্গকারী আমরা, ব্যক্তিমানুষেরা। ১৯৭১ সালে আমরা, মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্মের মানুষেরা, দৃঢ়ভাবে শপথ নিয়েছিলাম যে এ দেশে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করব, এ দেশকে গড়ে তোলার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করব। আমরা তো সে কথা রাখিনি। ব্যক্তিগত আর গোষ্ঠীগতভাবে আমরা শক্তির কাছে, অর্থের কাছে, জীবনের মোহের কাছে পরাজিত হয়েছি। দেশের কাছে, মানুষের কাছে, সময়ের কাছে আমরা যে কথা দিয়েছিলাম, তা আমরা রাখিনি।

৫৫ বছর আগে যে কথা দেওয়া হয়েছিল, তা রক্ষার এবং বাস্তবায়নের সময় এখনো আছে-ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য। প্রার্থনা করি যে আজকের ‘কেউ কথা রাখেনি’ কোনো আগামীতে মিথ্যা হয়ে যাবে এবং উচ্চারিত হয়ে উঠবে একটি আনন্দঘন স্মৃতি-‘ওরা কথা রেখেছিল’।

সেলিম জাহান জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন কার্যালয়ের সাবেক পরিচালক

হরমুজ প্রণালিতে ইরানের সবুজ

১০ পৃষ্ঠার পর

তেহরানের এই সিদ্ধান্তের ফলে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে বাংলাদেশ এখন আগের মতোই চাহিদা অনুযায়ী ক্রুড অয়েল [অপরিশোধিত তেল], এলএনজি এবং পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করতে পারবে।

জ্বালানি বিভাগ, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) ও বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের (বিএসসি) কর্মকর্তারা জানান, বাংলাদেশ এ পর্যন্ত চীন থেকে সবচেয়ে বেশি পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করে আসছিল। ইরান সম্প্রতি চীনের জাহাজ চলাচলে কোনো বিঘ্ন না ঘটানোর ঘোষণা দিয়েছে। এর ফলে চীনের কোম্পানি ইউনিপ্যাক সিঙ্গাপুর পিটিই লিমিটেড থেকে বাংলাদেশ নিয়মিত পরিশোধিত তেল আমদানির সুযোগ পাবে। উল্লেখ্য, মধ্যপ্রাচ্য থেকে চীনের ক্রুড অয়েল আমদানিতে বিঘ্ন ঘটায় এর আগে ইউনিপ্যাক ও ফোর্স ম্যাজিউর ঘোষণা করে তেল রপ্তানি বাতিল করেছিল।

এছাড়া ইরান ভারতীয় জাহাজ না আটকানোর ঘোষণা দেওয়ায় ভারতের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী জ্বালানি তেল পাওয়া নিশ্চিত হবে। এতে প্রয়োজনে ভারত থেকে বাড়তি জ্বালানি আমদানির সুযোগও তৈরি হবে বলে মনে করছেন জ্বালানি বিভাগের কর্মকর্তারা।

সাধারণত বিপিসি প্রতি মাসে ১ থেকে ২ লাখ টন ক্রুড অয়েল আমদানি করে, যা চট্টগ্রামের ইস্টার্ন রিফাইনারিতে পরিশোধিত হয়। এই কার্গো পরিবহনের দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশ জিটুজি চুক্তির আওতায় কাতার ও ওমান থেকে এলএনজি এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে চাহিদার প্রায় পুরো এলপিজি আমদানি করে। এই পণ্যগুলো হরমুজ প্রণালি দিয়েই বাংলাদেশে আসে। সম্প্রতি প্রণালিটি ব্যবহারে ঝুঁকির কারণে বাংলাদেশকে স্পট মার্কেট থেকে দ্বিগুণ-আড়াইগুণ দামে এলএনজি কিনতে হচ্ছিল। অন্যদিকে বেসরকারি কোম্পানিগুলো চড়া দামে যুক্তরাষ্ট্র থেকে এলপিজি আনতে বাধ্য হচ্ছিল। এখন বাংলাদেশি জাহাজের নিরাপদ যাতায়াতের নিশ্চয়তায় এই গ্যাস সংকটও কেটে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

জ্বালানি বিভাগের যুগ্ম সচিব (অপারেশন) মুনির হোসেন চৌধুরী দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে বলেন, ‘বাংলাদেশের তেলবাহী জাহাজ চলাচলে ইরান সরকারের ঘোষণা জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখবে। এতে আমাদের আমদানির উৎস বাড়বে এবং প্রক্রিয়াটি সহজ হবে। এখন হরমুজ প্রণালি দিয়ে ওই অঞ্চলের দেশগুলো থেকে পরিশোধিত তেলও আনা যাবে।’

তবে কারিগরি কিছু জটিলতা এখনো কাটেনি। বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমোডর মাহমুদুল মালেক জানান, সৌদি আরব থেকে এক লাখ টন ক্রুড অয়েল আনতে ‘নরডিক পোলাক্স’ নামে একটি আমেরিকান কোম্পানির জাহাজ ভাড়া করা হয়েছে।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।

আমরা কোনো ফি নেই না।

আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।

কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-25A Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(718) 725-1332, (718) 971-0054

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

SECI

Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন

যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL

NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002

BRONX 718-822-1081 | JAMAICA 347-644-5150 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
S W H
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই
আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

সরকারের সহজসাধ্য করণীয় ও

১৬ পৃষ্ঠার পর

করা কঠিন হলেও পরিচ্ছন্ন ও সবুজ ঢাকার স্বপ্ন খুব অবাস্তব নয়। এটির জন্য প্রয়োজন কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা ও কঠোর অবস্থান। কেবল ঢাকাসহ অন্যান্য নগরের সর্বত্র কেব্‌ল টিভির লাইন, অবৈধ ব্যানার, হোর্ডিং, সাইনবোর্ড এবং পোস্টারগুলো সরিয়ে ফেললেই শহরকে অনেক বেশি জঞ্জালমুক্ত মনে হবে। পরিচ্ছন্নতা মানে কেবল রাস্তা ঝাড়ু দেওয়া বোঝায় না, দেয়াল ও পিলারগুলোকে পোস্টারমুক্ত করাও বোঝায়। শুধু পোস্টার সরালেই চলবে না, পরবর্তী সময়ে পোস্টার এবং অবৈধ ব্যানার ও সাইনপোস্টদাতাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও চালু করতে হবে। এ ব্যবস্থার সঙ্গে সাইনবোর্ড হোর্ডিং ইত্যাদির জন্য ক্রমবর্ধমান হারে পৌরকর বাড়িয়ে দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি পৌর কর্তৃপক্ষের আয় বৃদ্ধি করাও সম্ভব। সবুজ ঢাকার জন্য সম্ভাব্য সব জায়গায় ছায়াযুক্ত গাছ লাগানোর কার্যকর ব্যবস্থা নিলে কিছুটা সবুজ হতে পারে ঢাকা।

পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে ঢাকা শহরের ভেঙে পড়া ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন। এ জন্য বাড়তি অর্থ ব্যয়ের দরকার হবে না, দরকার হবে গাড়িচালকদের মানসিকতার পরিবর্তন। কাজটা সময়সাপেক্ষ হলেও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও কঠোর শাস্তির বিধান করলে কিছু সাফল্য আসতে পারে। যেমন নগরীর বিভিন্ন সড়কের সংযোগস্থলের বিশাল জায়গাজুড়ে হলুদ ক্রসচিহ্নের ওপর যেকোনো গাড়ি দাঁড়াতে পারে না, এই আইনটি একজন চালকও জানেন না, লেনবিষয়ক আইন সম্পর্কেও অবহিত নন অধিকাংশ চালক। এ বিষয়ে সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ না দিয়ে রাস্তার ওপর চিহ্ন এঁকে দিয়ে শুধু সরকারি অর্থের অপচয়ই করা হয়নি, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানবিশেষের আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থাও করা হয়েছে, অথচ ট্রাফিক শৃঙ্খলার কোনো উন্নয়ন ঘটেনি। সড়কের লেন মেনে না চলা, উল্টো পথে গাড়ি চালানো, যত্রতত্র বাস থামিয়ে যাত্রী ওঠানামার সুযোগ করে দেওয়া কিংবা গাড়ি পার্কিং করা-এসব অরাজকতার অবসান ঘটানো সম্ভব, যদি কঠোরভাবে আইন বাস্তবায়ন করা যায়। সড়ক-মহাসড়কের পাশ ঘেঁষে হাটবাজার বা দোকান বসানো কিংবা অবৈধ ও ফিটনেসবিহীন থ্রি-হুইলার ও নছিমন-জাতীয় যান চলাচলের বিরুদ্ধেও কোনো উদ্যোগই সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সড়কে অরাজকতা বন্ধের জন্য কঠোর আইন প্রয়োগের ফলাফল দেখা যায় সেনানিবাসের বাইরে ও ভেতরের ট্রাফিক ব্যবস্থায়। সেনানিবাসের ভেতরে যে ড্রাইভারটি অতি নিরীহ ও সভ্য আচরণ করে, বাইরে এলেই তার উগ্র ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণের বৈপরীত্য থেকেই বোঝা যায় আইন প্রয়োগের সফলতা ও ব্যর্থতার বিষয়টি।

নগরীর আরেক সমস্যা গণপরিবহন বা বাস সার্ভিস। জরাজীর্ণ ও ছালবাকল ওঠা যে বাসগুলো রাস্তায় চলে, সেগুলো কোনো মেগা সিটির যোগ্য গণপরিবহন হতে পারে না। ঢাকা নগরীর বাস সার্ভিসকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনার কোনো চেষ্টাই সফল হয়নি স্বার্থান্বেষী মহলের অসহযোগিতায়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে নতুন সরকারও সফল হবে না, যদি প্রধানমন্ত্রী তাঁর দীর্ঘদিন লন্ডনবাসের অভিজ্ঞতা থেকে কঠোর ব্যক্তিগত উদ্যোগ না নেন। একই ব্যবস্থা নিতে হবে নগরীর মূর্তমান বিপদ ব্যাটারিচালিত অনিয়ন্ত্রিত রিকশার বিরুদ্ধেও। জাতিকে দেওয়া অন্তর্বর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় 'উপহার' ছিল 'প্রেশার গ্রুপ' নামকরণের মাধ্যমে মব-সন্ত্রাসকে বৈধতা দেওয়া। এই ভয়াবহ প্রবণতা কিছুটা কমে এলেও পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। নতুন সরকারকে এ বিষয়ে কঠোর ও অনমনীয় হতে হবে। অনির্বাচিত সরকারের রেখে যাওয়া আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির যে খুব উন্নতি ঘটেনি, সেটা সংবাদপত্র খুললেই দৃশ্যমান হয়। আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি খুব সহজ নয়, কারণ এই পরিস্থিতির কারণ বহুবিধ এবং গভীর। তবে পুলিশ বাহিনীর দক্ষতা, জনবল, সরঞ্জাম এবং অবকাঠামোগত বৃদ্ধি করলে মধ্যম মেয়াদে সুফল আসতে পারে।

লেখাটির শুরুতে বলা গল্পের ছোটখাটো বিষয়ের মতো উপরোক্ত বিষয়গুলো দিয়েই নতুন সরকার দৃশ্যমান পরিবর্তন আনতে পারে, যার জন্য অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান লাগবে না, প্রয়োজন হবে কেবল সরকারের সদিচ্ছা ও কার্যকর উদ্যোগ। আগামী মে মাসের ২৯ তারিখের সংবাদপত্রগুলোতে সরকারের ১০০ দিনের কার্যক্রম নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশিত হবে। এই সীমিত সময়ের মধ্যে উপরোক্ত ছোটখাটো বিষয় বাস্তবায়নের কাজে হাত দিয়ে দৃশ্যমান সাফল্য অর্জন সম্ভব, যা কেবল অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারই করবে না, প্রতিফলিত হবে সরকারের সদিচ্ছাও।

ফারুক মঈনউদ্দীন লেখক ও ব্যাংকার।

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নি

Khairul Bashar, ESQ., MBA., LL.M.

Attorney At Law

Dual-Qualified Exclusive Immigration Focus

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করি

- ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
- U-ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1, EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

(718) 775-8509 (212) 464-8620

New York Office:
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
khairul@basharlaw.com

D.C. Office:
1629 K Street NW, Suite 300
Washington D.C. 20006
(By Appointment Only)
(888) 771- 4529

info@basharlaw.com
+1(202) 983 - 5504

OPEN 6 Days (M-S)

Manhattan Meeting Location Available (By Appointment Only)

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

basharlaw.com

*Dual-Qualified Admitted in Washington, D.C., Alabama and Bangladesh
Practice Solely U.S.Immigration & Nationality Law in all 50 States.

তিন দশকে জলবায়ুর ১০ ট্রিলিয়ন

১২ পৃষ্ঠার পর

পরিমাণ অর্থনৈতিক লোকসান হয়েছে, তার পেছনে একক দেশ হিসেবে সবচেয়ে বেশি অবদান যুক্তরাষ্ট্রের। তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে চীন। বর্তমান বিশ্বের বৃহত্তম কার্বন নিঃসরণকারী দেশটি ১৯৯০ সাল থেকে বৈশ্বিক জিডিপিতে প্রায় ৯ ট্রিলিয়ন ডলার ক্ষতির জন্য দায়ী।

গবেষকরা জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের কার্বন নিঃসরণজনিত কারণে হওয়া মোট ক্ষতির প্রায় এক-চতুর্থাংশ খোদ দেশটির ওপরই প্রভাব ফেলেছে। তবে সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী হয়েছে দরিদ্র দেশগুলো। হিসাব অনুযায়ী, ১৯৯০ সালের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের কার্বন নিঃসরণে ভারতের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫০ হাজার কোটি ডলার এবং ব্রাজিলের ক্ষতি হয়েছে প্রায় ৩৩ হাজার কোটি ডলার।

স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞানী মার্শাল বার্কের নেতৃত্বে এ গবেষণা পরিচালিত হয়। তিনি জানান, ক্ষতির পরিমাণ বিশাল। যুক্তরাষ্ট্রের ওপর এ ক্ষয়ক্ষতির বিশাল দায়ভার বর্তায়। যুক্তরাষ্ট্রের কার্বন নিঃসরণ শুধু নিজেদের নয়, বরং বিশ্বের অন্যান্য অংশেও অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করেছে। গবেষণায় 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ' বা ক্ষতি ও লোকসানের আর্থিক মূল্য নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট তাপপ্রবাহ, বন্যা, খরা ও ফসলহানির মতো দুর্যোগের প্রভাব এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শিল্পবিপ্লবের পর থেকে ধনী দেশগুলোই সবচেয়ে বেশি গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ করেছে। তাই ক্ষতিগ্রস্ত উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার দাবি দীর্ঘদিনের।

নতুন এই গবেষণায় বৈশ্বিক উষ্ণতা কীভাবে বিভিন্ন দেশের জিডিপি কমিয়ে দিয়েছে, তা হিসাব করে দেখানো হয়েছে। ১৯৯০ সালের পর থেকে কোন দেশ কত নিঃসরণ করেছে, তার ভিত্তিতে দায়ও নির্ধারণ করা হয়েছে।

এ হিসাবে সব ধরনের ক্ষতি পুরোপুরি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এখানে দেখানো হয়েছে, অতিরিক্ত তাপমাত্রা কীভাবে শ্রমিকদের কর্মক্ষমতা কমিয়ে এবং জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর চাপ বাড়িয়ে অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

গবেষক মার্শাল বার্ক বলেন, তাপমাত্রা সামান্য বাড়লেও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধীর হয়ে যায়, এমন স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। এই প্রভাব ৩০ বছর ধরে জমতে থাকলে শেষ পর্যন্ত বড় ধরনের পরিবর্তন দেখা যায়। এটি যেন হাজার ছোট আঘাতে ধীরে ধীরে ক্ষয় হওয়ার মতো। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এমন মানুষ, যারা এই সমস্যার জন্য দায়ী নয়। এটা মৌলিকভাবেই অন্যায্য।

জলবায়ু দূষণের জন্য আইনি দায় স্বীকারের বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরেই অনীহা দেখিয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্র। এ দূষণই বিশ্বকে এমন জলবায়ু পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিয়েছে, যা মানবসভ্যতার ইতিহাসে আগে দেখা যায়নি।

বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এ অবস্থানকে আরও জোরদার করেছেন। তিনি ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর সহায়তায় গঠিত 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ' তহবিল থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নেন। পাশাপাশি বৈশ্বিক জলবায়ু চুক্তি থেকেও দেশকে বের করে আনেন এবং তেল-গ্যাস উত্তোলন বাড়ানোর পক্ষে 'ড্রিল, বেবি, ড্রিল' নীতি ওপর জোর দেন। একই সঙ্গে তিনি পরিচ্ছন্ন জ্বালানি প্রকল্পগুলোতেও বাধার সৃষ্টি করেন। গবেষক মার্শাল বার্ক বলেন, 'আমাদের এই গবেষণার ফল হয়তো ট্রাম্প প্রশাসনকে আবার আলোচনার টেবিলে ফেরাতে পারবে না, তবে এটি স্পষ্ট করে যে তাদের তা করা উচিত।' জলবায়ু বিশেষজ্ঞ ফ্রান্সেস মুর বলেন, গবেষণাটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও দরিদ্র দেশগুলোর প্রকৃত ক্ষতির পুরোপুরি চিত্র এতে উঠে আসেনি। অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন, একজন দরিদ্র মানুষের এক ডলার ক্ষতির প্রভাব একজন ধনী মানুষের একই পরিমাণ ক্ষতির তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু এই পার্থক্য গবেষণায় বিবেচনা করা হয়নি।

চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে পাকিস্তানের

১২ পৃষ্ঠার পর

যোগাযোগমাধ্যম এক্সএ বলেন, 'আমরা মধ্যপ্রাচ্যসহ বিস্তৃত অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা পুনর্ব্যক্ত করছি। আমরা অবিলম্বে উত্তেজনা কমানো, শান্তি আলোচনার পুনরায় শুরু করা, বেসামরিক মানুষের সুরক্ষা, নৌযান চলাচলের নিরাপত্তা এবং জাতিসংঘ সনদের প্রতি আনুগত্য নিশ্চিত করার প্রচেষ্টাগুলোর প্রতি সমর্থন অব্যহত রাখতে সম্মত হয়েছি।'

হাতের মুঠোয় পরিচয় পড়ুন
নিরাপদে থাকুন
ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন
parichoyny@gmail.com

GLOBAL MULTI SERVICES, INC
INCOME TAX
IMMIGRATION
ACCOUNTING
TAX AUDIT
BUSINESS SETUP
TRAVELS
e-file
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়
তারেক হাসান খান, সিইও
37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864
Email: globalmsinc@yahoo.com

KARNAFULLY
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিস
TAX SERVICES INC
KARNAFULLY INCOME TAX SCHOOL
কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স স্কুল
Register today to ensure your place in the class!
Jackson Heights - এর বিশ্বস্ত ট্যাক্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্র!
কেন এই কোর্স করবেন?
কোর্স শেষে সার্টিফিকেট
নতুন ট্যাক্স ল' অনুসারে কোর্স
উচ্চ আয়ের সুযোগ
কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা লাগবে না
Mohammed Hasem MBA
President and CEO
আমাদের ঠিকানা:
37-20 74th St. 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
আজই রেজিস্ট্রেশন করুন:
Learn To Earn
Become a Tax Pro!
We'll Teach You Everything You Need to Know
718-205-6040
www.karnafulllytax.com
Join Us To Grow & Succeed
Designed By BrandClamp

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ নতুন মোড় নিতে যাচ্ছে

১২ পৃষ্ঠার পর

হচ্ছে। আমাদের বোকা হিসেবে তুলে ধরছে। আমাদের কোনো একজন লোক বা জাহাজে যদি একটা গুলিও ছোড়া হয়, তবে আমি খার্গ দ্বীপ তছনছ করে দেব। আমি সেখানে ঢুকে দ্বীপটি দখল করে নেব।'

ওই সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প আরও বলেছিলেন, 'ইরান তো ইরাককেই হারাতে পারছে না, অথচ তারা যুক্তরাষ্ট্রকে নাকানিচুবানি খাওয়াচ্ছে। তাদের মোকাবিলা করাটা বিশ্বের জন্যই মঙ্গলজনক হবে।'

চলমান যুদ্ধে ইরান যখন মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন ঘাঁটি তছনছ করছে, তখন খার্গ দ্বীপ দখলে ট্রাম্প প্রশাসনের প্রচেষ্টা কতটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে? বিশ্লেষকরা বলছেন, আকাশপথের অভিযানের মতো সম্ভাব্য স্থল অভিযানও পাল্টা কড়া জবাব পেতে পারে।

দ্বীপ দখলই যুদ্ধের মূল লক্ষ্য?

ইরানের মূল ভূখণ্ডের উপকূল খুব বেশি গভীর নয়। ফলে সেখানে বড় আকারের ট্যাঙ্কার নোঙর করতে পারে না। বিপরীতে ভূখণ্ড থেকে ১৬ মাইল দূরের খার্গ দ্বীপ সমুদ্রের গভীর অঞ্চলে অবস্থিত। ফলে সেখানে মোট তেল রপ্তানির ৯০ শতাংশ কার্যক্রম চলে। এটি দখল করতে পারলে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের জ্বালানি বাণিজ্যকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করার সক্ষমতা অর্জন করবে।

চলতি মাসের মাঝামাঝিতে মার্কিন বাহিনী খার্গ দ্বীপে সিরিজ হামলা চালায়। তখন ট্রাম্প বলেছিলেন, সেখানে থাকা সব সামরিক লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করা হয়েছে। পরবর্তী ধাপে তেল অবকাঠামোকে লক্ষ্যবস্তু বানানো হবে।

সম্প্রতি দ্য টেলিগ্রাফ ও রয়টার্সকে মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ট্রাম্প প্রশাসন এখন খার্গ দ্বীপে স্থলবাহিনী পাঠানোর বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ভাবছে। গত ৮ মার্চ হোয়াইট হাউসের উপদেষ্টা ও ন্যাশনাল এনার্জি ডমিনেন্স কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক জ্যারড এজেন ফক্স বিজনেসকে বলেছিলেন, হরমুজ প্রণালি বন্ধ হলেও যুক্তরাষ্ট্র খুব বেশি মাথা ঘামাবে না। তারা ইরানিদের হাত থেকে সব তেল বের করে আনবে।

এর পরই জ্যারড এজেন বলেন, 'আমরা ইরানের এই বিশাল তেলের মজুত সন্ত্রাসীদের (বর্তমান শাসন ব্যবস্থা) হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে চাই।'

সম্ভাব্য অভিযান ও ঝুঁকি

খার্গ দ্বীপ দখলের সম্ভাব্য অভিযান কেমন হবে সেটির কিছু ইঙ্গিত উঠে এসেছে গত কয়েকদিন ধরে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদনে। যেমন সূত্রের বরাত দিয়ে রয়টার্স জানিয়েছে, চলতি মাসের শেষ নাগাদ মেরিন সেনাদের দুটি দল এই অঞ্চলে পৌঁছাতে পারে। পেন্টাগন কয়েক হাজার এয়ারবোর্ন (প্যারাট্রুপার) সৈন্য পাঠানোর পরিকল্পনাও করছে।

দ্য টেলিগ্রাফ বলছে, প্রথমে প্যারাট্রুপার দ্বীপে অবতরণ করে বিমানঘাঁটি দখল করবে। এরপর উভচর জাহাজগুলোতে করে মেরিন সেনা, ল্যান্ডিং ক্রাফট নেওয়া হবে। জাহাজ থেকে উপকূলে এবং ট্রুপ এয়ারক্রাফটের মাধ্যমে দ্বীপের ভেতরের ল্যান্ডিং জোনগুলোতে মেরিন সেনা ও সরঞ্জাম পরিবহন করা হবে। এসব কাজ পরিচালনায় সহায়তা করবে বিমানবাহী রণতরী। আর যুদ্ধবিমানগুলো আকাশসীমায় টহল দিয়ে ক্ষেপণাস্ত্র এবং অন্যান্য হুমকি প্রতিহত করবে।

তবে বিশ্লেষকরা বলছেন, এই অভিযানটি অত্যন্ত দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব হলেও এটি মার্কিন সেনাদের চরম ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারে। যুদ্ধও তখন শেষ হওয়ার পরিবর্তে আরও দীর্ঘায়িত হবে। সেটি হলে মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে রিপাবলিকান পার্টি ও ডোনাল্ড ট্রাম্প বড় ধরনের রাজনৈতিক ঝুঁকির মুখে পড়বেন।

গত বৃহস্পতিবার এ নিয়ে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছে ফাউন্ডেশন ফর ডিফেন্স অব ডেমোক্রেসির লং ওয়ার জার্নাল। ওয়াশিংটনভিত্তিক থিঙ্ক ট্যাঙ্কটির দুই গবেষক রায়ান ব্রবস্ট ও ক্যামেরন ম্যাকমিলান লিখেছেন, খার্গ দ্বীপ দখল করা হলে তা যুদ্ধকে চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে নেওয়ার চেয়ে বরং আরও বিস্তৃত করবে।

এই দুই বিশ্লেষকের মতে, তেহরানকে হরমুজ প্রণালি খুলে দিতে বাধ্য করতে এবং ভবিষ্যৎ আলোচনায় বাড়তি সুবিধা পাওয়ার জন্য খার্গ দ্বীপটিকে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চায় ওয়াশিংটন। তবে দ্য টেলিগ্রাফ তাদের এক প্রতিবেদনে বলেছে, হরমুজ সচল করতে পার্শ্ববর্তী কেশম দ্বীপের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ারও চেষ্টা করতে পারে মার্কিন সেনারা। কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই দ্বীপটি থেকে ইরানের শাসকরা হরমুজ প্রণালি নিয়ন্ত্রণ করে। কারণ এখান থেকে পুরো জলপথটির ওপর নজরদারি করা যায়।

গতকাল শুক্রবার এক প্রতিবেদনে দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের বিপরীতে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করতে ট্রাম্প প্রশাসন আরও ১০ হাজার সৈন্য মোতায়েনের কথা বিবেচনা করছে। তারা অঞ্চলটিতে মোতায়েন থাকা কয়েক হাজার প্যারাট্রুপার ও মেরিন সেনার সঙ্গে যোগ দেবে।

হুতির প্রস্তুতি কীসের ইঙ্গিত?

সেনা মোতায়েনের মতো পদক্ষেপগুলো যখন খার্গ দ্বীপ দখল অভিযানের গুঞ্জনকে জোরালো করছে, তখনই ইরানের হয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতির কথা জানিয়েছে হুতি বিদ্রোহীরা। ইরান সমর্থিত এই প্রক্সি গোষ্ঠী তেল পরিবহনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ জলপথ বাব এল-মান্দেব নিয়ন্ত্রণ করে।

হরমুজের মতোই সরু এই প্রণালি লোহিত-এডেন উপসাগরকে যুক্ত করেছে। রয়টার্সের তথ্য অনুযায়ী, এ প্রণালি দিয়ে সমুদ্রপথে মোট জ্বালানি চাহিদার ১২ শতাংশ পরিবহন হয়। সৌদি আরব ও ইরাকের অপরিশোধিত তেল এই প্রণালি দিয়ে ইউরোপের দিকে যায়।

ফলে যুক্তরাষ্ট্র খার্গ দ্বীপ অস্থির করলে পরিস্থিতি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনার হাতিয়ারও ইরানের হাতে আছে। এএফপির প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত বুধবার ইরানের এক কর্মকর্তা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ওয়াশিংটন যদি তাদের ভূখণ্ডে স্থল অভিযান চালায়, তবে তেহরান ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের সক্রিয় করে লোহিত সাগরের জাহাজে হামলা চালিয়ে প্রতিশোধ নেবে।

ইরান যদি সত্যিই ইউরোপমুখী তেলবাহী জাহাজগুলোতে হুতিদের দিয়ে হামলা করায়; তাহলে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক সংঘাতের এই যুদ্ধে আরেকটি নতুন রণক্ষেত্র তৈরি হতে পারে। তেলকেন্দ্রিক যুদ্ধে তখন আরও প্রাণ ঝরবে, জ্বালানি সংকটে ভুগবে বাংলাদেশের মতো অর্থনীতির দেশগুলো। সার তৈরির উপাদানের ঘাটতিতে বাড়বে খাদ্যপণ্যের দাম।

অনলাইনে পরিচয় পড়তে স্ক্যান করুন

37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

MLS
York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President
- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880
We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals
718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com
70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই
- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York
NOTARY PUBLIC
TAX FILING
NOTARY PUBLIC
IMMIGRATION
TRAVEL SERVICES
AUTHORIZED e-file PROVIDER
37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com
Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering
Professional, compassionate care -
we are ready to help you to Enroll
PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the
LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET · BARI PARTY HALL · BARI RESTAURANT · BARI HOME CARE · BARI &BARI · BARI CHARITY FOUNDATION · BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

নেপালের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী ওলি

১২ পৃষ্ঠার পর

দলটির এই জয়গানে নেতৃত্ব দেন র□্যাপার থেকে রাজনৈতিক নেতা বনে যাওয়া ৩৫ বছর বয়সী বালেন্দ্র শাহ ওরফে বালেন।

আন্দোলনের মুখে পদত্যাগের সময় কেপি শর্মা অলি বলেছিলেন, তিনি আশা করেন তাঁর সরে দাঁড়ানোটা সমস্যার সমাধান করবে। গত জানুয়ারিতে তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের গঠন করা একটি কমিশনের কাছে জবানবন্দি দেন। বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ দেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেন। বিক্ষোভে প্রাণহানির জন্য অনুপ্রবেশকারীদের দায়ী করেন ওলি। সোশাল মিডিয়া বন্ধের প্রতিবাদে গত ৮ সেপ্টেম্বর কথিত জেন-জি বিক্ষোভের সময় অন্তত ১৯ জন নিহত হয়, যাদের মধ্যে স্কুল ইউনিফর্ম পরা এক কিশোরও ছিল। উচ্চ বেকারত্ব, স্থবির অর্থনীতি এবং রাজনীতিতে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির কারণে সৃষ্ট হতাশার মধ্যে এই দমন অভিযান আরও বড় বিক্ষোভের জন্ম দেয়। তাতে আরও মানুষের প্রাণহানি ঘটে এবং পার্লামেন্ট, পুলিশ স্টেশন ও দোকানপাটে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

বাংলাদেশের বাজারে বাড়ল সোনা-

১০ পৃষ্ঠার পর

ভরি সোনার দাম ২ লাখ ৩৬ হাজার ৯০৬ টাকা। ২১ ক্যারেট প্রতি ভরি সোনার দাম ২ লাখ ২৬ হাজার ৫২ টাকা। আর ১৮ ক্যারেট সোনার প্রতি ভরি ১ লাখ ৯৩ হাজার ৮৫৬ টাকা এবং সনাতনী সোনার প্রতি ভরি ১ লাখ ৫৭ হাজার ৮৭১ টাকা। অন্যদিকে রুপার দামও বাড়িয়েছে বাজুস। নতুন মূল্য তালিকা অনুযায়ী, ২২ ক্যারেট রুপার প্রতি ভরির দাম ৫ হাজার ৩৬৩ টাকা। ২১ ক্যারেট রুপার প্রতি ভরি ৫ হাজার ১২৯ টাকা। আর ১৮ ক্যারেট প্রতি ভরি রুপা ৪ হাজার ৪৩১ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির রুপা প্রতি ভরি ৩ হাজার ৩২৪ টাকা। এক বিজ্ঞপ্তিতে বাজুস জানিয়েছে, সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সোনা ও রুপার নতুন নির্ধারিত দাম আজ সকাল ১০টা থেকে সারা দেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানে কার্যকর হবে এবং পরবর্তী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত তা বহাল থাকবে।

আট মাসের রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি:

১০ পৃষ্ঠার পর

এ দৈন্যকে সাময়িক পরিস্থিতি হিসেবে দেখতে নারাজ বিশ্লেষকেরা, বরং তাঁরা বিষয়টিকে গভীর কাঠামোগত সমস্যা হিসেবে দেখছেন। বেসরকারি আর্থিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন বলেন, অর্থনীতিতে প্রত্যাশিত গতি না থ াকায় এত উচ্চ হারে রাজস্ব আদায় সম্ভব হচ্ছে না। বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধির ধীরগতি রাজস্ব কমার প্রধান কারণ। এর সঙ্গে এনবিআরের সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা যুক্ত হওয়ায় করজাল সম্প্রসারণ ও কর ফাঁকি রোধে অগ্রগতি হচ্ছে না। একই ধরনের পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন। তাঁর মতে, দেশে কর-জিডিপি অনুপাত দীর্ঘদিন ধরেই কম। করদাতার সংখ্যা বাড়ানো, প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত না করলে এই ঘাটতি কাটানো কঠিন হবে।

সাবেক এনবিআর চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ মনে করেন, কর কাঠামো এখনো অনেকাংশে পরোক্ষ করনির্ভর। আয়কর ভিত্তি বাড়ানো না গেলে টেকসই রাজস্ব বৃদ্ধি সম্ভব নয়।

রাজস্ব ঘাটতির পেছনে অর্থনৈতিক বাস্তবতাও বড় ভূমিকা রাখছে। এনবিআরের কর্মকর্তারা জানান, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, সুদের হার বৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক অস্থিরতার কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যে ধীরগতি দেখা দিয়েছে। জাতীয় নির্বাচন ও মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংকটও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রভাব ফেলেছে। এদিকে রাজস্ব বাড়ানোর ওপর আন্তর্জাতিক চাপও রয়েছে। আইএমএফের ঋণ শর্ত অনুযায়ী প্রতিবছর জিডিপির অন্তত শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ হারে অতিরিক্ত রাজস্ব বাড়াতে হবে। তবে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে কাঠামোগত সংস্কার প্রয়োজন, তা এখনো বাস্তবায়নের পর্যায়ে পৌঁছায়নি। এনবিআর পুনর্গঠন করে নীতি ও বাস্তবায়ন আলাদা করার উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতায় থমকে আছে। ফলে কর প্রশাসনের দক্ষতা ও জবাবদিহি বাড়ানোর প্রচেষ্টাও এগোচ্ছে ধীরগতিতে। এ অবস্থায় রাজস্ব বাড়ানো এবং জনস্বার্থ রক্ষার মধ্যে ভারসাম্য রাখা সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।১

খাদ্য অনিশ্চয়তার মুখে আরো সাড়ে

১০ পৃষ্ঠার পর

সার কারখানার মধ্যে চারটিই বিভিন্ন সময়ে বন্ধ রাখতে হয়েছে, যার প্রভাব সরাসরি মাঠপর্যায়ের কৃষিতে পড়ছে।

একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রেও সারের দাম সাধারণ কৃষকদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। মিনেসোটা ও অন্যান্য অঞ্চলের কৃষকরা জানিয়েছেন, তারা সারের দাম কমার অপেক্ষায় ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ শুরু হওয়া যুদ্ধ তাদের সব হিসাব ওলটপালট করে দিয়েছে। সামনেই ভুট্টা রোপণের মৌসুম, কিন্তু চড়া দামে সার কেনার মতো নগদ অর্থ বা ঋণ খুঁজে পাচ্ছেন না অনেক কৃষক।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০২২ সালের সংকট ছিল মূলত কৃষ্ণসাগর দিয়ে খাদ্যশস্য রফতানি বন্ধ হওয়াকে কেন্দ্র করে। কিন্তু এবারের সংকট সরাসরি খাদ্য উৎপাদনের প্রতিটি স্তরে আঘাত করছে। আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা মূলত নাইট্রোজেনভিত্তিক সারের ওপর নির্ভরশীল, যা প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে তৈরি হয়। উপসাগরীয় দেশগুলো থেকে গ্যাস সরবরাহ কমে যাওয়ায় সার উৎপাদন খরচ অনেক বেড়ে গেছে। এর পাশাপাশি জ্বালানি তেল ও বিদ্যুতের দাম বাড়ায় খাদ্য পরিবহন ও প্রক্রিয়াকরণ খরচও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে।

জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) সতর্ক করে জানিয়েছে, এ সংকটের কারণে আগামী জুনের মধ্যে আরো ৪ কোটি ৫০ লাখ মানুষ চরম খাদ্য অনিশ্চয়তার মুখে পড়তে পারে। এর আগে থেকেই বিশ্বে প্রায় ৩১ কোটি ৮০ লাখ মানুষ খাদ্য সংকটে ছিল। উন্নত দেশগুলো মূল্যস্ফীতি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিয়ে চিন্তিত থাকলেও আফ্রিকা ও এশিয়ার দরিদ্র দেশগুলোর জন্য এটি এখন অস্তিত্বের সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। সোমালিয়ায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যের দাম প্রায় ২০ শতাংশ বেড়ে গেছে।

দাম বাড়ায় জেট ফুয়েল মজুতের

১০ পৃষ্ঠার পর

পারে, যা পর্যটননির্ভর এশীয় অর্থনীতিগুলোর জন্য নিম্নমুখী ঝুঁকি তৈরি করবে।' সংকট দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, কারণ সরকারগুলো বাজারনির্ভর রপ্তানি থেকে সরে এসে মজুত সংরক্ষণে জোর দিচ্ছে। নিজস্ব কৌশলগত মজুত রক্ষায় চীন ও থাইল্যান্ড পরিশোধিত জ্বালানির রপ্তানিতে নিয়ন্ত্রণ কঠোর করেছে। অন্যদিকে আমদানি কমে যাওয়ায় অস্ট্রেলিয়া ডিজেল ও পেট্রলের ন্যূনতম মজুত বাধ্যবাধকতা সাময়িকভাবে ২০ শতাংশ কমিয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় সরকার এখন মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতির সবচেয়ে খারাপ সম্ভাবনা মাথায় রেখে জরুরি প্রস্তুতি বাড়াচ্ছে। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থার প্রস্তাব অনুযায়ী কৌশলগত তেল মজুত ছাড়ার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অর্থমন্ত্রী কু ইউন চোল চলতি মাসের শুরুতে জানান, দেশের মজুত প্রায় ২০৮ দিনের জন্য যথেষ্ট।

দেশটির বৃহত্তম জাতীয় বিমান সংস্থা কোরিয়ান এয়ার জানিয়েছে, তারা পরিস্থিতি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।

তাদের স্বল্পমূল্যের সহযোগী প্রতিষ্ঠান জিন এয়ার বলেছে, বিদেশ থেকে জ্বালানি ভরার বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক নোটিস তারা পায়নি এবং তাদের মজুত এমন পর্যায়ে রয়েছে যা তাৎক্ষণিকভাবে পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটাবে না। এশিয়ানা এয়ারলাইনস মন্তব্যের জন্য অনুপলব্ধ ছিল।

ফিলিপাইনেও উদ্বেগ বাড়ছে। সংঘাত শুরুর পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম নেতা হিসেবে দেশটির প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ মার্কোস জুনিয়র জাতীয় জ্বালানি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন। মঙ্গলবার ব্লুমবার্গ টেলিভিশনকে তিনি বলেন, দেশের বিমান সংস্থাগুলোকে এখন যাতায়াতের পুরো পথের জন্য পর্যাপ্ত জ্বালানি বহন করতে বাধ্য হতে হচ্ছে। সরবরাহ নিয়ে চীন ও রাশিয়াসহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আলোচনা চলতে থাকায় বিমান স্থগিত রাখা 'একেবারেই সম্ভাবনার বাইরে নয়' বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

ভারত থেকে বাংলাদেশে যাচ্ছে আরও

৫ পৃষ্ঠার পর

সাধারণত এ ধরনের চালান দেশে পৌঁছাতে ৪৮ থেকে ৭২ ঘণ্টা সময় লাগে। চলতি বছরে এ পর্যন্ত তিন দফায় মোট ১৫ হাজার মেট্রিক টন ডিজেল আমদানি করা হয়েছে পাইপলাইনের মাধ্যমে।

উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে সারা বছর নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী পাইপলাইন প্রকল্প চালু করা হয়। ২০১৮ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর এ প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে পাইপলাইন স্থাপনের কাজ শুরু হয় এবং ২০২৩ সালের ১৮ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে এর মাধ্যমে জ্বালানি আমদানি শুরু হয়।

দুই দেশের চুক্তি অনুযায়ী, আগামী ১৫ বছর ভারত থেকে নিয়মিত ডিজেল আমদানি করা হবে। প্রাথমিকভাবে বছরে ২ থেকে ৩ লাখ টন জ্বালানি আনার পরিকল্পনা থাকলেও চাহিদা অনুযায়ী তা বাড়ানো সম্ভব।

এ পাইপলাইনের মাধ্যমে বছরে সর্বোচ্চ ১০ লাখ মেট্রিক টন পর্যন্ত তেল আমদানির সক্ষমতা রয়েছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এতে করে উত্তরাঞ্চলে জ্বালানি সরবরাহে সময় কমে এসেছে যেখানে আগে রেলপথে তেল পরিবহনে ৬ থেকে ৭ দিন সময় লাগত, এখন তা অনেক কম সময়ে সম্ভব হচ্ছে।

শুধু তেল নয়, স্মার্টফোন থেকে শুরু

৫ পৃষ্ঠার পর

আন্তর্জাতিক সরবরাহ ব্যবস্থায় প্রবেশ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নানা রাসায়নিক, গ্যাস এবং অন্যান্য পণ্যও এতে প্রভাবিত হচ্ছে।

বিবিসি ভেরিফাই জানিয়েছে, যুদ্ধের আগে যেখানে প্রতিদিন ১০০টিরও বেশি জাহাজ এই প্রণালি দিয়ে যাতায়াত করত, সেখানে এখন তা কমে হাতে গোনা কয়েকটিতে দাঁড়িয়েছে। ফলে খাদ্য থেকে শুরু করে স্মার্টফোন ও ওষুধ পর্যন্ত অসংখ্য পণ্যের দাম বাড়তে পারে।

নিচে সম্ভাব্য প্রভাবগুলোর বিবরণ দেওয়া হলো

সার (খাদ্য)

পেট্রোকেমিক্যাল তেল ও গ্যাস থেকে তৈরি হয় এবং উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলো এগুলো বিপুল পরিমাণে উৎপাদন করে ও রপ্তানি করে।

এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি পণ্য হলো সার, যা বৈশ্বিক কৃষি উৎপাদনের জন্য অপরিহার্য।

জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সার-যেমন ইউরিয়া, পটাশ, অ্যামোনিয়া ও ফসফেট-সাধারণত হরমুজ প্রণালি দিয়ে পরিবাহিত হয়।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার তথ্য বলছে, সংঘাত শুরুর পর থেকে এই জলপথ দিয়ে সার সংশ্লিষ্ট পণ্যের রপ্তানি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে।

বিশ্লেষকরা সতর্ক করেছেন, মার্চ ও এপ্রিল উত্তর গোলার্ধে বপন মৌসুম হওয়ায় এই সময়ে সারের ঘাটতি কৃষি উৎপাদনে বড় ধরনের ক্ষতি করতে পারে। এখন কম সার ব্যবহার করলে বছরের পরের দিকে ফলন কমে যাবে।

কিল ইনস্টিটিউটের গবেষকদের মতে,ও স্বল্প সময়ের জন্য প্রণালি বন্ধ থাকলেও পুরো একটি চাষাবাদ মৌসুম ব্যাহত হতে পারে, যার প্রভাব দীর্ঘমেয়াদে খাদ্য নিরাপত্তার ওপর পড়বে।

তাদের গবেষণা অনুযায়ী, হরমুজ প্রণালী পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেলে বৈশ্বিক গমের দাম ৪.২ শতাংশ এবং ফল ও সবজির দাম ৫.২ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে।

এছাড়া খাদ্যের দামের সর্বাধিক প্রভাব পড়তে পারে জাম্বিয়া (৩১ শতাংশ), শ্রীলঙ্কা (১৫ শতাংশ), তাইওয়ান (১২ শতাংশ) এবং পাকিস্তানে (১১ শতাংশ)।

রাশিয়া সাধারণত বৈশ্বিক সার রপ্তানির প্রায় এক-পঞ্চমাংশ সরবরাহ করে এবং বিশ্লেষকদের মতে, তারা এই ঘাটতি পূরণে উৎপাদন বাড়াতে পারে। ভ্লাদিমির পুতিনের বিশেষ দূত কিরিল দিমিত্রিয়েভ বলেন, সারসহ বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনে রাশিয়াও ভালো অবস্থানে রয়েছে।

হিলিয়াম (মাইক্রোচিপ)

বিশ্বব্যাপী হিলিয়াম গ্যাসের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সরবরাহ কাতার থেকে আসে এবং তা হরমুজ প্রণালি দিয়ে পরিবাহিত হয়।

এটি প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনের একটি উপজাত এবং সেমিকন্ডাক্টর ওয়েফার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়, যা পরে কম্পিউটার, যানবাহন ও গৃহস্থালী যন্ত্রপাতিতে ব্যবহৃত মাইক্রোচিপে রূপান্তরিত হয়।

হিলিয়াম হাসপাতালের এমআরআই স্ক্যানারের চুম্বক ঠান্ডা রাখতেও ব্যবহৃত হয়।

ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার পর কাতারের বিশাল রাস লাফান প্ল্যান্ট উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে।

কাতার সরকার জানিয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো মেরামত করতে তিন থেকে পাঁচ বছর সময় লাগতে পারে, যা সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন সতর্ক করেছিল, হিলিয়ামের সরবরাহ ব্যাহত হলে দাম বাড়তে পারে।

বিশ্লেষকদের মতে, এই সংকটের ফলে স্মার্টফোন থেকে শুরু করে ডেটা সেন্টার পর্যন্ত নানা আধুনিক প্রযুক্তির দাম বাড়তে পারে।

কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনস-এর বিশেষজ্ঞ প্রশান্ত যাদব সতর্ক করেছেন, দীর্ঘমেয়াদি হিলিয়াম সংকটে এমআরআইয়ের খরচও বেড়ে যেতে পারে।

তিনি বলেন,ও একটি এমআরআই মেশিন চালাতে ১,৫০০ থেকে ২,০০০ লিটার হিলিয়াম লাগে। প্রতিবার স্ক্যান করার সময় এর কিছু অংশ বাষ্প হয়ে যায়।

তিনি আরও বলেন,ও মানুষ মনে করে হিলিয়ামের প্রধান ব্যবহার ডেটা সেন্টার বা এআই-তে, কিন্তু এমআরআই এবং অন্যান্য চিকিৎসা ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব ভুলে গেলে চলবে না।

পেট্রোকেমিক্যাল ডেরিভেটিভ (ওষুধ)

মিথানল ও ইথিলিনের মতো পেট্রোকেমিক্যাল থেকে উৎপন্ন উপাদানগুলো ওষুধ তৈরিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো ব্যথানাশক, অ্যান্টিবায়োটিক ও ভ্যাকসিন উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

সৌদি আরব, কাতার, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত ও বাহরাইন নিয়ে গঠিত উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদের দেশগুলো বৈশ্বিক পেট্রোকেমিক্যাল উৎপাদনের প্রায় ছয় শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে।

এই দেশগুলো মূলত হরমুজ প্রণালির মাধ্যমে এসব রাসায়নিক রপ্তানি করে, যার প্রায় অর্ধেক যায় এশিয়ায়।

ভারত বিশ্বের মোট জেনেরিক ওষুধ রপ্তানির প্রায় এক-পঞ্চমাংশ উৎপাদন করে, যার অনেকটাই যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে যায়।

এই ওষুধগুলোর বড় অংশ সাধারণত দুবাইসহ উপসাগরীয় বিমানবন্দর দিয়ে পরিবাহিত হয়, যা সংঘাতের কারণে মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। ফলে বিশ্লেষকদের মতে, সাধারণ মানুষের জন্য ওষুধের দাম বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

সালফার (ধাতু/ব্যাটারি)

সালফারও তেল ও গ্যাস প্রক্রিয়াজাতকরণের একটি উপজাত এবং উপসাগরীয় অঞ্চলে এটি ব্যাপকভাবে উৎপাদিত হয়।

বিশ্বের সমুদ্রপথে পরিবাহিত সালফারের প্রায় অর্ধেকই হরমুজ প্রণালি দিয়ে যায়।

এর প্রধান ব্যবহার সার তৈরিতে হলেও, এটি ধাতু প্রক্রিয়াজাতকরণেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সালফার থেকে সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি হয়, যা তামা, কোবাল্ট ও নিকেল প্রক্রিয়াজাত করতে এবং লিথিয়াম উত্তোলনে ব্যবহৃত হয়।

এই ধাতুগুলো ব্যাটারি তৈরিতে প্রয়োজন হয়, যা গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক যানবাহন এবং সামরিক সরঞ্জাম যেমন ড্রোনে ব্যবহৃত হয়।

বিশ্লেষকদের মতে, সালফারের সরবরাহ ব্যাহত হলে ব্যাটারি-নির্ভর পণ্যের দাম বাড়তে পারে।

একদিকে ট্রাম্পের মুখে আলোচনার

৫ পৃষ্ঠার পর

কারখানা ও জ্বালানি কেন্দ্রগুলোতে আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসরায়েল। তিনি আরও জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ আবাসিক এলাকা ও বেসামরিক জায়গায় হামলার মাত্রা ক্রমশ বাড়ানো হচ্ছে। অন্যদিকে ইরানও পাল্টা হামলার হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছে। ফলে সংঘাত আগামী দিনে আরও ভয়াবহ চেহারা নিতে পারে বলে সতর্ক করেন এলমাসরি। তার আশঙ্কা,ও চুক্তির দিকে এগোনোর বদলে আমরা সম্ভবত আরও বড় কোনো সংঘাতের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি।

এই বিশ্লেষণ আরও বলেন,ও আমেরিকার ১৫ দফা প্রস্তাবটি যদি দেখেন, সেটি আদতে একটি আত্মসমর্পণের দলিলের মতো। অন্যদিকে রয়েছে ইরানের ৫ দফার প্রস্তাব। এই দুটি প্রস্তাব দেখলেই স্পষ্ট হয়ে যায়, দুই শিবিরের অবস্থান পরস্পর থেকে ঠিক কতটা দূরে।

দ্বিতীয় পদ্মা সেতু ও যমুনা সেতু

৫ পৃষ্ঠার পর

বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে সেতু বিভাগ।

সেতু বিভাগের সচিব মোহাম্মদ আবদুর রউফ বলেন, যমুনা সেতুর সংযোগ সড়কগুলো ছয় লেনে উন্নীত হওয়ায়, "সড়কে দ্রুত গতিতে যানবাহন চলাচলের পর সেতুর সংকীর্ণতার কারণে, হঠাৎ করেই সেতুর কাছে যেয়ে স্লো হয়ে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে দ্বিতীয় যমুনা সেতু নির্মাণ কোথায় করা যায়, দৈর্ঘ্য কেমন হবে এবং কত টাকা ব্যয় হবে, সে বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে।চ

স্থান চূড়ান্ত হওয়ার পর ব্যয় প্রাক্কলন করে নির্ধারণ করা হবে যে, সেতুটি সম্পূর্ণ সরকারি তহবিলে নির্মিত হবে, নাকি বিদেশি অর্থায়ন বা পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) মডেলে হবে।

সচিব আরও বলেন, "দ্বিতীয় পদ্মা সেতু নির্মাণ সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার এবং এই সেতু নির্মাণ বিষয়ে এই সেতু নির্মাণ বিষয়ে প্রাইমারি স্টাডি (সমীক্ষা) শুরু হয়েছে। যদিও আগের একটি স্টাডি রয়েছে, তবুও এখন নতুন করে স্টাডি করতে হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে এ সেতু নির্মাণে পাটুরিয়া-গোয়ালন্দ ও আরিচা-নগরবাড়ি নির্ধারিত থাকলেও-স্টাডি সম্পন্ন হওয়ার পর এটি চূড়ান্ত করা হবে। স্টাডি করার পর বোঝা যাবে, কোথায় করলে সেতুটি লাভজনক হবে।চ

যমুনা ও পদ্মা সেতু

বৈঠকে সেতু বিভাগ জানায়, বর্তমানে যমুনা সেতুর দুই পাশে দুই লেনের সার্ভিস সড়কসহ মোট ছয় লেনে উন্নীতকরণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। কিন্তু, যমুনা সেতু সংকীর্ণ বা চার লেনের হওয়ায় বিভিন্ন সময়ে যানজট হচ্ছে। এই যানজট নিরসনে যমুনা নদীর উপর বিকল্প আরেকটি সেতু নির্মাণ প্রয়োজন বলে মনে করে সেতু বিভাগ, যা ২০৩৩ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করতে আগ্রহী তারা।

তিনটি সম্ভাব্য রুটে ইতোমধ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলছে। এর মধ্যে রয়েছে বগুড়া থেকে জামালপুর পর্যন্ত যমুনা নদী অতিক্রমকারী রুট, গাইবান্ধার বালাসী ঘাট থেকে জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ ঘাট, অথবা অন্য কোনো উপযুক্ত করিডোর।

দ্বিতীয় পদ্মা সেতু প্রসঙ্গে বিভাগ জানায়, তাদের মাস্টারপ্ল্যান অনুযায়ী ২০৩২ সালের মধ্যে পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া সংযোগ সম্পন্ন করার লক্ষ্য রয়েছে। প্রায় ৪ দশমিক ৯ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রস্তাবিত সেতুটি পাটুরিয়া ও গোয়ালন্দকে যুক্ত করবে এবং জাতীয় মহাসড়ক এন৫ ও এন৭-এর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবে।

সেতুটি নির্মিত হলে রাজধানী থেকে দেশের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে। পাশাপাশি দেশের প্রধান স্থলবন্দর বেনাপোল ও দর্শনা এবং সমুদ্রবন্দর মোংলার সঙ্গে সংযোগ আরও সহজতর হবে।

এক্সপ্রেসওয়ে

কর্মকর্তারা জানান, ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে প্রতিদিন ৩০ হাজারের বেশি যানবাহন চলাচল করে এবং যানবাহনের চাপ ক্রমাগত বাড়ছে। ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণে এক্সপ্রেসওয়েটিকে "অত্যন্ত জরুরিচ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

বৈঠকে ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে সেতু বিভাগ বলেছে, এটি নির্মিত হলে দ্রুতগতিতে যান চলাচল সম্ভব হবে এবং যাত্রার সময় অনেক কমবে। এতে ব্যবসা, পণ্য পরিবহন ও বাণিজ্যে গতিশীলতা বাড়বে এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গতিশীল হবে। এক্সপ্রেসওয়েকে চট্টগ্রাম বন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ স্থলপথের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করা হলে লজিস্টিক ব্যবস্থা আরও কার্যকর হবে।

এক্সপ্রেসওয়েটির নির্মাণ প্রসঙ্গে সেতু বিভাগের সচিব আবদুর রউফ বলেন, এটি দেশের অর্থনীতির লাইফলাইন। যদিও সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ বিদ্যমান সড়কটি ছয় লেনে উন্নীত করার পরিকল্পনা করছে, তবে সেতু বিভাগ দ্রুতগতির যানচলাচল নিশ্চিত করতে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের পরিকল্পনা করছে। সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করেই এটি চূড়ান্ত করা হবে।

তিনি বলেন, আমদানি-রপ্তানি ও পণ্য পরিবহনে গতিময় যোগাযোগ ব্যবস্থা দরকার, যা ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের মাধ্যমে নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এই এক্সপ্রেসওয়ে দেশের পূর্ব-পশ্চিমকে যাতে যুক্ত করতে পারে, সেজন্য আউটার রিং সার্কুলারের মাধ্যমে মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গে যুক্ত করা হবে।

৫ অগ্রাধিকার

সেতু বিভাগের মতে, যমুনা ও পদ্মা নদীর ওপর দ্বিতীয় সেতু নির্মাণ হলে আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সহজতর হবে। ইতোমধ্যে পদ্মা সেতু এশিয়ান হাইওয়ে-১ এর সঙ্গে এবং যমুনা সেতু এশিয়ান হাইওয়ে-২ এবং এএইচ৪১-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য পাঁচটি খাতকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা তুলে ধরেছে সেতু বিভাগ। যার মধ্যে রয়েছে বৃহৎ সেতু, টানেল ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ ও সম্প্রসারণ, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো নির্মাণ।

এছাড়া সেতু, টানেল, এক্সপ্রেসওয়ে ও অন্যান্য স্থাপনা রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও আধুনিকায়ন করা; এপ্রোচ রোড (সংযোগ সড়ক) নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং এবং বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনকে অগ্রাধিকার দেবে সেতু বিভাগ।

বর্তমানে সেতু বিভাগের আওতায় চলমান ও গৃহিতব্য প্রকল্পের সংখ্যা ৫৭টি, যা বাস্তবায়ন করতে সম্ভাব্য ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ১২ লাখ ৯৬ হাজার ৫৭৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে চলমান প্রকল্পে ব্যয় হবে ৩৬ হাজার ৬৪৮ কোটি টাকা এবং ভবিষ্যতে লাগবে ১২ লাখ ৫৯ হাজার ৯২৫ কোটি টাকা।

সেতু বিভাগের চলমান প্রকল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প, ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্প, পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প, পায়রা সেতু নির্মাণ প্রকল্প এবং মেঘনা-ধনগোদা নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প।

ইরানে সরকার পরিবর্তনের

৬ পৃষ্ঠার পর

নিয়ে অতিরিক্ত আশাবাদী মন্তব্য করার জন্য তিনি নেতানিয়াহুকে তিরস্কার করেন বলে জানিয়েছে অ্যাক্সিওস। প্রতিবেদনে বলা হয়, ইরানে সরকার পরিবর্তনের সম্ভাবনা নিয়ে নেতানিয়াহুর বক্তব্যের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছেন ভ্যান্স। এক মার্কিন কর্মকর্তা অ্যাক্সিওসকে বলেন, যুদ্ধ শুরুর আগে নেতানিয়াহু প্রেসিডেন্টকে ইরানে সরকার পরিবর্তনের বিষয়টি খুব সহজ বলে আশ্বস্ত করেছিলেন। তিনি ইরানে সরকার পরিবর্তনের বিষয়ে বাস্তবতার চেয়ে অনেক বেশি বাড়িয়ে বলেছিলেন।

ফোনালাপের পর এক মার্কিন কর্মকর্তা দাবি করেন, ইসরায়েল ভ্যান্সের ভূমিকা খাটো করে দেখানোর চেষ্টা করছে। ইরানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি আলোচনায় ভ্যান্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। এ আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্রের আলোচক স্টিভ উইটকফ ও জ্যারেড কুশনারের সঙ্গে তিনিও অংশ নিচ্ছেন। মার্কিন ওই কর্মকর্তা আরও অভিযোগ করেন, ইরান ভ্যান্সের সঙ্গে আলোচনা করতে আগ্রহী-এমন খবর ছড়ানোর পেছনেও ইসরায়েলের ভূমিকা থাকতে পারে। এক মার্কিন কর্মকর্তা অ্যাক্সিওসকে বলেছেন,ও হতে পারে এটি জেডি ভ্যান্সের বিরুদ্ধে একটি ইসরায়েলি অপপ্রচার।

তবে এ ধরনের কোনো তৎপরতার প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে অ্যাক্সিওস।

আরেক মার্কিন কর্মকর্তার বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, ইরানের সঙ্গে চুক্তিতে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ভ্যান্সই সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ব্যক্তি। তিনি বলেন, ইরান যদি ভ্যান্সের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছাতে না পারে, তাহলে আর কোনো চুক্তিই সম্ভব হবে না।

যুক্তরাষ্ট্র 'শিগগিরই' ইরান থেকে

৬ পৃষ্ঠার পর

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও আরও কিছু সময় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন। ভ্যান্স বলেন,ও প্রেসিডেন্ট আরও কিছু সময় এটি চালিয়ে যাবেন, যাতে আমরা একবার চলে যাওয়ার পর খুব, খুব দীর্ঘ সময় ধরে আর এটি করতে না হয়। তাদের [ইরান সরকার] খুব দীর্ঘ সময়ের জন্য অকার্যকর করে দিতে হবে, আর সেটাই আমাদের উদ্দেশ্য। ভ্যান্স স্বীকার করেন, এই সংঘাতের কারণে গ্যাসের দাম বেড়েছে। তবে তিনি বলেন, শিগগিরই তা কমে আসবে।ও এটি আসলে একটি স্বল্পমেয়াদি সংঘাতের জন্য খুবই সাময়িক প্রতিক্রিয়া, বলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট।

তিনি আরও বলেন,ও আমি মনে করি, প্রেসিডেন্ট এ বিষয়ে খুবই স্পষ্ট ছিলেন: আমরা এক বছর বা দুই বছর পরে ইরানে থাকতে আগ্রহী নই। আমরা আমাদের কাজ শেষ করছি, শিগগিরই সেখান থেকে বেরিয়ে আসব এবং গ্যাসের দাম আবার কমে আসবে।

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি

- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শটসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-350-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

যুক্তরাষ্ট্রের আশা, কয়েক মাস নয়,

৬ পৃষ্ঠার পর

আমরা সে ব্যাপারে আশাবাদী। পরবর্তীতে ট্রাম্প দাবি করেন, আলোচনায় জড়িত না থাকার বিষয়ে ভুল বক্তব্য দেওয়ার ক্ষতিপূরণ হিসেবে ইরান যুক্তরাষ্ট্রে ১০টি তেলবাহী জাহাজ পাঠিয়েছে।

লেবাননের রাজধানী বৈরুতে ভোরের আগে ইসরায়েলি হামলায় দুইজন নিহত হয়েছে বলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। একই সময়ে ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চলতে থাকে।

ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ বলেন, সতর্কতা সত্ত্বেও হামলা অব্যাহত রয়েছে। তাই ইরানে হামলা আরও বাড়ানো হবে এবং এমন সব লক্ষ্যবস্তুতে বিস্তৃত করা হবে, যা ইসরায়েলি নাগরিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তৈরিতে সহায়তা করে।

শুক্রবার ইসরায়েলের সর্বশেষ হামলায় ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলো লক্ষ্যবস্তু করা হয়। ধারণা করা হচ্ছে, হোয়াইট হাউস থেকে হামলা কমানোর চাপ আসার আগেই কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার চেষ্টা চলছে।

এই যুদ্ধের কারণে বিশ্ববাজারে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে এবং এর অর্থনৈতিক প্রভাব মধ্যপ্রাচ্যের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। এর বড় কারণ হলো হরমুজ প্রণালিতে ইরানের নিয়ন্ত্রণ, যেখান দিয়ে বিশ্বের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ তেল পরিবহন হয়।

ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) জানায়, তারা প্রণালি দিয়ে যেতে চাওয়া তিনটি জাহাজ ফিরিয়ে দিয়েছে। তারা আরও জানায়, ইসরায়েল-আমেরিকার মিত্র ও সমর্থকদের বন্দর থেকে যাওয়া বা আসা করা সব জাহাজের চলাচল নিষিদ্ধ করেছে।

আইআরজিসি জানায়, দুর্নীতিগ্রস্ত মার্কিন প্রেসিডেন্টের মিথ্যা বক্তব্যের পর, আজ সকালে বিভিন্ন দেশের তিনটি কনটেইনার জাহাজ সতর্কবার্তা দিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রুবিও বলেন, হরমুজ প্রণালি খোলা রাখা যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক লক্ষ্য অর্জনের পরও একটি তাৎক্ষণিক চ্যালেঞ্জ হয়ে থাকবে। তিনি বলেন, ইরান এখানে টোল বসানোর চেষ্টা করতে পারে, যা বহু দেশের জন্য অর্থনৈতিক ক্ষতি ডেকে আনবে।

তিনি বলেন, এটি শুধু অবৈধ নয়, অগ্রহণযোগ্যও। বিশ্বকে এ বিষয়ে একটি পরিকল্পনা করতে হবে।

রুবিও জানান, প্রণালি পুনরায় চালু করার প্রচেষ্টায় যুক্তরাজ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, যদিও ট্রাম্প ব্রিটিশ বিমানবাহী রণতরীগুলোকে খেলনা বলে মন্তব্য করেছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্র হাজার হাজার মেরিন ও এলিট সেনা মোতায়েন করেছে। ধারণা করা হচ্ছে, প্রণালি পুনরায় চালু করতে প্রয়োজনে সামরিক অভিযান চালানো হতে পারে, যেমন উপসাগরের কোনো দ্বীপ বা ইরানের প্রধান তেল রপ্তানি কেন্দ্র খার্গ দ্বীপ দখল করা।

শুক্রবার ইরানের অন্যতম ভাইস প্রেসিডেন্ট ইসমাইল সাগাব এসফাহানি হুঁশিয়ারি দেন, স্থল হামলা চালানো হলে সৌদি আরবের ইয়ানবু বন্দর এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের ফুজাইরাহ তেল স্থাপনায় হামলা চালানো হবে। তিনি বলেন, ইরানের মাটিতে পা রাখলেই তেলের দাম ১৫০ ডলার ছাড়িয়ে যাবে।

ট্রাম্প আরও হুমকি দিয়েছেন, ৬ এপ্রিলের মধ্যে যদি ইরান প্রণালিতে অবাধ চলাচল নিশ্চিত না করে, তাহলে তিনি ইরানের জ্বালানি স্থাপনাগুলো ধ্বংসের নির্দেশ দেবেন।

শুক্রবার ইসরায়েল ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা চালায়, যার মধ্যে ভারী পানি উৎপাদন কেন্দ্র এবং ইউরেনিয়াম প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্ট রয়েছে।

ইরানের পরমাণু শক্তি সংস্থা জানায়, আরাকের শাহিদ খোন্দাব ভারী পানি কমপ্লেক্স এবং ইয়াজদ প্রদেশের আরদাকান প্ল্যান্ট লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। তবে এতে কোনো হতাহত হয়নি এবং দূষণের ঝুঁকিও নেই।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের অন্যান্য হামলায় ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ভাণ্ডার ও লঞ্চারগুলো লক্ষ্য করা হয়েছে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে, তেহরানের অন্তঃস্থলে অস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্রেও হামলা চালানো হয়েছে।

রয়টার্স জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী, ইরানের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস হয়েছে। ড্রোন সক্ষমতার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। তবে ইরানের হামলা অব্যাহত রয়েছে, প্রতিদিন ১০ থেকে ২০টি ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে ছোড়া হচ্ছে।

শুক্রবার ইরানের হামলা সৌদি রাজধানী রিয়াদ ও কুয়েতের দুটি বড় বন্দরে আঘাত হানে।

সংঘাতে প্রাণহানি বাড়ছেই। ইসরায়েলে ১৯ জন নিহত হয়েছে, লেবাননে চারজন ইসরায়েলি সেনা নিহত হয়েছে। ১৩ জন মার্কিন সেনাসহ বহু বেসামরিক মানুষও নিহত হয়েছে।

ইরানে এক হাজার ৯০০ জনের বেশি নিহত এবং অন্তত ২০ হাজার জন আহত হয়েছে বলে আন্তর্জাতিক রেডক্রস জানিয়েছে।

লেবাননে ইসরায়েলি অভিযানে দেশের এক-পঞ্চমাংশ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে এবং প্রায় এক হাজার ১০০ জন নিহত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল বলছে, তাদের লক্ষ্য হলো ইরান যেন আর কখনো ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র, পারমাণবিক কর্মসূচি বা হিজবুল্লাহর মতো মিত্রদের মাধ্যমে হুমকি দিতে না পারে।

তবে শাসন পরিবর্তন-এর লক্ষ্য এখন আর জোর দিয়ে বলা হচ্ছে না।

এদিকে এসিএলইডি-এর তথ্য অনুযায়ী, যুদ্ধ শুরুর পর ইরানে ৮৫০টির বেশি সরকারপন্থী বিক্ষোভ হয়েছে, যা ইঙ্গিত দেয় যে বড় ক্ষয়ক্ষতির পরও সরকার জনসমর্থন সংগঠিত করতে পারছে।

মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পাকিস্তান বা তুরস্কের মাধ্যমে যোগাযোগের অবস্থা এখনও অস্পষ্ট।

রুবিও জানান, যুক্তরাষ্ট্রের ১৫ দফা প্রস্তাবের জবাবে ইরান সরাসরি উত্তর না দিয়ে বার্তা পাঠিয়েছে।

এই প্রস্তাবে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি ভেঙে দেওয়া, ক্ষেপণাস্ত্র উন্নয়ন বন্ধ করা এবং হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তরের মতো শর্ত রয়েছে।

একজন ইরানি কর্মকর্তা বলেন, এই প্রস্তাব শুধু যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের স্বার্থ রক্ষা করবে। তবে কূটনীতি শেষ হয়ে যায়নি।

ট্রাম্প দাবি করেছেন, ভুয়া সংবাদমাধ্যমের বিপরীত বক্তব্য সত্ত্বেও আলোচনা চলছে এবং ভালোভাবেই এগোচ্ছে।

জি৭ দেশগুলো হরমুজ প্রণালিতে অবাধ ও টোলমুক্ত নৌ চলাচল নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে এবং বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলা বন্ধের দাবি জানিয়েছে।

যুক্তরাজ্যের এক কর্মকর্তা বলেন, যৌথ বিবৃতিটিতে খুব বেশি কিছু বলা হয়নি, তবে অন্তত একটি বিবৃতি তো পাওয়া গেছে।

ট্রাম্প ন্যাটোর সমালোচনা করে বলেন, তারা এই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রকে সাহায্য না করে বড় ভুল করছে।

মার্কিন গণমাধ্যম জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ইরানে মাইন বসাতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এগুলো যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি গেটর অ্যান্টি-ট্যাংক মাইন।

‘নো কিংস’ বিক্ষোভ: ইরানে হামলার

৬ পৃষ্ঠার পর

হয়। ট্রাম্প একটি কাল্পনিক ছবিও শেয়ার করেছিলেন। সেখানে তাকে কিং ট্রাম্প লেখা একটি যুদ্ধবিমান চালাতে দেখা যায় এবং সেটি থেকে বিক্ষোভকারীদের ওপর বর্জ্য ফেলতে দেখা যায়।

ট্রাম্প গত অক্টোবরের গণবিক্ষোভকে মজা বলে উল্লেখ করেছিলেন এবং বলেছিলেন এগুলো খুব ছোট, খুবই অকার্যকর। যারা এতে অংশ নিয়েছিলেন, তাদের পাগল বলেও মন্তব্য করেছিলেন তিনি।

ইরানে কয়েক সপ্তাহের স্থল

৭ পৃষ্ঠার পর

সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, এই সম্ভাব্য স্থল অভিযানটি কোনো পূর্ণাঙ্গ আক্রমণ হবে না। এর পরিবর্তে বিশেষ বাহিনী (স্পেশাল ফোর্সেস) এবং সাধারণ পদাতিক বাহিনীর মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে ঝটিকা অভিযান বা রেইড চালানো হতে পারে।

ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প পেন্টাগনের এই পরিকল্পনার কতটুকু অনুমোদন দেবেন বা আদৌ দেবেন কি না, সে বিষয়টি এখনো স্পষ্ট নয়।

এদিকে, ইরান যুদ্ধ শুরুর এক মাস পর নতুন সামরিক পদক্ষেপের অংশ হিসেবে হাজার হাজার মার্কিন নৌ ও মেরিন সেনা মধ্যপ্রাচ্যে পৌঁছেছেন। শনিবার মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের এই মোতায়েন কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

এ তথ্য নিশ্চিত করেছে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম)। তবে সেনারা সুনির্দিষ্টভাবে কোথায় অবস্থান নেবেন, সে বিষয়ে কোনো বিস্তারিত জানানো হয়নি।

সেন্টকম আরও জানায়, মার্কিন যুদ্ধজাহাজ ইউএসএস ত্রিপোলি তার দায়িত্বের এলাকায় পৌঁছেছে। যদিও জাহাজটির নির্দিষ্ট অবস্থান প্রকাশ করা হয়নি।

এ ছাড়া, ৮২তম মার্কিন এয়ারবর্ন ডিভিশনের প্যারাট্রুপারদেরও প্রস্তুত রাখা হয়েছে বলে ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের ‘র’ ও

৭ পৃষ্ঠার পর

প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২৫ সালে ভারতে ধর্ম পালনের স্বাধীনতা আগের তুলনায় আরও কমে যায়। দেশটির সরকার সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় ও তাদের উপাসনালয়গুলোকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নতুন আইন চালু করে।

এতে আরও বলা হয়, ‘বেশ কয়েকটি রাজ্যে ধর্মান্তর-বিরোধী আইন চালু অথবা বিদ্যমান আইনকে আরও কঠোর করা হয়েছে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ধর্মীয় শরণার্থীদের গণহারে ধরপাকড় ও অবৈধভাবে বহিষ্কার করেছে এবং সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে “উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিদের” হামলার ঘটনায় নির্বিকার থেকেছে।’

ইউএসসিআরএফে সুপারিশ করা হয়, মার্কিন সরকার যেন এ বিষয়টির আলোকে ভারতকে ‘উদ্বেগজনক দেশ’ (সিপিসি) আখ্যা দেয়। কারণ হিসেবে ‘নিয়মতান্ত্রিকভাবে ধর্ম পালনের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করা ও সয়ে নেওয়ার’ কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশ নিয়ে উদ্বেগ

ইউএসসিআরএফের প্রতিবেদনে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে গ্রেপ্তার, উপাসনালয়ে হামলা, সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের সার্বিক মানবিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

প্রতিবেদনে বেশ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ দেওয়া হয়, যেখানে ‘ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার’ অভিযোগে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার বা নির্যাতন করা হয়েছে।

গত বছর ফেব্রুয়ারিতে সরকারের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কবি সোহেল হাসান গালিবকে ‘ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত’ দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। এর পরের মাসে সনাতন ধর্মাবলম্বী অপর একজনকে একই ধরনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তীতে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে তাকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

গত বছর অক্টোবরে পবিত্র কুরআন অবমাননার দায়ে এক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করা হয়। সামাজিক মাধ্যমের এক ভিডিওতে তার বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ আনা হয়ও। ভিডিওটি ভাইরাল হলে ‘উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিরা’ তার বাড়ি ঘিরে রাখে।

গত নভেম্বরে পুলিশ ধর্ম অবমাননা ও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার অভিযোগে এক বাউল গায়ককে গানের আসর থেকে গ্রেপ্তার করে।

গত ডিসেম্বরে এক সনাতন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি ‘উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিদের’ হাতে নিগৃহীত হন। তার বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননা ও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার গুজব ছড়িয়ে পড়লে উচ্ছৃঙ্খল মানুষ তাকে গাছে বেঁধে আগুন ধরিয়ে দেয়।

প্রতিবেদনে ধর্মীয় সংগঠনে হামলা চালানোর কথাও উল্লেখ করা হয়।

গত নভেম্বরে ঢাকার দুই ক্যাথলিক গির্জা ও একটি ক্যাথোলিক স্কুলে ককটেল হামলার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটক করে বলেও প্রতিবেদনটিতে উল্লেখ করা হয়।

হরমুজ প্রণালিকে ‘স্ট্রেইট অব ট্রাম্প’

৭ পৃষ্ঠার পর

বিবেচনা করছেন। এর আগে, গত অক্টোবরে ট্রাম্প তার নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ওয়াশিংটনের জন এফ কেনেডি সেন্টার ফর দ্য পারফর্মিং আর্টসকে মজা করে নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়ে উল্লেখ করেছিলেন।

পোস্টে ট্রাম্প লিখেছিলেন, ‘নতুন ট্রাম্প কেনেডি-ওহ, বলতে চাচ্ছি কেনেডি সেন্টার।’

দুই মাস পরই ডিসেম্বরে হোয়াইট হাউস জানায়, কেনেডি সেন্টার বোর্ড তাদের নাম পরিবর্তন করে ‘ট্রাম্প-কেনেডি সেন্টার’ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়া ট্রাম্প মেক্সিকো উপসাগরের নাম পরিবর্তন করে ‘গালফ অব আমেরিকা’ রাখারও প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ইরান যুদ্ধের এক মাস পার হওয়ার এই সময়ে সংঘাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে হরমুজ প্রণালি। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যৌথ হামলা চালিয়ে ইরানের সামরিক শক্তি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়ার দাবি জানালেও তেহরান কার্যত এখনো প্রণালিটি অবরুদ্ধ করে রেখেছে।

বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথ দিয়ে প্রতিদিন প্রায় ২ কোটি ব্যারেল তেল পরিবহন হয়। প্রণালিটি অবরুদ্ধ থাকায় বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহ ও দামে বড় ধরনের অস্থিরতা তৈরি হয়েছে।

যদিও ট্রাম্প যুদ্ধের সমাধান হিসেবে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতার সঙ্গে যৌথভাবে প্রণালিটির নিয়ন্ত্রণ নিতে পারেন-এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন।

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার দাবি অস্বীকার করেছে তেহরান।

গ্রিস যাওয়ার পথে সাগরে সুনামগঞ্জের

৯ পৃষ্ঠার পর

ভাসতে থাকায় যাত্রীরা দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েন। প্রতিকূল আবহাওয়া, খাদ্য ও পানির সংকটে ২২ যাত্রী মারা যান।

নিহতদের মধ্যে চার বাংলাদেশির পরিচয় জানা গেছে। তারা সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার বাসিন্দা। তারা হলেন- নুরুজ্জামান সরদার ময়না (৩০), সাজিদুর রহমান (২৮), শাহান মিয়া (২৫) ও মুজিবুর রহমান (৩৮)।

নিহত ময়নার মামা উমেদ আলী জানান, ওই নৌকায় থাকা একজন আমাকে ফোন করে ময়নার মৃত্যুর খবর জানিয়েছেন। ময়না ছাড়াও দিরাইয়ের আরও তিনজনসহ বেশ কয়েকজন বাংলেদেশি মারা গেছেন বলে ফোনে জানানো হয়েছে।

তিনি বলেন, দিরাই উপজেলার তারাপাশা গ্রামের মুজিবুর রহমান নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে জনপ্রতি প্রায় ১২ লাখ টাকায় চুক্তি করে ময়নাসহ নিহত অপর তিনজন লিবিয়া হয়ে গ্রিসে যাওয়ার উদ্যোগ নেন। চুক্তি অনুযায়ী বড় ও নিরাপদ নৌকায় করে যাত্রার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তাদের ছোট নৌকায় তুলে দেওয়া হয়।

এ ব্যাপারে দিরাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সনজীব সরকার বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও স্থানীয় সাংবাদিকদের কাছ থেকে আমিও খবরটি শুনেছি। বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনি খোঁজখবর নিচ্ছেন বলেও জানিয়েছেন।

প্রকৃত কৃষককে চিহ্নিত করে সহায়তা

৮ পৃষ্ঠার পর

উর রশিদ বলেছেন, কৃষক কার্ড চালুর মাধ্যমে প্রকৃত কৃষককে চিহ্নিত করে সহায়তা দেবে সরকার। কৃষি ঋণ, সার, বীজ ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদানে কৃষক কার্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। শনিবার রাজধানীর খামারবাড়িস্থ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট প্রাক্কলন সংক্রান্ত এক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। কৃষি সচিব রফিকুল ই মোহামেদের সভাপতিত্বে সভায় কৃষি মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী বলেন, কৃষক কার্ড কৃষিখাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করবে। এ কার্ডের ব্যবহার করে কৃষক সরকারি বিভিন্ন কৃষি সহায়তা পাবেন। পাশাপাশি কৃষি উৎপাদন ও একটি ডাটাবেজের আওতায় আসবে। ফলে ফসলের অপচয় হ্রাস পাবে। সভায় কৃষক কার্ড, খাল খনন, বৃক্ষরোপণসহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের ১৮০ দিনের কর্মসূচি বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। কৃষক কার্ড বাস্তবায়নের প্রি-পাইলটিং কার্যক্রমের ডাটা সংগ্রহ ও ব্যাংক হিসাব খোলার কার্যক্রম ২৯ মার্চ পর্যন্ত চলবে। আগামী পহেলা বৈশাখ অর্থাৎ ১৪ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান কৃষক কার্ড বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন।

‘জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক’

৮ পৃষ্ঠার পর

সংবিধানের এই অনুচ্ছেদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্য রাত শেষে অর্থাৎ, ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন বলে বলা আছে।

এই পোস্টের মন্তব্যের ঘরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ, ‘আবেগ দিয়ে রাষ্ট্র চলে না। রাষ্ট্র চলে সংবিধান দিয়ে’ এই বক্তব্যটি পোস্ট করেছেন।

যে কারণে হরমুজ প্রণালি পুনরায় চালু

৭ পৃষ্ঠার পর

করেছে, যার ফলে এই সংকীর্ণ জলপথটি কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে।

যদিও কিছু জাহাজ কোনোমতে প্রণালিটি পার হতে পারছে, তবুও এটি বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সংকট তৈরি করেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তেল ও গ্যাস সরবরাহ পুনরায় চালু করতে ইরানকে আল্টিমেটাম দিয়েছেন এবং এই প্রচেষ্টায় সহযোগিতার জন্য ন্যাটো মিত্রদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

এই প্রণালি পুনরায় সচল করতে কী ধরনের সামরিক শক্তির প্রয়োজন এবং কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনও এই পদক্ষেপ নেয়নি এ বিষয়ে কথা বলেছেন রয়্যাল অস্ট্রেলিয়ান নেভিতে ২০ বছর দায়িত্ব পালন করা নৌ-বিশেষজ্ঞ জেনিফার পার্কার।

তার মতে, এই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে জাহাজে হামলা ঠেকানো কঠিন হয়ে পড়েছে। পারস্য উপসাগরের উত্তর অংশ, হরমুজ প্রণালি এবং ওমান উপসাগরে ইরানের স্পষ্ট আধিপত্য রয়েছে। ভৌগোলিক সুবিধার কারণে তারা ড্রোনের মতো সস্তা অস্ত্র ব্যবহার করে সহজেই জাহাজগুলোকে লক্ষ্যবস্তু বানাতে পারে। বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করতে বা অন্তত ঝুঁকি কমাতে একটি দ্বি-ধাপ অভিযানের প্রয়োজন।

প্রথম ধাপ হলো জাহাজ লক্ষ্য করে হামলা করার ক্ষমতা ইরান থেকে কেড়ে নেওয়া। এটি দুইভাবে করা সম্ভব:

১. ইরানকে হামলা বন্ধ করতে বাধ্য করা বা রাজি করানো।

২. উপকূলীয় অঞ্চলে ইরানের রাডার সুবিধা, কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল কাঠামো এবং অস্ত্রের বাঙ্কারগুলো ধ্বংস করে তাদের হামলার সক্ষমতা শেষ করা।

তিনি মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্রের বিমান শক্তি, গোয়েন্দা তথ্য এবং নজরদারি করার সক্ষমতা রয়েছে যার মাধ্যমে এসব লক্ষ্যবস্তু চিহ্নিত ও ধ্বংস করা সম্ভব। তবে ইরানের বিপুল সংখ্যক ড্রোন খুঁজে বের করে ধ্বংস করা কঠিন হবে, কারণ এগুলো প্রায় যেকোনো জায়গায় মজুত রাখা যায়। তাই এক্ষেত্রে গোয়েন্দা তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তার মতে, বোমাবর্ষণ অভিযানের মাধ্যমে ঝুঁকি কমানোর পর, দ্বিতীয় ধাপ হলো একটি আশ্বস্তকরণ অভিযান। এর জন্য প্রয়োজন আকাশপথে আগাম সতর্কবার্তা দেওয়া বিমান এবং সামুদ্রিক টহল বিমান, যা কেবল প্রণালি নয় বরং ওমান উপসাগর, পারস্য উপসাগর এবং ইরানের উপকূলরেখায় নজরদারি চালাবে। প্রণালিএবং উপসাগরের আকাশে যুদ্ধবিমান মোতায়েন রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে হামলা মোকাবিলায় হেলিকপ্টার প্রস্তুত রাখতে হবে। আর সাগরে মাঝে মাঝে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন করতে হবে।

তিনি জানান, যদি প্রণালিতে মাইন থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায় বা সন্দেহ করা হয়, তবে পরিস্থিতি আরও জটিল হবে। সেক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রকে দীর্ঘমেয়াদী এবং সময়সাপেক্ষ মাইন অপসারণ অভিযান চালাতে হবে।

তাহলে যুক্তরাষ্ট্র কেন সামরিকভাবে প্রণালীটি সুরক্ষিত করার চেষ্টা করছে না, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, প্রথম ধাপ (ইরানের সক্ষমতা ধ্বংস করা) সম্পন্ন না করে যুক্তরাষ্ট্র কেন সামরিক পদক্ষেপ নিচ্ছে না, তার চারটি মূল কারণ রয়েছে:

১. এতে সামরিক সরঞ্জাম এবং বিমানগুলোকে অন্য লক্ষ্য থেকে সরিয়ে আনতে হবে, যা ট্রাম্পের যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্যগুলো অর্জনে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

২. নৌপথ নিরাপদ করতে কেবল পানি নয়, বরং এর দুই তীরের ভূখণ্ডও সুরক্ষিত করতে হয়। এর জন্য স্থল বাহিনীর প্রয়োজন হতে পারে বা ইরানের উপকূলে অতর্কিত অভিযান চালাতে হতে পারে, যা মার্কিন সামরিক বাহিনীর জন্য অত্যন্ত জটিল এবং ঝুঁকিপূর্ণ।

৩. জাহাজ চলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রচুর সংখ্যক যুদ্ধজাহাজ প্রয়োজন। বাস্তবসম্মতভাবে, প্রতিটি এসকর্ট অপারেশনে একটি বা দুটি যুদ্ধজাহাজ লাগবে। এর চেয়ে বড় বহর হামলার ঝুঁকিতে পড়তে পারে, যদি না যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানের সক্ষমতা নাটকীয়ভাবে কমিয়ে আনতে পারে।

৪. সামরিক বাহিনীকে সুবিধার চেয়ে ঝুঁকির কথা বেশি ভাবতে হচ্ছে। একটি মার্কিন যুদ্ধজাহাজে ২০০-র বেশি ক্রু থাকে। চালকবিহীন যান, ড্রোন এবং ক্রুজ মিসাইল দিয়ে জাহাজ ধ্বংস করার ইরানের যে সক্ষমতা রয়েছে, তাতে উপকূলে ইরানের হুমকি না কমিয়ে কর্মীদের জীবন ঝুঁকির মুখে ফেলা কতটা যুক্তিযুক্ত তা ভাবনার বিষয়।

প্রণালিতে মাইন থাকলে কী হবে এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে। তবে একটি বিষয় হলো-ইরানকে আসলে সশরীরে মাইন পাততে হবে না, তারা যদি কেবল যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যদের বিশ্বাস করাতে পারে যে সেখানে মাইন আছে, তবেই বেসামরিক জাহাজগুলো এই পথ দিয়ে যেতে ভয় পাবে।কখনও কখনও মাইন পানির উপরে ভাসমান থাকে যা দেখা যায়। কিন্তু প্রায়ই এগুলো পানির নিচে লুকানো থাকে। সেগুলো অপসারণ করতে যুক্তরাষ্ট্রকে জাহাজ থেকে ডুবুরি বা রিমোট-কন্ট্রোলড যান পাঠাতে হবে। এটি সপ্তাহ বা মাসব্যাপী সময় নিতে পারে।

তিনি বলেন, আমি মনে করি ইরানের পক্ষে ব্যাপকভাবে মাইন বিছানোর সম্ভাবনা কম। এর দুটি কারণ রয়েছে:

প্রথমত, ইরানের অর্থনীতি পারস্য উপসাগরের খারগ দ্বীপ থেকে হরমুজ প্রণালির মাধ্যমে নিজস্ব তেল পাঠানোর ওপর নির্ভরশীল। প্রণালির বাইরে ইরানের অন্য বন্দর থাকলেও সেগুলো বড় জাহাজের জন্য উপযুক্ত নয়। তাই মাইন পাতলে তাদের নিজেদের বাণিজ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

দ্বিতীয়ত, কিছু রিপোর্টে বলা হয়েছে ইরান অ্যাকোস্টিক মাইন ব্যবহার করেছে, যা জাহাজের শব্দের ওপর ভিত্তি করে বিস্ফোরিত হয়। এই প্রযুক্তি থাকলেও, এটি ইরানি জাহাজ এবং অন্য দেশের জাহাজের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে না। ফলে এটি সবার জন্যই সমান ঝুঁকিপূর্ণ হবে।

ড্রোন হামলার সক্ষমতা নিয়ে কী ভাবছে যুক্তরাষ্ট্র এমন প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, ইরান যুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের ড্রোন ব্যবহার করছে। রিমোট-কন্ট্রোলড এই ড্রোনগুলো বাণিজ্যিক ট্যাঙ্কারে আঘাত হানতে ব্যবহৃত হচ্ছে। মিসাইলের তুলনায় ড্রোন শনাক্ত করা এবং ধ্বংস করা কঠিন, কারণ এগুলো যেকোনো জায়গা থেকে উৎক্ষেপণ করা যায় এবং এর জন্য উন্নত কারখানার প্রয়োজন হয় না। তবে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের উপকূলীয় ড্রোন মজুত এবং উৎক্ষেপণ কেন্দ্রগুলোতে বোমাবর্ষণ করে কিছু হামলা ঠেকাতে পারে।

হতবাক ট্রাম্প, তার শুরু করা যুদ্ধ

৭ পৃষ্ঠার পর

দিচ্ছে না, যা মার্কিন প্রেসিডেন্টকে তেহরানের উদ্দেশ্য নিয়ে দিশাহীন, বিভ্রান্ত অবস্থায় ফেলেছে।

বৃহস্পতিবার নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রাম্প লেখেন, "ইরানি আলোচকরা খুবই অদ্ভুত। তারা আমাদের সঙ্গে চুক্তির জন্য অনুরোধ করছে, যা তাদের করা উচিত, কারণ তারা সামরিকভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে-ফিরে আসার কোনো সুযোগ নেই। অথচ প্রকাশ্যে তারা বলছে, তারা শুধু আমাদের প্রস্তাব বিবেচনা করছে।চ

যুদ্ধ শেষ করতে কূটনীতির প্রতি তার এই স্পষ্ট ঝোঁক একটি বড় প্রশ্নে আচ্ছন্ন-তিন সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে চলা এই মুখোমুখি সংঘাতের পরও কি আলোচনার মাধ্যমে বের হওয়ার পথ এখনো খোলা আছে? আলোচনার জন্য যথেষ্ট দেরী কি ইতোমধ্যেই হয়ে যায়নি?

ট্রাম্প বরাবরই বাস্তবতা সম্পর্কে জনমতকে নিজের মতো করে রূপ দিতে দক্ষ। কিন্তু এবার যদি তিনি নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রেখে কোনো সমাধান চান, তবে বাস্তবিক অগ্রগতি দরকার। একই সঙ্গে তাকে এমন একটি কাজও করতে হবে, যা তার রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে খুব একটা যায় না-প্রতিপক্ষকে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণে বাধ্য করার বদলে একটি সম্মানজনক বের হওয়ার পথ করে দেওয়া।

ট্রাম্পের হাতে সময়ও খুব কম। যুদ্ধের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক চাপ প্রতিদিনই বাড়ছে। এমন এক মুহূর্ত সামনে আসছে, যখন তাকে সেই কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যা ভিয়েতনাম থেকে ইরাক পর্যন্ত বহু মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বিপথে নিয়ে গেছে-সংকট থেকে বের হতে গিয়ে যুদ্ধ আরও বাড়াবেন, নাকি থামাবেন।

ইরান তার নেতৃত্ব ও সামরিক শিল্পের বড় অংশ হারিয়েছে। কিন্তু মার্কিন সামরিক শক্তির ধ্বংসাত্মক সক্ষমতা সত্ত্বেও, তেহরান হয়তো আরও রক্তক্ষয়ী সংঘাতে একজন মার্কিন প্রেসিডেন্টকে টেনে আনার সুযোগ হিসেবে বিষয়টিকে দেখছে।

ট্রাম্পের পছন্দের যুদ্ধ তাকে কঠিন সিদ্ধান্তে ঠেলে দিচ্ছে

এই সপ্তাহে ট্রাম্পের অস্থির অবস্থান-একদিকে ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্র ধ্বংসের হুমকি, অন্যদিকে হঠাৎ পিছু হটে আলোচনায় সম্ভাব্য অগ্রগতির ঘোষণা-তার রাজনৈতিক কৌশলের চরম ওঠানামার পরিচয় বহন করে।

তবে সামরিক শক্তির দিকে ঝুঁকে আবার কূটনীতির ইঙ্গিত দেওয়ার পেছনে একটি কঠিন বাস্তবতাও রয়েছে, আর সেটা হচ্ছে এই যুদ্ধ নিরসনে শান্তিচুক্তির সম্ভাবনা খুবই দুর্বল।

মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক শান্তি আলোচক অ্যারন ডেভিড মিলার বলেন, "(শান্তির জন্য) ইরান এমন মূল্য দাবি করবে, যা ডোনাল্ড ট্রাম্প দিতে প্রস্তুত নন। ফলে তার সামনে বড় ধরনের সামরিক অভিযান চালানো ছাড়া উপায় নাও থাকতে পারে-শুধু হরমুজ প্রণালি খুলে দেওয়ার জন্য নয়, বরং তা খোলা রাখার জন্যও।চ

তিনি মার্কিন গণমাধ্যম সিএনএন-কে বলেন, "ট্রাম্প যে যুদ্ধ শুরু করেছেন, তা এখন এক আন্তর্জাতিক সংকটে পরিণত হয়েছে। এটি এখন আর পছন্দের যুদ্ধ নয়, বরং প্রয়োজনের যুদ্ধ।চ

এই পরিস্থিতিতে, ট্রাম্প প্রশাসনের কাছ থেকে দক্ষ আলোচনার প্রত্যাশা করা কঠিন। কারণ যুদ্ধের পক্ষে তারা কখনোই স্পষ্ট যুক্তি দাঁড় করাতে পারেনি, আবার বের হওয়ার পথও নির্ধারণ করতে পারেনি। যুদ্ধের আগে ট্রাম্পের উপদেষ্টা জ্যারেড কুশনার ও স্টিভ উইটকফের নেতৃত্বে ইরানের সঙ্গে আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। ইউক্রেন ও গাজা নিয়েও তাদের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি আনতে পারেনি।

ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের নাম সম্ভাব্য আলোচনায় অংশগ্রহণকারী হিসেবে শোনা যাচ্ছে। এই আলোচনা হতে পারে পাকিস্তান বা তুরস্কের মধ্যস্থতায়। ভ্যান্স অতীতে বিদেশে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হস্তক্ষেপগুলোর বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করেছেন, যা ইরানের কাছে আকর্ষণীয় হতে পারে, তবে এতে তার নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎও ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে।

বাস্তবে ট্রাম্পই এখন ইরানের চেয়ে বেশি আলোচনায় আগ্রহী বলে মনে হচ্ছে-সম্ভবত অভ্যন্তরীণ চাপের কারণে, কারণ তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে এ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেননি। এছাড়া জনমত জরিপে তার বিরুদ্ধে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা যাচ্ছে।

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র একাধিক বার্তা পাঠালেও কোনো আলোচনা চলছে না। তবে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র ক্যারোলিন লেভিট (তেহরানের সঙ্গে) ফলপ্রসূ সংলাপের ইঙ্গিত দিয়েছেন। শান্তি আলোচনার আগে সাধারণত উভয় পক্ষই নিজেদের অবস্থান শক্ত করতে নানা বক্তব্য দেয়। কিন্তু এখানে মতপার্থক্যগুলো ব্যাপক এবং বাস্তব।

ইরানের একজন কর্মকর্তা দেশটির গণমাধ্যম প্রেস টিভিকে জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের আলোচনার প্রস্তাবে তেহরানের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে-সব ধরনের আগ্রাসন ও লক্ষ্যভিত্তিক হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে হবে, যুদ্ধ পুনরায় শুরু না হওয়ার নিশ্চয়তা দিতে হবে এবং যুদ্ধক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এছাড়া লেবাননে ইসরায়েলের হামলা বন্ধের দাবি জানানো হয়েছে। এমনকি তেহরান হরমুজ প্রণালির ওপর সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণের কথাও বলেছে-যা বিশ্বের ২০ শতাংশ জ্বালানি তেলের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের সমান। এসব দাবি ট্রাম্পের পক্ষে মেনে নেওয়া প্রায় অসম্ভব।

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ১৫ দফা প্রস্তাবে রয়েছে-ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচি বন্ধ করতে হবে, সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম হস্তান্তর করতে হবে, আঞ্চলিক প্রক্সি গোষ্ঠীগুলোর সমাপ্তি এবং হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলে দিতে হবে। যুদ্ধের শুরুতে যে প্রণালি খোলা ছিল, সেটিই এখন যুক্তরাষ্ট্রের আলোচনার কেন্দ্রীয় ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে-যা প্রমাণ করে পরিস্থিতি কতটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।

ইরান অতীতে তার পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেছে। এমনকী যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সঙ্গে একটি চুক্তিও করেছিল তেহরান, যা ট্রাম্প বাতিল করেন। তবে এবার তারা কঠোর নিষেধাজ্ঞা শিথিলের মতো বড় ছাড় চাইবে, যা তাদের সামরিক সক্ষমতা পুনর্গঠনে সহায়তা করতে পারে।

তবে আলোচনার বাধা শুধু শর্তাবলীতে সীমাবদ্ধ নয়-আরও গভীর সমস্যা রয়েছে। উভয় পক্ষই মনে করছে তারা জিতছে।

হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র লেভিট বলেন, ইরান বুঝতে পারছে না যে তারা "সামরিকভাবে পরাজিত হয়েছে।চ

নিঃসন্দেহে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হাজার হাজার বিমান হামলায় ইরানের সামরিক কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

কিন্তু ট্রাম্পের বিজয়ের দাবি ইঙ্গিত দেয়-তিনি হয়তো বুঝতে পারছেন না, প্রতিপক্ষ এই যুদ্ধকে কীভাবে দেখছে। ইরানের জন্য যেকোনোভাবে টিকে থাকা মানেই বিজয়। তারা সরাসরি যুদ্ধে জিততে পারবে না, কিন্তু তারা এমন চাপ তৈরি করতে চায়, যাতে ট্রাম্প পিছু হটতে বাধ্য হন।

এতে ট্রাম্পের বক্তব্যে আরেকটি অসঙ্গতি ফুটে ওঠে: যদি যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যেই জিতে থাকে, তাহলে যুদ্ধ এখনো চলছে কেন? এবং কেন হাজার হাজার মার্কিন সেনা মধ্যপ্রাচ্যে পাঠানো হচ্ছে?

সংলাপের কিছু সম্ভাবনা এখনো আছে

কোনো যুদ্ধ থেকে পিছু হটাই কূটনৈতিক পদক্ষেপ শুরু হওয়ার আগে সহজ মনে হয় না। আপসের শিল্প হচ্ছে-দুই পক্ষের একমত হওয়ার সবচেয়ে ক্ষুদ্র জায়গাটিও খুঁজে বের করা।

এখনো হয়তো কয়েক সপ্তাহ সময় আছে, যার পরে মার্কিন স্থলবাহিনী হরমুজ প্রণালির তীরবর্তী ইরানি স্থাপনাগুলো লক্ষ্য করে সম্ভাব্য অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে আরেকটি কারণেও-যুদ্ধ শুরুর আগে পারস্য উপসাগর ছেড়ে যাওয়া শেষ তেল ও গ্যাসবাহী জাহাজগুলো শিগগিরই গন্তব্যে পৌঁছাবে। এরপর সরবরাহ সংকট আরও তীব্র হয়ে বৈশ্বিক জ্বালানি সংকট ও অর্থনৈতিক চাপ বাড়াবে।

থিঙ্কট্যাঙ্ক কুইন্সি ইনস্টিটিউট ফর রিসপন্সিবল স্টেট ক্রাফটের বিশেষজ্ঞ ত্রিতা পার্সি মনে করেন, ট্রাম্পের মতো ইরানেরও যুদ্ধ শেষ করার প্রণোদনা আছে, ফলে কূটনীতির সুযোগ এখনো রয়েছে। তবে তিনি বলেন, "এই যুদ্ধ শেষ করতে ট্রাম্পকে কিছু ছাড় দিতে হবে-যা তার শুরুর অবস্থানের তুলনায় একেবারেই ভিন্ন।চ

তিনি আরও উল্লেখ করেন, যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যেই একটি গুরুত্বপূর্ণ ছাড় দিয়েছে-সমুদ্রে থাকা ইরানি তেলের ওপর নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা হয়েছে, যাতে বৈশ্বিক জ্বালানি সংকট কিছুটা কমে। যুদ্ধের আগে এটি কল্পনাও করা যেত না, কিন্তু এখন এটি ভবিষ্যৎ আলোচনার একটি ভিত্তি হতে পারে।

তিনি বলেন, এটি খুব বড় কিছু না হলেও, শুরু করার জন্য কিছুটা সহায়ক তো বটেই।

তবে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের কর্মকর্তারা যদি দ্রুত বাস্তব সংযোগ স্থাপন করতে না পারেন, তাহলে এই যুদ্ধ ভয়াবহভাবে বিস্তৃত হতে পারে। আর যদি কূটনীতি ইতোমধ্যেই পরিস্থিতি থামানোর সুযোগ হারিয়ে ফেলে থাকে, তবে এর পরিণতি কল্পনাতীতভাবে ভয়াবহ হতে পারে।

মাউশির সাবেক মহাপরিচালক দিলারা

৮ পৃষ্ঠার পর

সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে মারা যান তিনি। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী, এক ছেলে, এক মেয়ে নাতি-নাতনিসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিএনপি মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান। তিনি জানান, দিলারা হাফিজের মরদেহ আগামীকাল সন্ধ্যায় বাংলাদেশে নিয়ে আসা হবে। পরদিন সোমবার (৩০ মার্চ) জাতীয় সংসদ দক্ষিণ প্লাজায় বেলা ১১টায় তার প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। এরপর জোহর নামাজের পর সেনানিবাসে কেন্দ্রীয় মসজিদে জানাজা শেষে বনানী সামরিক বাহিনীর কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে।

দিলারা হাফিজ দীর্ঘদিন ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ঈদুল ফিতরের দিন দুপুরে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে তাকে সিঙ্গাপুর নেওয়া হয়। তিনি সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে ভেন্টিলেশন সাপোর্টে ছিলেন। দিলারা হাফিজের মৃত্যুতে স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের নির্বাচনী এলাকা লালমোহন ও তজুমদ্দিন উপজেলায় তিনদিনের শোক ঘোষণা করেছে উপজেলা বিএনপি।

সংবিধান সংস্কারে জনপ্রত্যাশা

৯ পৃষ্ঠার পর

স্বপ্নকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। মন্ত্রী আরও জানান, রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ-এ স্বীকৃত বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়ে সংবিধান সংশোধন কমিটি তাদের খসড়া প্রণয়ন করবে। পরবর্তীতে জাতীয় সংসদে বিধি মোতাবেক প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাঠের মাধ্যমে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

পরে ৪৩তম বিসিএস (পুলিশ) ব্যাচের নবীন কর্মকর্তাদের মধ্যে সনদপত্র প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আজ থেকে আপনাদের জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হলো। এই ইউনিফর্ম কেবল ক্ষমতার প্রতীক নয়-এটি দায়িত্ব, ত্যাগ এবং সেবার প্রতীক।

তিনি নবীন কর্মকর্তাদের সততা, সাহস ও মানবিকতার সাথে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ৪৩তম বিসিএস (পুলিশ) ব্যাচের সদস্যদের সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্তিতে আন্তরিক অভিনন্দন জানান এবং তাদের পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করেন। অনুষ্ঠানে পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. আলী হোসেন ফকির এবং বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমির প্রিন্সিপাল (অ্যাডিশনাল আইজিপি) জি এম আজিজুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বিএনপির কেন্দ্রীয়

৯ পৃষ্ঠার পর

আতিকুর রহমান এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান সন্ধ্যায় নয়াপল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নিজের চেম্বারে অফিস করেছেন। বিভিন্ন সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড নিয়ে দল ও অঙ্গ-সংগঠনের নেতারা সঙ্গে কথা বলেছেন।

বৈঠকে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ, ভাইস চেয়ারম্যান নূরুল ইসলাম মনি উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী সংসদ ভবনে বিএনপির সংসদীয় দলের সভায় অংশ নেন। তার সভাপতিত্বে বৈঠকে সংসদ অধিবেশন নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রী নয়াপল্টনে যান।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের পরে এই প্রথম দলীয় কার্যালয়ে যান তিনি। দলের চেয়ারম্যানের আসবেন জেনে দুপুর আড়াইটা থেকে নেতা-কর্মী-সমর্থকরা কার্যালয়ের সামনে সমবেত হতে থাকে। বিকেল সাড়ে ৪টার থেকে নয়াপল্টনের সড়কে মানুষের ঢল নামে। নেতা-কর্মীরা 'তারেক রহমানের আগমন, শুভেচ্ছা স্বাগত' স্লোগানের মুখর করে রাখে পুরো এলাকায়। এদিকে তারেক রহমানের আগমনকে কেন্দ্র করে বিকেলে দলীয় কার্যালয় এলাকায় নেতা-কর্মীদের ব্যাপক সমাগম ঘটে। দুপুরের পর বিভিন্ন এলাকা থেকে মিছিল নিয়ে নেতা-কর্মীরা সেখানে জড়ো হন। এর আগে লন্ডন থেকে দেশে ফেরার পর একবার বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান নয়াপল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গিয়েছিলেন।

সরজমিনে দেখা গেছে, পুরানা পল্টনের নাইটিঙ্গেল মোড় থেকে নয়াপল্টনের দলীয় কার্যালয়ের সড়কের দুই পাশে এবং সড়ক বিভাজকের ওপরে অবস্থান নেন নেতাকর্মীরা। তাদের কারও কারও হাতে দলীয় ব্যানার-ফেস্টুন ও বিভিন্ন স্লোগান সংবলিত প্ল্যাকার্ড দেখা গেছে। ছাত্রদল, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দলসহ বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের বিচ্ছিন্নভাবে স্লোগান দিতে দেখা গেছে। এ সময় তারা 'প্রধানমন্ত্রীর আগমন শুভেচ্ছা স্বাগতম', 'ছাত্রদলের পক্ষ থেকে লাল গোলাপ শুভেচ্ছা'সহ তারেক রহমানের নামে স্লোগান দেন।

অন্যদিকে ঢাকা মহানগরের বিএনপির অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীদের ঝটিকা মিছিল করতেও দেখা গেছে। নেতা কর্মীদের ভিড়ের কারণে নয়াপল্টন এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। সড়কে কোনোরকমে এক লাইনে গাড়ি চলাচল করতে দেখা গেছে। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে ঘিরে নয়াপল্টন, ফকিরাপুল, ভিআইপি রোড ও কাকরাইল এলাকায় কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা বিভিন্ন পয়েন্টে সতর্ক অবস্থানে থাকতে দেখা গেছে।

স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে 'জয়

৯ পৃষ্ঠার পর

স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েও জয় বাংলা স্লোগান দেওয়ার অভিযোগে আটক মডেল মোসা. সিমু আক্তার বৃষ্টি ওরফে মিষ্টি সুবাসসহ দুইজনকে বিভিন্ন মেয়াদে রিমান্ডে পাঠিয়েছেন আদালত। ঢাকার আশুলিয়া থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে করা মামলায় মিষ্টি সুবাসের ২ দিন এবং রফিকুল ইসলাম ওরফে দুর্জয়ের ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়েছে।

শুক্রবার (২৭ মার্চ) আসামিদের আদালতে হাজির করার পর শুনানি শেষে ঢাকার জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. তাজুল ইসলাম সোহাগের আদালত এই আদেশ দেন। ঢাকা জেলা পুলিশের প্রসিকিউশন বিভাগের এসআই বিশ্বজিৎ দেবনাথ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও আশুলিয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. শহিদুজ্জামান আসামিদের আদালতে হাজির করে প্রত্যেকের পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। অন্যদিকে আসামিপক্ষের আইনজীবী রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করলে রাষ্ট্রপক্ষ এর বিরোধিতা করে। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আদালত রিমান্ডের এই আদেশ দেন।

পুলিশের রিমান্ড আবেদনে বলা হয়েছে, "আসামিরা মামলার ঘটনার সাথে সরাসরি জড়িত বলে বিশ্বস্ত সূত্রে তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তাঁরা দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানো এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টির লক্ষ্যে অবৈধ কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। মামলার সুষ্ঠু তদন্ত ও ন্যায়বিচারের স্বার্থে ঘটনার মূল রহস্য উদ্ঘাটন, জড়িত অন্য অজ্ঞাতনামা আসামিদের নাম-ঠিকানা সংগ্রহ এবং ঘটনার ইন্ধনদাতাদের শনাক্ত করতে আসামিদের নিবিড় জিজ্ঞাসাবাদ প্রয়োজন।চ

মামলার অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে, গত ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসে দুপুর ১টা ১০ মিনিটে সাভারের নবীনগরস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধের মূল বেদির সামনে কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন আওয়ামী লীগের ২২ থেকে ২৫ জন নেতাকর্মী সমবেত হন। তাঁরা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি সংবলিত প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করে জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু ও অবৈধ নির্বাচনের অবৈধ সরকার মানি না মানবো না ও শেখ হাসিনা আসবে, বাংলাদেশ হাসবে-প্রভৃতি স্লোগান দিতে থাকেন। উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টির একপর্যায়ে দুপুর দেড়টার দিকে পুলিশ তাঁদের দুজনকে আটক করে। এই ঘটনায় পরবর্তীতে আশুলিয়া থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলাটি দায়ের করা হয়।

বিএনপি নিজেদের ইচ্ছামতো কখনো

৯ পৃষ্ঠার পর

মানছে না-এই দ্বিচারিতা জনগণের সামনে উন্মোচিত হয়েছে।

সংবিধান ও স্বাধীনতার ঘোষক ইস্যুতে বিভ্রান্তির প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি আরও বলেন, আমরা দেখেছি স্বাধীনতার ঘোষক ইস্যুতে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক, কিন্তু তা নিয়েও বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে। এতে বোঝা যায়, সংবিধান তারা সবসময় মানছে না।

গণভোটের রায় দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি জানিয়ে এনসিপি আহ্বায়ক হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, আমাদের আহ্বান থাকবে, দ্রুত গণভোটের রায় মেনে নিয়ে সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন করা হোক। অন্যথায় এই সাংবিধানিক দোহাই জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না, এতে রাজনৈতিক আস্থার সংকট তৈরি হবে এবং বিষয়টি রাজপথে গড়াতে পারে। আমরা চাই, বিষয়টির সমাধান সংসদেই হোক-এর দায়িত্ব সরকারের।

নারায়ণগঞ্জ মহানগর এনসিপির আহ্বায়ক শওকত আলীর সভাপতিত্বে সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল্লাহ আল আমিনসহ দলের স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মী।

গণভোটের রায় না মানলে রাজপথে

৮ পৃষ্ঠার পর

লেখা হবে। একাত্তর এবং চব্বিশে যাদের ভূমিকা নিয়ে- সেই দলগুলোকে আলোচনায় বসতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন শফিকুর রহমান। তিনি বলেছেন, উদারতা দেখিয়ে জাতীয় সমস্যা সমাধানে এক জায়গায় বসুন। এটা সংসদের ভেতরে হবে না। কারণ, সংসদের ভেতরে সব দল প্রবেশ করেনি। অন্যান্য দল আছে। তাদেরও অবদান আছে দেশের জন্য। মুক্তিযুদ্ধে এবং চব্বিশের বিপ্লবেও তাদের অবদান আছে। তাদের সবাইকে নিয়ে বসে কথা শুনুন, পরামর্শগুলো শুনুন। সিদ্ধান্ত তো সরকারই নেবে। কে কী বলতে চায়, কথাগুলো শুনলে জাতি উপকৃত হবে, আপনারাও উপকৃত হবেন।

সরকারকে বিরোধীদল সহযোগিতা করছে- দাবি করে বিরোধীদলীয় নেতা বলেছেন, জ্বালানি সংকট সরকারের একক নয়। বৈশ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায়, সরকারকে আগেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু সরকারের মন্ত্রীরা জানিয়েছেন, দেশে জ্বালানি তেলের সংকট নেই। কিন্তু তেলের জন্য পাম্পে দীর্ঘ লাইন। সরকারকে সহযোগিতা করতে চাই, বলেই জ্বালানি সংকটের পরও রাজপথে নেমে আসিনি।

প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে অলি আহমদ বলেন, আপনার বাবা পুরো পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন স্বাধীনতা ঘোষণা করে। আপনার মা প্রসিদ্ধ হয়েছিল সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। আপনি জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের মাধ্যমে প্রসিদ্ধ হয়ে যান। এই সুযোগ হাতছাড়া করবেন না।

জামায়াত জোটের শরিক এলডিপির চেয়ারম্যান বলেছেন, একাত্তরে দেশ স্বাধীন করার জন্য বিদ্রোহ করেছি, তখন সংবিধান মেনে বিদ্রোহ করিনি। কারণ, সংবিধান মেনে কখনো বিদ্রোহ হয় না।

ঢাকা মহানগর দক্ষিণের নায়েবে আমির আব্দুস সবুর ফকিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। তিনি সরকারের উদ্দেশ্যে বলেন, জাতিকে রাজনৈতিক সংকটের দিকে ঠেলে না দিয়ে গণভোটরে রায় মেনে জুলাই সনদ আদেশ বাস্তবায়ন করুক।

আলোচনা সভায় আরও বক্তৃতা করেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল রফিকুল ইসলাম খান, এমপি, নির্বাহী পরিষদ সদস্য সাইফুল আলম খান মিলন, এমপি। নির্বাচনের আগে জামায়াতে যোগ দেওয়া বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান বলেন, একাত্তরে যুদ্ধ করেছি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে। বাংলাদেশে কেউ যুদ্ধাপরাধী নয়।

স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তিকে রুখে

৮ পৃষ্ঠার পর

উদ্ধৃতি উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল বলেন, 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়'।

তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, এ দেশের মানুষ ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে রক্ত দিয়ে লড়াই করেছে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বের প্রশংসা করে মির্জা ফখরুল ইসলাম বলেন, 'তারেক রহমান দেশে ফিরে কোনো প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসার কথা না বলে 'আই হ্যাভ এ প্ল্যান' বলে দেশ গড়ার পরিকল্পনা তুলে ধরেছেন। নির্বাচনের পর পরই তিনি ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড, কৃষি ঋণ মওকুফ এবং খাল খননের মতো উন্নয়নমূলক কাজে হাত দিয়েছেন। শহীদ জিয়া যেমন তলাবিহীন ঝুড়ির অপবাদ থেকে দেশকে একটি সম্ভাবনাময় বাংলাদেশে পরিণত করেছিলেন, তারেক রহমানও আজ সেই পথ দেখাচ্ছেন।'

মির্জা ফখরুল অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে স্বাধীনতার ঘোষক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং খালেদা জিয়ার অবদান স্মরণ করেন। তিনি অঙ্গীকার করেন যে, গত ৫০ বছর ধরে যারা গণতন্ত্র ও অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই করেছেন, তাদের ত্যাগ বৃথা যেতে দেওয়া হবে না এবং প্রতিটি অন্যায়ের যোগ্য বিচার নিশ্চিত করা হবে।

ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবজনক

৮ পৃষ্ঠার পর

নিয়ে সবসময় পড়ে থাকলে এক চোখ অন্ধ। আর অতীতকে যদি আমরা ভুলে যাই তাহলে আমাদের দুচোখ অন্ধ। সুতরাং আমরা যেমন অতীতকে একদম ভুলে যাব না, ভুলে যাওয়া চলবে না; ঠিক একইভাবে নিকট অতীতেও অতীত নিয়ে এত বেশি চর্চা হয়েছে যেটা আমাদের সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎকে বাধাগ্রস্ত করেছে।

জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধের একজন অনিবার্য চরিত্র

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অনিবার্য চরিত্র শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। আমরা দেখেছি অতীতে যেভাবে শহীদ জিয়াউর রহমানকে, তাঁর অবদানকে, কাজকে খাটো করার চেষ্টা করা হয়েছে এর থেকেই প্রমাণিত হয়েছে তিনি অবশ্যই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একজন অনিবার্য চরিত্র। জিয়াউর রহমান হঠাৎ করেই কিন্তু স্বাধীনতার ঘোষণাটি দেননি।'

বাঙালির হৃদয়ের লেখা একটি দিন

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে শহীদ জিয়ার নিজের লেখা একটি প্রবন্ধ আছে যার শিরোনাম 'একটি জাতির জন্ম'। প্রবন্ধটি যথেষ্ট বড়। এই প্রবন্ধের মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি যে স্বাধীন বাংলাদেশ, সার্বভৌম একটি বাংলাদেশের স্বপ্ন। যা বহুদিন ধরে শহীদ জিয়া মনে লালন করছিলেন। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের লেখা নিবন্ধটি দৈনিক বাংলা পত্রিকায় প্রথম ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধটি বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা দিবসের প্রকাশিত ক্রোড়পত্রে ছাপা হয়েছিল। এই প্রবন্ধটি বা নিবন্ধটির শেষ প্যারায় শহীদ জিয়াউর রহমান লিখেছিলেন, 'তখন রাত ২টা বেজে ১৫ মিনিট, ২৬ মার্চ ১৯৭১ সাল। রক্তের আখরে বাঙালির হৃদয়ের লেখা একটি দিন। বাংলাদেশের জনগণ চিরদিন স্মরণ রাখবে, এ দিনটিকে ভালোবাসবে। এই দিনটি তারা কোনো দিন ভুলবে না, কোনো দিন না এভাবেই উনি লিখেছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ রাত ২টা বেজে ১৫ মিনিটে কী হয়েছিল আমি মনে করি স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে যারা গবেষণা করেন এই তথ্যটি অবশ্যই তাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হতে পারে।'

তিনি বলেন, 'শহীদ জিয়াউর রহমানের লেখা এই প্রবন্ধটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তখন কিন্তু মাত্র মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়েছে। যারা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, যারা মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, তারা কিন্তু প্রত্যেকেই তখন বেঁচে ছিলেন। এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পরে কারও পক্ষ থেকেই আমরা কোনো রকম এমন কিছু আপত্তি বা এমন কিছু কথা পাইনি যা এই প্রবন্ধ বা লেখাটিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। শহীদ জিয়ার এই প্রবন্ধটি যে শুধু ৭২ সালে ২৬ মার্চই প্রকাশিত ছিল তাও নয়। আবারও প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে আমরা

দেখেছি, শহীদ জিয়াকে খাটো করার জন্য বহু অপচেষ্টা হয়েছে। শহীদ জিয়া যে মুক্তিযুদ্ধের একজন অন্যতম চরিত্র এটিকে লুকানোর কোনোই উপায় নেই।'

২০২৪ সালে দেশ এবং স্বাধীনতা রক্ষা করেছি

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বছরের পর বছর, এমনকি যুগের পর যুগ ধরেও বিশ্বের যেখানে যারা স্বাধীনতার লড়াই করেছেন, সংগ্রাম করেছেন, একমাত্র তাদের পক্ষেই উপলব্ধি করা সম্ভব স্বাধীনতার মূল্য কতখানি। আমরা যদি একটু পাশে তাকাই তাহলেই দেখতে পারব স্বাধীনতার গুরুত্ব এবং তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারছে স্বাধীনতাকামী ফিলিস্তিনের মানুষ। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে আমরা ১৯৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করেছি, হাজারো প্রাণের বিনিময়ে আমরা ২০২৪ সালে দেশ এবং স্বাধীনতা রক্ষা করেছি।

শহীদদের আকাঙ্ক্ষা ছিল গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা

তারেক রহমান বলেন, ২০২৪ সালের যারা বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির ভেতরে থেকেও, বিভিন্ন অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করেও কীভাবে প্রতিরোধ গড়েছিলেন, কীভাবে স্বৈরাচারকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। আমরা আমাদের বহু সহকর্মীকে সেদিন হারিয়েছি। প্রতিটি প্রাণের স্বপ্ন আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে। সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণেই তারা সাহসের সঙ্গে সেদিন লড়াই করেছিল ৭১, ৯০, ২৪-এ। ১৯৭১ থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামের শহীদদের আকাঙ্ক্ষা ছিল সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারভিত্তিক তাঁবেদারমুক্ত একটি স্বাধীন সার্বভৌম নিরাপদ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা।

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সভাপতিত্বে ও প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকুর সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, ড. আব্দুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সালাহউদ্দিন আহমেদ বক্তব্য রাখেন।

আলোচনা সভায় আরও অংশ নেন শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ওয়াকিল আহমেদ, অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মাহবুবউল্লাহ্, বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মামুন আহমেদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এবিএম ওবায়দুল ইসলাম।

অনলাইনে পরিচয় পড়তে স্ক্যান করুন

বিপাকে অভিবাসী চিকিৎসক, ঝুঁকিতে

৪৮ পৃষ্ঠার পর

কাজ চালিয়ে যেতে পারছেন না।

অভিবাসী চিকিৎসকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

যুক্তরাষ্ট্রের মোট চিকিৎসকদের প্রায় এক-চতুর্থাংশই অভিবাসী। এদের একটি বড় অংশ কাজ করেন সেইসব অঞ্চলে, যেখানে স্থানীয় চিকিৎসকের অভাব প্রকট। ফলে এই নীতির প্রভাব শুধু চিকিৎসকদের ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ নয়; এটি সরাসরি রোগীসেবার ওপর প্রভাব ফেলছে।

কী ঘটছে বাস্তবে?

সাধারণত ঐ-১ই ভিসাধারীরা কাজের অনুমোদন নবায়নের জন্য আবেদন করলে ২৪০ দিন পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু বর্তমান স্থগিতাদেশের কারণে সেই প্রক্রিয়াই থমকে গেছে। ফলে অনেক চিকিৎসক বাধ্য হচ্ছেন-

চাকরি থেকে বিরতি নিতে

বেতন ছাড়া ছুটিতে যেতে

অথবা যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে অন্য দেশে চলে যেতে

যদিও অনেকেই আইনি দৃষ্টিতে দেশে থাকতে পারছেন, কিন্তু কাজ করার অনুমতি না থাকায় তারা কার্যত নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়ে যাচ্ছেন।

রোগীসেবায় প্রতিকূল প্রভাব

এই পরিস্থিতির প্রভাব ইতোমধ্যেই রোগীদের ওপর পড়তে শুরু করেছে।

অনেক রোগীর অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল বা পিছিয়ে যাচ্ছে

নতুন অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে কয়েক মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হচ্ছে

অন্যান্য চিকিৎসকদের ওপর কাজের চাপ বেড়ে যাচ্ছে

কিছু ক্ষেত্রে শত শত রোগী পর্যাপ্ত সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন

একজন চিকিৎসকের মতে, "আমাদের মধ্যেই যখন তীব্র সংকট রয়েছে, তখন একজন চিকিৎসক কমে যাওয়াও সমাজে বড় প্রভাব ফেলবে।"

মানসিক চাপ ও অনিশ্চয়তা

শুধু কর্মহীন চিকিৎসকরাই নন, যাদের কাজের অনুমোদন এখনো আছে, তারাও ভয় ও অনিশ্চয়তার মধ্যে আছেন। অনেকে ঘুমের সমস্যা, মানসিক চাপ এবং কাজের প্রতি মনোযোগে ঘাটতির কথা জানিয়েছেন। এই পরিস্থিতি চিকিৎসার মানের ওপরও প্রভাব ফেলতে পারে।

সরকারের অবস্থান

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ জানিয়েছে, এই স্থগিতাদেশের পেছনে কারণ হলো পূর্ববর্তী প্রশাসনের সময় কিছু আবেদন যথাযথভাবে যাচাই না হওয়ার আশঙ্কা। তবে এই নীতি কতদিন চলবে বা চিকিৎসকদের জন্য কোনো বিশেষ ছাড় (বীবসঢ়ঃরড়হ) দেওয়া হবে কিনা-এ বিষয়ে এখনো পরিষ্কার কোনো দিকনির্দেশনা নেই।

বাড়তি চ্যালেঞ্জ

এর পাশাপাশি নতুন কিছু নীতিগত বাধাও পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলছে, যেমন-

ঐ-১ই ভিসার জন্য উচ্চ ফি (প্রায় ৮১০০,০০০ পর্যন্ত)

আইনি লড়াইয়ের ব্যয়

হাসপাতালগুলোর জন্য বিদেশি চিকিৎসক স্পনসর করা কঠিন হয়ে পড়া

ইতোমধ্যে এই নীতির বিরুদ্ধে ২০টিরও বেশি মামলা দায়ের হয়েছে।

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা

এই সুযোগে কানাডাসহ অন্যান্য দেশ দ্রুতগতিতে অভিবাসী চিকিৎসকদের আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। তারা সহজে স্থায়ী বসবাসের সুযোগসহ বিভিন্ন প্রণোদনা দিচ্ছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে দক্ষ চিকিৎসক হারানোর ঝুঁকিও বাড়ছে।

এই নীতিটি কেবল একটি ইমিগ্রেশন ইস্যু নয়-এটি ক্রমশ একটি জনস্বাস্থ্য সংকটে পরিণত হচ্ছে। অভিবাসী চিকিৎসকদের কর্মহীনতা রোগীসেবা ব্যাহত করছে, চিকিৎসা ব্যবস্থায় চাপ বাড়াচ্ছে এবং দীর্ঘমেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যখাতের স্থিতিশীলতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলছে।

এখন সময় এসেছে বিষয়টিকে নতুন করে মূল্যায়ন করার-কারণ চিকিৎসকদের সংকট মানেই শেষ পর্যন্ত রোগীদের সংকট।

'জড়িয়ে ধরার' জাদুকরী ক্ষমতা:

৪৮ পৃষ্ঠার পর

হাসপাতালের বাইরে ফারুকের মুখোমুখি হন নিউবি। তাকে দেখে খুব অস্থির মনে হওয়ায় নিউবি গল্প জুড়ে দেন। একপর্যায়ে ফারুক যখন স্বীকার করে যে তার ব্যাগে বোমা আছে, তখন নিউবি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। ফারুক কয়েকবার তাকে জড়িয়ে ধরার অনুরোধ করে। নিউবি রাজি হন। জড়িয়ে ধরার পর ফারুক বলে, 'আমার মন বদলানোর আগেই আপনি পুলিশকে ফোন করুন।'

পরে ফারুককে অন্তত ৩৭ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। সাহসিকতার স্বীকৃতি হিসেবে নাথান নিউবিকে 'জর্জ মেডেল' দেয়া হয়।

ভাবলে অবাক হতে হয়, কেবল একটি সাধারণ আলিঙ্গনই সেদিন কত বড় এক রক্তপাত ঠেকিয়ে দিয়েছিল! এটি একটি চরম উদাহরণ হলেও পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে যে, মানুষের একটি সাধারণ স্পর্শের কতটা ক্ষমতা আছে।

স্পর্শ কেন এত জরুরি?

স্পর্শ মানুষের একটি মৌলিক ও জন্মগত চাহিদা। এটি শরীর ও মনের জন্য কতটা উপকারী হতে পারে, তা নিয়ে বিজ্ঞানে বিস্তর গবেষণা রয়েছে। কিছু বিশেষজ্ঞ মনে করেন, একে অপরকে জড়িয়ে ধরার এই প্রবণতা আমরা প্রাইমেট পূর্বপুরুষদের কাছ থেকেই পেয়েছি। বানর বা উল্লুকরা সামাজিক বন্ধন ও ভালোবাসা বোঝাতে একে অপরের পশম পরিষ্কার করে ও আদর করে দেয়।

একটি আলিঙ্গন ত্বকের নিচে থাকা 'সি-ট্যাকটাইল অ্যাফারেন্ট ফাইবার' নামের বিশেষ স্নায়ুগুলোকে জাগিয়ে তোলে। এগুলো হালকা ও মোলায়েম স্পর্শে সবচেয়ে ভালো সাড়া দেয়। এর ফলে স্নায়ুতন্ত্র শান্ত হয় এবং শরীরে 'অক্সিটোসিন' (বন্ধন সৃষ্টিকারী হরমোন) ও 'এন্ডোরফিন' (মন ভালো করার হরমোন) ছড়িয়ে পড়ে।

ব্রিটিশ সাইকোলজিক্যাল সোসাইটির মুখপাত্র ডা. মাইকেল সুইফট বলেন, 'স্পর্শের সঙ্গে মস্তিষ্কের শান্ত হওয়ার ব্যবস্থার সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। স্নায়ুতন্ত্র'গুলো যখন আবেগ ও নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত মস্তিষ্কের অংশে সংকেত পাঠায়, তখন 'একটি আলিঙ্গন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্বস্তি দিতে পারে; এর জন্য আলাদা করে লজিক বা যুক্তি দিয়ে কিছু ভাবতে হয় না।

অবশ্য সব স্পর্শের ধরন এক নয়। বাসের ভিড়ে কারও কনুইয়ের গুঁতো খাওয়া আর ভালোবাসার মানুষের মমতাময়ী স্পর্শের প্রতিক্রিয়া কখনোই এক হবে না। বিউপিএ-এর মেডিকেল ডিরেক্টর ডা. রবি লুখা জানান, একটি আলিঙ্গন কতক্ষণ স্থায়ী হচ্ছে, তার ওপরও এর স্বাস্থ্যসুফল নির্ভর করে।

তিনি বলেন, ১০ সেকেন্ডের একটি আলিঙ্গন 'সতেজ বোধ করতে, শরীরকে সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়তে এবং হতাশা কমাতে সাহায্য করে। আর আলিঙ্গনটি ২০ সেকেন্ডের বা তার বেশি হলে তা 'হার্টের জন্য বিশেষ উপকারী হতে পারে। এটি মানসিক চাপ ও রক্তচাপ দুটোই কমায়।

জন্ম থেকেই স্পর্শের জাদু

স্পর্শের এই জাদুকরী সুফল শুরু হয় একেবারে জন্মের পর থেকেই। ডা. সুইফট বলেন, 'জীবনের শুরু থেকেই ধারাবাহিক ও উষ্ণ স্পর্শ শিশুর মনে নিরাপত্তার এক মজবুত ভিত্তি তৈরি করে। জন্মের পরপরই বাবা-মায়ের সঙ্গে 'স্কিন-টু-স্কিন' বা ত্বকের সংস্পর্শ শিশুর হৃদস্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাস এবং শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে। এমনকি এটি শিশুর কান্না কমাতেও জাদুর মতো কাজ করে।

প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রেও স্পর্শ 'বিশ্বাস ও আশ্বাসের প্রতীক হিসেবে কাজ করে, বিশেষ করে অনিশ্চয়তা বা বিপদের মুহূর্তে। ২০০৬ সালে ভার্জিনিয়া ইউনিভার্সিটির এক বিখ্যাত গবেষণায় দেখা যায়, নারীরা যখন চরম মানসিক চাপে থাকেন, তখন সঙ্গীর হাত ধরলে তারা তাৎক্ষণিক স্বস্তি পান। ২০২২ সালে জার্মান গবেষকরা ৩৬টি তরুণ দম্পতির ওপর একটি পরীক্ষা চালান। দেখা যায়, যেসব নারী কোনো চাপের কাজ বা পরীক্ষার আগে তাদের পুরুষ সঙ্গীকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, তাদের শরীরে 'কোর্টিসল' নামের স্ট্রেস হরমোন অনেক কম মাত্রায় বেড়েছে।

পরিচিত বা ভালোবাসার মানুষের স্পর্শে এই সুফলগুলো বেশি পাওয়া যায়, এটা সত্যি। তবে ২০১৭ সালে ইউসিএল-এর এক গবেষণায় দেখা গেছে, সামাজিকভাবে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর 'একজন অপরিচিত মানুষের ধীর ও কোমল স্পর্শও একাকিত্ববোধ ও মানসিক কষ্ট কমাতে পারে।

আলিঙ্গন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউন সিস্টেমকেও শক্তিশালী করে। পিটসবার্গের কার্নেগি মেলন ইউনিভার্সিটির এক গবেষণায় দেখা যায়, যারা সর্দি-কাশির ভাইরাসের সংস্পর্শে আসার আগের দুই সপ্তাহ নিয়মিত আপনজনদের আলিঙ্গন করেছিলেন, তাদের সংক্রমিত হওয়ার বা সর্দি লাগার সম্ভাবনা কম ছিল। আর যারা আক্রান্ত হয়েছিলেন, তাদের লক্ষণও খুব সাধারণ ছিল এবং তারা দ্রুত সেরে উঠেছিলেন।

২০২১ সালের একটি দীর্ঘমেয়াদি গবেষণায় বয়স্ক আমেরিকানদের ওপর নজর রাখা হয়েছিল। এতে দেখা যায়, যারা শেষ বয়সে প্রিয়জনদের কাছ থেকে বেশি আলিঙ্গন ও স্পর্শ পান, তাদের 'ক্রনিক ইনফ্ল্যামেশন' বা দীর্ঘমেয়াদি প্রদাহ বা ব্যথাবেদনায় ভোগার আশঙ্কা অনেক কম থাকে।

স্পর্শের অভাব

বিপরীতভাবে, স্পর্শ ও আলিঙ্গনের অভাবে শরীরে কোর্টিসল হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায়, যা মানসিক চাপ ও উদ্বেগ বাড়ায়। বছর ছয়েক আগে কোভিড-১৯ লকডাউনের সময় মানুষ যখন বাইরের কাউকে স্পর্শ করতে পারত না, তখন তারা 'টাচ ডিপ্রাইভেশন' (স্পর্শবঞ্চনা) বা 'স্কিন হাঙ্গার' (ত্বকের ক্ষুধা) শব্দগুলোর যন্ত্রণার সঙ্গে খুব ভালোভাবে পরিচিত হয়েছিল। তবে মহামারির আগেও 'স্পর্শের সংকট' নিয়ে আলোচনা ছিল। মানুষ ক্রমশ অনলাইনমুখী ও স্ক্রিননির্ভর জীবনযাপন করছে। সামনাসামনি আড্ডার জায়গা দখল করে নিয়েছে ফোনের স্ক্রিন ও ইমোজি। কোভিডের পর এই প্রবণতা আরও প্রকট হয়েছে। স্ক্রিননির্ভর এই জীবন অনেককেই একাকী এবং স্পর্শ-বঞ্চিত করে তুলেছে।

আর এই শূন্যতা পূরণে এখন বাণিজ্যিকভাবেও নানা উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। ২০১২ সালে জাপানে প্রথম 'কাডল ক্যাফে' খোলা হয়। সেখানে টাকার বিনিময়ে কর্মীর সঙ্গে আলিঙ্গন করা, হাত ধরা বা পাশে ঘুমানোর সুযোগ মেলে যেখানে কেউ বিচার করতে আসবে না। এই ধারা এখন যুক্তরাষ্ট্রেও পৌঁছেছে। এমনকি আবেগ প্রকাশে রক্ষণশীল বলে পরিচিত যুক্তরাজ্যেও এখন 'কাডল থেরাপিস্ট' পাওয়া যায়, যারা টাকার বিনিময়ে নির্দোষ স্পর্শ বা দলবদ্ধ আলিঙ্গন সেশনের ব্যবস্থা করে থাকেন।

টাকা দিয়ে আলিঙ্গন কেনার এসব উদ্যোগ দেখে অনেকেই হয়তো ভুরু কুঁচকাতে পারেন। কিন্তু ব্যস্ত এই যান্ত্রিক জীবনে সবারই হয়তো এই ছোট্ট ও অমূল্য আলিঙ্গনের জাদুকরী ক্ষমতাকে আরেকটু বেশি কদর করা উচিত।

জনজীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

এই শহরের প্রশাসনিক ইতিহাসে ২০২৩ সালের ২৫

কার্ডিফের প্রথম বাংলাদেশি নারী লর্ড

৪৮ পৃষ্ঠার পর

মে যুক্ত হয় একটি নতুন অধ্যায়। সেদিন কার্ডিফ সিটি হলে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় লর্ড মেয়র হিসেবে শপথ নেন কাউন্সিলর বাবলিন মালিক (ইধনষরহ গড়ষরশ)। এর মাধ্যমে তিনি কার্ডিফের ইতিহাসে প্রথম অশ্বেতাঙ্গ নারী লর্ড মেয়র হন। একই সঙ্গে ২০১৯ সালের পর তিনিই প্রথম নারী, যিনি এই পদে অধিষ্ঠিত হন।

বাবলিন মালিক লিবারেল ডেমোক্র্যাট (Liberal Democrats) দলের একজন সক্রিয় সদস্য। ২০১৭ সালে প্রথমবার কাউন্সিলর নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য উন্নত বাস পরিষেবা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সামাজিক বৈষম্য কমানোর লক্ষ্যে কাজ করে আসছেন। কাউন্সিলের বিভিন্ন কমিটিতে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি কমিউনিটি অ্যান্ড অ্যাডাল্ট সার্ভিসেস স্ক্রুটিনি কমিটির চেয়ার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তার দুই কন্যাসন্তান রয়েছে।

১৯৮০ এর দশকে মাত্র ছয় বছর বয়সে সিলেট থেকে পরিবারের সঙ্গে কার্ডিফে আসেন তিনি। নতুন পরিবেশে ভাষা না জানার কারণে শৈশবের শুরুটা তার জন্য কঠিন ছিল। স্কুলজীবনে তাকে অনেক সময় শুনতে হয়েছে, তার ইংরেজি হয়তো যথেষ্ট ভালো নয়। এই ধরনের মন্তব্য তার মধ্যে আত্মসন্দেহ তৈরি করলেও, তিনি তা অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যান। তার বাবা-মা কার্ডিফে স্থায়ী হওয়ার পর সেখানে কমিউনিটির নানা কাজে যুক্ত ছিলেন, যা তাকে জনসেবার প্রতি আগ্রহী করে তোলে।

শিক্ষাজীবনে তিনি কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয় (Cardiff University) থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে জীববিজ্ঞানী হিসেবে জিনতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যসেবা খাতে কাজ করেন। ২০১৯ সালে তিনি সাইট সিমরু (Sight Cymr) প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন, যা তার নেতৃত্বগুণকে আরও সুসংহত করে।

বাবলিন বলেন, এটি তার কাছে শুধু একটি পদ নয়, বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তিনি চান, তার কাজের মাধ্যমে কার্ডিফের মানুষের কাছে ইতিবাচক বার্তা পৌঁছাক এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ অনুপ্রাণিত হোক।

লর্ড মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় বাবলিন মালিক 'UCAN Productions' নামক একটি সংস্থাকে তার দাতব্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এই সংস্থাটি দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিশুদের পারফর্মিং আর্টস ও সৃজনশীল কাজে অংশ নেওয়ার সুযোগ করে দেয়। তার মতে, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমাজে যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন, তা অনেক সময় আড়ালেই থেকে যায়। তাই তাদের জন্য কার্যকর একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা জরুরি। বাবলিন মালিকের এই অর্জন কেবল একটি প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ নয়। এটি এমন এক যাত্রার প্রতিফলন, যেখানে অভিবাসী জীবনের চ্যালেঞ্জ, ভাষাগত সীমাবদ্ধতা এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে নেতৃত্বে উঠে আসার একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত তৈরি হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

WalesOnline (26 †g 2023)

নিউ ইয়র্ক সিটির লক্ষ লক্ষ কর্মী

৪৮ পৃষ্ঠার পর

মার্চ থেকে শুরু করে, নিয়োগকর্তাদের অবশ্যই প্রতি বছর অতিরিক্ত ৩২ ঘণ্টা 'বেতনহীন সুরক্ষিত ছুটি' (unpaid protected leave) প্রদান করতে হবে।

নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি এই নতুন আইনটির ভূয়সী প্রশংসা করেন-যা গত বছর সিটি কাউন্সিল কর্তৃক পাস হয়েছিল এবং যা 'বেতনসহ ছুটি' কোন কোন প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে, তার পরিধিও বিস্তৃত করেছে।

মামদানি বলেন, "এমন একটি আইন প্রণীত হয়েছে যা আমাদের শহরে কর্মীরা কোন কোন প্রয়োজনে 'বেতনসহ ছুটি' ব্যবহার করতে পারবেন, তার ক্ষেত্র প্রসারিত করবে। এর ফলে একজন কর্মী তার সন্তান কিংবা কোনো প্রতিবন্ধী প্রিয়জনের সেবা-যত্নের জন্য এই বেতনসহ ছুটি ব্যবহার করতে পারবেন।'

'ভোক্তা ও কর্মী সুরক্ষা বিভাগ'-এর কমিশনার স্যাম লেভিন জানান, সিটি কর্তৃপক্ষ ৫৬,০০০ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে আইন মেনে চলার বিষয়ে সতর্কবার্তা পাঠাবে। এছাড়া, কর্মীরা তাদের প্রাপ্য ছুটি সঠিকভাবে পাচ্ছেন কি না তা নিশ্চিত করতে নির্দিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠানে নিরীক্ষা (audit) চালানোর পরিকল্পনাও তাদের রয়েছে।

লেভিন আরো বলেন, "কর্মীদের এমন কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া উচিত নয়, যেখানে তাদের চাকরি রক্ষা করা, নিজেদের বাসস্থান সুরক্ষিত রাখা, সন্তানদের যত্ন নেওয়া কিংবা প্রিয়জনদের সেবা করার-এসবের মধ্যে যেকোনো একটিকে বেছে নিতে হয়।চ

মেয়র মামদানি আরও বলেন, "আপনি যখন কোনো নিয়োগকর্তার দিকে তাকান এবং দেখেন যে তাদের কর্মীরা কেউই বেতনসহ ছুটি ব্যবহার করছেন না, তখন বুঝতে হবে আপনি এমন এক কর্মীগোষ্ঠীর দিকে তাকিয়ে আছেন-যাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তারা যদি ওই ছুটি ব্যবহার করেন, তবে তাদের পরিণাম ভোগ করতে হবে।চ

কুইন্সের মাসপেথ এলাকায় অবস্থিত একটি সাধারণ ক্যাফেতে বসে মাইকেল লেব্রন মেয়র মামদানিকে অ্যামাজনের একজন প্যাকার (প্যাকেজিং কর্মী) হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা এবং এই নতুন আইনটি নিয়ে তার আশার কথা শোনান। তিনি বলেন, "আমি একজন একক অভিভাবক (single parent) এবং আমার দুটি সন্তান রয়েছে।চ

গত মাসে চিকিৎসকরা লেব্রনের ফুসফুসে কিছু নডিউল বা ছোট দলা সদৃশ বস্তু শনাক্ত করেন। কিন্তু যেহেতু তখন বছরের একদম শুরুর সময় ছিল, তাই তিনি জানান যে, কাজ থেকে ছুটি নেওয়ার মতো পর্যাপ্ত সময়ের সঞ্চয় (accrued hours) তার কাছে ছিল না।

তিনি বলেন, "বছরের শুরুতে তারা আমাদের মাত্র সাত ঘণ্টার [বেতনসহ ছুটি] সুবিধা দেয়। অথচ আমার কাজের শিফট বা পালা হয় ১০ ঘণ্টার-তাই ওই সাত ঘণ্টায় আমার পুরো শিফটের সময়টুকুও পূরণ হয় না।চ "তারা আমাকে বলেছিল, যদি এটি আকারে বাড়ে, তবে তা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে; আর যদি এটি বর্তমান অবস্থাতেই থেকে যায়, তবে বিষয়টি সামলানো সহজ হবে। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারব না, কারণ আমি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি না।চ

লেব্রন জানান, তিনি আশা করছেন যে নতুন আইনটির সুবাদে তিনি এখন ডাক্তারের কাছে যাওয়ার আরও বেশি সুযোগ পাবেন।

অ্যামাজনের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, কোম্পানিটি সমস্ত ফেডারেল ও স্থানীয় আইন মেনে চলে এবং "আমরা নিশ্চিত করব যেন এই আইনের যাবতীয় শর্তাবলি যথাযথভাবে পূরণ করা হয়।চ

ওই মুখপাত্র আরও বলেন, "আমাদের কর্মীদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণই আমাদের কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের বিষয়। আমরা একটি নিরাপদ ও সহায়ক কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ-এমনকি যখন কর্মীদের কাজের বিরতি বা ছুটির প্রয়োজন হয়, সেই সময়েও। আমাদের অপারেশনস কেন্দ্রগুলোতে কর্মরত কর্মীসহ সকল পূর্ণকালীন কর্মীই তাদের কাজের প্রথম দিন থেকেই বেতনসহ ছুটি (paid time off) পাওয়ার অধিকারী হন এবং কর্মজীবনের পুরো সময়জুড়েই তাদের ছুটির এই সঞ্চয় ক্রমশ বাড়তে থাকে।চ

বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক'র উদ্যোগে নিউইয়র্কর রাজধানী আলবেনীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

পরিচয় ডেস্ক : বিশ্বের রাজধানী খ্যাত নিউইয়র্ক ষ্টেটের রাজধানী আলবেনীর ক্যাপিটাল হিলে বাংলাদেশের ৫৫তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে সিনেট ও অ্যাসেম্বলী হাউজে সর্বসম্মতিক্রমে পৃথক পৃথক দুটি রেজ্যুলেশন গৃহীত হয়েছে। রেজুলেশন দুটিতে স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস স্থান পায়। বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক'র উদ্যোগে প্রথমবারের মতো গত ২৪ মার্চ মঙ্গলবার এবং ব্রঙ্কস বাংলাদেশী কমিউনিটির উদ্যোগে গত ২৩ মার্চ সোমবার ক্যাপিটাল হিলে ১০ম বারের মতো বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়।

বাংলাদেশ সোসাইটি

নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেট ও অ্যাসেম্বলী হাউজের একাধিক সদস্যের উদ্যোগ ও সহযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের 'আমব্রেলা সংগঠন' হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক গত ২৪ মার্চ মঙ্গলবার নিউইয়র্ক ষ্টেটের রাজধানী আলবেনী'র ক্যাপিটাল হিলে বাংলাদেশের ৫৫তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। এদিন অ্যাসেম্বলী হাউজে একটি রেজ্যুলেশনও পাশ হয়। অ্যাসেম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমার রেজুলেশনের প্রস্তাবটি উপস্থাপন করলে অ্যাসেম্বলীওম্যান কারিনেস রিয়েস, অ্যাসেম্বলীম্যান ডেভিড ওয়েপ্রীন, অ্যাসেম্বলীওম্যান গ্রেস লী ও অ্যাসেমলীম্যান নাদের সায়িং সহ ৭ জন অ্যাসেম্বলী সদস্যর সমর্থনে হাউসে উপস্থিত শতাধিক সদস্য করতালির মাধ্যমে তা অনুমোদন করেন। ঐতিহাসিক এ মুহূর্তে বাংলাদেশ সোসাইটির নেতৃবৃন্দ ও প্রবাসীরা হাউজে উপস্থিত ছিলেন। দিবসটি উদযাপনে ষ্টেট সিনেটর জন সি ল্যু ও সিনেটর নাথালিয়া ফার্নানডেজ সহ কয়েকজন ষ্টেট সিনেটর সমর্তন ও সহযোগিতা করেন।

এর আগে দুপুরে বাসযোগে বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ, সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ মোহাম্মদ আলী, সিনিয়র সহ-সভাপতি মো. মহিউদ্দীন দেওয়ান, ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য আজিমুর রহমান বোরহান, কাজী আজম ও নাঈম টুটুল, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সভাপতি বদরুল হোসেন খান, বাংলাদেশী আমেরিকান সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক আমীন মেহেদী সহ বিভিন্ন কমিউনিটির প্রায় অর্ধশত নেতৃবৃন্দ ও প্রবাসী বাংলাদেশী আলবেনীতে পৌঁছে তাদের স্বাগত জানান অ্যাসেম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমার।

এই সময় বাংলাদেশী কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন অ্যাসেম্বলীওম্যান কারিনেস রেয়েস, অ্যাসেম্বলীম্যান ডেভিড ওয়েপ্রিন, অ্যাসেম্বলীওম্যান গ্রেস লি, অ্যাসেম্বলীম্যান নাদের সায়েগ সিনেটর জন সি লু ও সিনেটর নাথালিয়া ফার্নান্দেজ। ঐতিহাসিক বিলটির প্রস্তাব পাসের পর বাংলাদেশ সোসাইটির পক্ষ থেকে নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেট এবং অ্যাসেম্বলী হাউজের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশ সোসাইটি আমেরিকার মূলধারায় আরো এগিয়ে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন সোসাইটির নেতৃবৃন্দ। ষ্টেট অ্যাসেম্বলীতে গৃহীত পৃথক রেজল্যুশনে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হয়। রেজল্যুশনে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট, স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসামান্য অবদান, বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ স্বাধীনতাযুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত সবার অবদান স্বীকার করে তাদের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করা হয়। এতে আরো বলা হয় যে, নিউইয়র্ক সিটিতে ৮০ হাজারেরও বেশি বাংলাদেশী বসবাস করছেন। আমেরিকার অর্থনীতি বিনির্মাণে তাদের ভূমিকা অনন্য। এ সময় উভয় কক্ষের জনপ্রতিনিধিরা বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও যথাযথ সম্মান নিবেদন করেন। স্টেট সিনেটর ও অ্যাসেম্বলী সদস্যরা এ সময় যুক্তরাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নে বাংলাদেশী কমিউনিটির অবদানেরও উচ্ছ্বসিত প্রসংশা করেন।

এসময় বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ, সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সিনিয়র সহ-সভাপতি মো. মহিউদ্দীন দেওয়ান, সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য আজিমুর রহমান বোরহান, কাজী আজম ও নাঈম টুটুল সহ সোসাইটির অন্যান্য কর্মকর্তা এবং কমিউনিটির বিশিষ্টজন সহ প্রবাসী বাংলাদেশীরা উপস্থিত ছিলেন।

ক্যাপিটাল হিলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন প্রসঙ্গে সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী বলেন, আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ আর স্বাধীনতার কথা নিউইয়র্ক ষ্টেটের রাজধানী আলবেনীর ক্যাপিটাল হিলে উত্থাপনের মধ্য দিয়ে দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের কথা আমেরিকার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকবে। এই ইতিহাস প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম জানবে। প্রবাসে জন্ম নেয়া ও বেড়ে উঠা আমাদের প্রজন্ম এই ইতিহাসের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে জানবে। খবর ইউএনএ-র

১০ই এপ্রিল নিউ ইয়র্ক এবং লস আঞ্জেলেস এ মুক্তি পাবে রেদয়ান রনি পরিচালিত ঈদের ছবি 'দম'

পরিচয় ডেস্ক: আগামী ১০ই এপ্রিল নিউ ইয়র্ক এবং লস আঞ্জেলেস এ প্রিমিয়ার সহ মুক্তি পাবে রেদয়ান রনি পরিচালিত এবং আফরান নিশো , চঞ্চল চৌধুরী এবং পূজা চেরি অভিনিত ঈদের উত্তাল করা ছবি - ' দম ' ।

এ দুটি শহরে পুরো সপ্তাহ চল্বার পর , ১৭ই এপ্রিল আমেরিকা এবং কানাডা জুড়ে মুক্তি পাবে ব্যতিক্রম ধর্মী এ ছবি ।

ছবিটির উত্তর আমেরিকার পরিবেশক বায়োস্কোপ ফিল্মস এর রাজ হামিদ জানান, আমরা অনেক গুলো হল চেয়েছি, যাতে আপনাদের কাছা কাছি যেতে পারি । আমরা জানি , পৃথিবীর এবং দেশজ নানান উৎকণ্ঠা র ভেতরও এই এক বছরের উপর সময় আপ্নারা বাংলা ছবিকে ভুলে যাননি । আগ্রহ ভরে অপেক্ষা করেছেন । আশায় থেকেছেন ।

বায়োস্কোপ ফিল্মেসের অগ্রযাত্রায় যাত্রায় আপ্নারা পাশে থেকেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন - ছবি দেখে ধন্যবাদ দিয়েছেন।

আজকে নির্দ্বিধায় বলতে পারি - উত্তর আমেরিকার বাংলা ছবির দর্শকরা বাংলা চলচ্চিত্রকে নতুন প্রান দিয়েছেন । আপনাদের প্রতি দেশের সকল চলচ্চিত্র নিরমাতা , অভিনয় শিল্পী , কলা কুশলী , মেক-আপ , লাইট , সাউন্ড , কেটারিং এবং ভ্যান চালক - ফিল্মে জড়িত সবার পক্ষ থেকে অশেষ ধন্যবাদ ।

নিউ ইয়র্ক এবং লস আঞ্জেলেস এর প্রতি কোন পক্ষ পাতিত্ত নয় (কিছুটা হয়তো আছে) - এ দুটি শহরে প্রেক্ষাগৃহের উপর আমাদের হাত টা একটু শক্ত , তাই আমরা এখানে ব্যবস্থা টা করতে পেরেছি ৩ সপ্তাহের ওয়িন্ডো পাশ কাটিয়ে ।

আগেই বলেছি - ' দম' একটি ব্যতিক্রম ধর্মী ছবি । রেদোয়ান রনি কেবল ছবি নির্মাণ করেননি - বাংলা চলচ্চিত্র ইতিহাসে একটি নতুন পাতা

সংযোজন করেছেন । জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয় করে আফরান নিশো আবার ও প্রমান করলেন - প্রতিটি চলচ্চিত্রে তার অভিনয়ের উত্তরন ঘটছে । 'দম' এর সিনেমাটোগ্রাফী দম রুদ্ধকর । ক্যামেরামান মিখাইল সির্যানোভ রেদোয়ান রন্বির 'দম' হবে বায়োস্কোপ ফিল্মস এর ৫৩ তম পরিবেশনা । উত্তর আমেরিকার দর্শকদের ভালবাসায় এতো দূর আসা ।

রাজ হামিদ আরো জানান, দম এর সাথে বায়োস্কোপ ফিল্মস অনেক আগে থেকেই সম্পৃক্ত । আমি এবং আমার সহ-পাগল রুবনা - আমরা দু'জনেই রেদয়ান রনি'র নাটকের ভক্ত ছিলাম । চরকি'র দায়িত্ব নেবার পর থেকে , নাটকে এবং স্ক্রিনে তাকে আর পাওয়া যাচ্ছিল না । তাই দম নিয়ে আমাদের দু'জনার আশার অন্ত ছিল না । এবং রেদোয়ান রনি আশাহত করেননি । বিশাল ক্যানভাস এর ছবি দম । এবং অত্যন্ত মুনশিয়ানা দেখিয়ে এই ক্যানভাস্টি তুলে ধরেছেন রনি । সাথে আরফান নিশো'র অভিনয় এক অনন্য মাত্রা যোগ করেছে দম এ । দম ছবিটি দেখালে নিশ্চের প্রতিটি বড় পর্দার ছবিই যুক্তরাষ্ট্রে বায়োস্কোপ ফিল্মস এর নিয়ে আসা হবে ! পুজা চেরির স্ক্রিন প্রেজেন্স ছিল বেশ গাড় । 'পোরামন ২ ' এর পর আবার নতুন ভাবে তাকে নিয়ে চিন্তা ভাবনার দরকার আছে আমার মনে হয় ।

সব শেষে দম সম্পর্কে বলবো , শাহরিয়ার শাকিল এর কথা । দম এর প্রযোজক । আমার মনে হয় , এই ইন্ডাস্ট্রি এই মানুষটাকে তার প্রাপ্য সম্মান দেয় না । সুরঙ্গ , তুফান আর তান্ডব আকশেন থ্রিলার দর্শকদের যে আবার থিয়েটারে নিয়ে এসেছে - এই কৃতিত্ব টা বেশ কিছু অংশ এই মানুষটাকে দিতে হবে । 'দম' তার ইউনিক আর বল্ড স্টোরি লাইন , ডিরেকশেন আর অভিনয় দিয়ে দরশক মন জয় করবে বলে আমার বিশ্বাস।

ব্রঙ্কস বরোর বাংলাদেশী কমিউনিটির উদ্যোগে

নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটে 'বাংলাদেশ ডে' উদযাপন

পরিচয় ডেস্ক: বিগত বছরগুলোর মতো এবছরও নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কস বরোর বাংলাদেশী কমিউনিটির উদ্যোগে নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটে যথাযোগ্য মর্যাদায় 'বাংলাদেশ ডে' উদযাপিত হয়েছে। বাংলাদেশের ৫৫তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে গত ২৩ মার্চ রাজধানী আলবেনীতে ১০ম বারের মতো 'বাংলাদেশ ডে' উদযাপন করা হয়। সকালে বাসযোগে ব্রঙ্কস থেকে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রতিনিধিসহ অর্ধ শতাধিক প্রবাসী বাংলাদেশী আলবেনীতে পৌঁছে সিনেটর লুইস সেপুলভেদা ও ন্যাথালিয়া ফার্নান্ডেজের সঙ্গে শোভাযাত্রায় অংশ নেন। পরে সিনেট ভবনে ফটোসেশন ও মধ্যাহ্নভোজ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সিনেটর যথাক্রমে লুইস সেপুলভেদা, ন্যাথালিয়া ফার্নান্ডেজ, জন সি ল্যু, জেসিকা রামোস ও রবার্ট জ্যাকসনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস তুলে ধরেন এবং যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী কমিউনিটির অবদানের প্রশংসা করেন। একইসঙ্গে বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়াকে মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেন। এসময় বিভিন্ন জনকে সম্মাননা প্রদান ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। এসময় ঢাক-ঢোল পিটিয়ে নেচে-গেয়ে আনন্দ প্রকাশ করা হয়। জাতীয় সঙ্গীতসহ সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় অংশ নেয় বাংলাদেশ একাডেমী অব ফাইন আর্টস-বাফা'র শিল্পীরা। পরিচালনা ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন বাফা'র প্রেসিডেন্ট ফরিদা ইয়াসমীন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে ইভেন্ট কমিটির আহ্বায়ক মো. শামিম মিয়ার সঞ্চালনায় অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ ডে উদযাপন কমিটি'র প্রধান উপদেষ্টা আবদুস শহীদ, চেয়ারম্যান জুনেদ আহমেদ চৌধুরী, কো-চেয়ারম্যান রোকন হাকীম ও সামাদ মিয়া জাকারিয়া, যুগ্ম আহ্বায়ক শামিম আহমেদ, প্রধান সমন্বয়কারী আবদুর রহিম বাদশা, কমিটির মুখপাত্র ইমরান শাহ রন, সদস্য সচিব এ ইসলাম মামুন, যুগ্ম সদস্য সচিব রেজা আব্দুল্লাহ, উপদেষ্টা সাখাওয়াত আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মঞ্জুর আহমেদ, এডভোকেট রেদওয়ানা রাজ্জাক, সরাফত আলী পাটোয়ারী মাস্টার, সমন্বয়কারী নুরুল ইসলাম মিলন ও মুনতাসিম বিল্লাহ তুষার, সদস্য জামাল আহমদ, সাদিকুর রহমান, সিদ্দিক মিশরী, মোয়াজ্জেম হোসেন প্রমুখ। এছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশ অ্যাথলেটিকস ফেডারেশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সহকারি অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট আবদুর রকিব মন্টু উপস্থিত ছিলেন।

বিকেলে সিনেট অধিবেশনে 'বাংলাদেশ ডে' সংক্রান্ত রেজুলেশন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এসময় সিনেট গ্যালারিতে প্রবাসী বাংলাদেশীরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন সিনেট গ্যালারী বাংলাদেশীদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। উল্লেখ্য, ২০১২ সালে নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটে প্রথম 'বাংলাদেশ ডে' রেজুলেশন গৃহীত হয়। এরপর থেকে প্রতিবছর দিবসটি উদযাপিত হয়ে আসছে। খবর ইউএনএ-র

A BIOSKOPE FILMS NORTH AMERICA DISTRIBUTION
NEW YORK
LOS ANGELES
SAN FANCISCO
DALLAS
AUSTIN
HOUSTON
MIAMI
WEST PALM BEACH
ORLANDO
ATLANTA
VIRGINIA
MARYLAND
BALTIMORE
DETROIT
SACRAMENTO
PHOENIX
BUFFALO
ALBANY
MINNESOTA
OKLAHOMA CITY
SAN DIEGO
DENVER
RALEIGH
CHARLOTTE
CONNECTICUT
SEATTLE
PORTLAND
OMAHA
& MORE
OPENS nationwide
APRIL 17th
PRODUCED BY & CHORKI
A Redoan Rony Film
UNTIL THE LAST BREATH
NEW YORK AND LOS ANGELES
FRIDAY APRIL 10TH
USA AND CANADA NATIONWIDE RELEASE
FRIDAY APRIL 17TH
BIOSKOPE CANADA

'মক্কা থেকে মারাকেশ'- মানুষের পথে, ইতিহাসের ভিতর দিয়ে এক অন্তর্জাগতিক ভ্রমণ

মিহিরকান্তি চৌধুরী : ভ্রমণসাহিত্য কখনো কেবল পথের বর্ণনা নয়-এটি মানুষের, সময়ের, স্মৃতির এবং অভিজ্ঞতার বহুমাত্রিক পাঠ। একটি সত্যিকারের ভ্রমণকাহিনী মানে মানচিত্রে বিন্দু চিহ্নিত করা নয়, বরং সেই বিন্দুগুলোর ভেতরে লুকিয়ে থাকা জীবন, ইতিহাস, সম্পর্ক ও অনুভবকে আবিষ্কার করা। সেই অর্থে ইব্রাহীম চৌধুরী খোকনের 'মক্কা থেকে মারাকেশ' নিছক কোনো পর্যটকের ডায়েরি নয়; এটি এক গভীর মানব-অন্বেষণের দলিল, যেখানে ভৌগোলিক সীমারেখা ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসে এবং মানুষই হয়ে ওঠে কেন্দ্রীয় সত্তা।

এই গ্রন্থে মক্কার পবিত্রতা যেমন আছে, তেমনি আছে দুবাইয়ের চোখধাঁধানো আধুনিকতার বিপরীতে প্রবাসী শ্রমজীবনের নীরব বাস্তবতা; আছে মারাকেশের রঙিন, রহস্যময় ও কিংবদন্তিময় রাত, আবার আছে বসনিয়ার ইতিহাসবিদ্ধ স্মৃতি, যা বিশ্বযুদ্ধের সূচনার মতো বৃহৎ ঘটনাকেও স্পর্শ করে। ফলে বইটি একক কোনো অভিজ্ঞতার নয়-বরং নানা ভূখণ্ড, সংস্কৃতি, ধর্ম, অর্থনীতি ও ইতিহাসের সুরে গাঁথা এক বহুস্বরিক বয়ান। এখানে পথ কেবল বাহন, আসল বিষয় পথের ভেতর দিয়ে মানুষকে আবিষ্কার করা।

লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন, এই যাত্রায় তাঁর মূল প্রয়াস ছিল বিচিত্র ভূখণ্ডকে এক সুতোয় গেঁথে ফেলা-মানুষের অভিন্ন মানবিকতার সূত্রে। এই উচ্চারণ কেবল একটি বক্তব্য নয়; এটি পুরো গ্রন্থের দার্শনিক ভিত্তি। ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ-তাদের বাহ্যিক পার্থক্য সত্ত্বেও কোথায় যেন তারা এক অভিন্ন অনুভূতির জায়গায় এসে মিলিত হয়-এই অনুসন্ধানই বইটিকে গভীরতা দিয়েছে।

ফলে 'মক্কা থেকে মারাকেশ' কেবল এক ভ্রমণের বিবরণ হয়ে থাকে না; এটি হয়ে ওঠে সময়, মানুষ ও মানবতার অন্তঃসলিলা স্রোতকে স্পর্শ করার এক নান্দনিক ও বৌদ্ধিক যাত্রা।

মানুষই প্রধান, পথ তার অজুহাত

এই ভ্রমণকাহিনীর সবচেয়ে বড় শক্তি-মানুষ। এখানে শহর আছে, মসজিদ আছে, গলি আছে, ইতিহাস আছে; কিন্তু এসবই যেন প্রেক্ষাপট, মঞ্চসজ্জা মাত্র। আসল নাটকটি ঘটে মানুষের ভেতরে, মানুষের জীবনে, মানুষের অভিজ্ঞতায়। পথ যেন কেবল একটি অজুহাত-মানুষের কাছে পৌঁছানোর, মানুষের গল্প শোনার।

সৌদি আরবে নিগৃহীত বাংলাদেশি শ্রমিক তানিয়া, তায়েফের রেস্তোরাঁ-মালিক 'ফিশারম্যান' সায়াআদ মোহাম্মদ, অচেনা বেদুইন, কিংবা মারাকেশের আম্বার, লায়লা, আদিলা, আহমেদ-এরা প্রত্যেকেই যেন এককেটি খোলা জানালা। তাদের ভেতর দিয়ে পাঠক প্রবেশ করে ভিন্ন ভিন্ন জীবনবাস্তবতায়, ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতির ভূগোলে।

তানিয়ার গল্পে ধরা পড়ে প্রবাসী জীবনের অনিশ্চয়তা, বঞ্চনা ও নিঃসঙ্গতার দীর্ঘ ছায়া; তার জীবন যেন এক অদৃশ্য সংগ্রামের প্রতীক। অন্যদিকে আহমেদ-চালক ও গাইড হয়েও-জীবনকে দেখেন গভীর চিন্তার চোখে। তাঁর কথায়, আচরণে, পথচলায় এক ধরনের সহজ দার্শনিকতা লুকিয়ে থাকে, যা ভ্রমণকে কেবল স্থানান্তর নয়, ভাবনারও যাত্রায় রূপ দেয়।

আর আদিলা-এই চরিত্রটি যেন পুরো বইয়ের এক নান্দনিক প্রতীক। তার মধ্যে আছে স্মৃতির কোমলতা, সৌন্দর্যের মায়া, এবং সময়কে ধরে রাখার এক অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষা। তার দেওয়া একটি ফুল, তার বলা একটি বাক্য-এসব ক্ষুদ্র মুহূর্তই হয়ে ওঠে বৃহৎ অনুভবের বাহক। ফলে চরিত্রগুলো কেবল তথ্যবহুল নয়; তারা আবেগময়, জীবন্ত, এবং দীর্ঘস্থায়ী।

এইসব মানুষের সঙ্গে লেখকের সম্পর্কও লক্ষণীয়। তিনি তাদের পর্যবেক্ষণ করেন না দূর থেকে; তিনি তাদের কাছে যান, তাদের শোনেন, তাদের সঙ্গে সময় কাটান। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি তাই পর্যটকের নয়-একজন মনোযোগী শ্রোতার। মানুষকে বোঝার আগ্রহ তাঁর মধ্যে পুণ্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষার চেয়েও প্রবল। এই মানবিক অবস্থানই বইটিকে আলাদা মাত্রা দেয়। কারণ এখানে মানুষ কোনো উপাদান নয়-মানুষই কেন্দ্র। পথ, স্থান, ইতিহাস-সবকিছু ঘুরে ফিরে সেই মানুষকেই আলোকিত করে। আর পাঠকও সেই আলোয় নিজেকে আবিষ্কার করতে শুরু করে।

জেমা এল-ফনা: এক জাদুর বাস্তবতা

মারাকেশের জেমা এল-ফনা চত্বর এই ভ্রমণকাহিনীর এক অনন্য নান্দনিক কেন্দ্র-একটি জীবন্ত, শ্বাসপ্রশ্বাসময় চরিত্র, যা দিন ও রাতের ভিন্নতায় নিজের রূপ পাল্টায়। দিনের আলোয় এটি হয়তো একটি সাধারণ জনচত্বর, কিন্তু রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে তা যেন রূপ নেয় এক জাদুর রাজ্যে। সারি সারি লণ্ঠনের আলো, ভুনা মাংসের ধোঁয়ায় ভরা বাতাস, গল্পকারদের গোল হয়ে বসা আসর, আর মানুষের অবিরাম কোলাহল-সব মিলিয়ে এটি হয়ে ওঠে এক স্বপ্নময়, প্রায় অবাস্তব বাস্তবতা।

এই চত্বরের বর্ণনায় লেখকের ভাষা বিশেষভাবে কাব্যিক হয়ে ওঠে। আদিলার হাতে তাজা ডুমুর-তার আঙুলের স্পর্শে ফলের "লজ্জায় লাল হয়ে ওঠা"-এই চিত্রকল্প শুধু একটি দৃশ্য নয়, এটি এক অনুভূতির রূপায়ণ। এখানে বস্তু যেন প্রাণ পায়, স্পর্শ যেন ভাষায় রূপ নেয়। একইভাবে, আদিলার নানির দেওয়া তেলের কৌটো-"সময়ের দাগ মুছে দেয়"-এটি নিছক একটি বস্তু নয়; এটি স্মৃতি, উত্তরাধিকার এবং সময়ের বিরুদ্ধে মানুষের নীরব প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে ওঠে।

জেমা এল-ফনা চত্বর তাই কেবল একটি ভৌগোলিক স্থান নয়-এটি এক বহমান সংস্কৃতি, যেখানে প্রতিটি মুহূর্তে গল্প জন্ম নেয়, প্রতিটি মুখে লুকিয়ে থাকে একটি ইতিহাস। এখানে লোকজ ঐতিহ্য, বাণিজ্য, বিনোদন এবং দৈনন্দিন জীবন একসঙ্গে মিশে যায়। গভীর রাতে গল্পকাররা যখন বার্বার উপজাতির প্রাচীন কিংবদন্তি শোনায়, তখন বাস্তব আর কল্পনার সীমারেখা মুছে যেতে থাকে।

লেখকের কৃতিত্ব এখানেই-তিনি এই চত্বরকে শুধু চোখে দেখেন না, তিনি তা অনুভব করেন এবং সেই অনুভূতিকে পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত করতে সক্ষম হন। ফলে পাঠক কেবল একটি জায়গার বর্ণনা পড়ে না; সে যেন নিজেই সেই চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকে-লণ্ঠনের আলোয়, গন্ধে, শব্দে, গল্পে ঘেরা এক জাদুময় অভিজ্ঞতার ভেতরে।

ধর্ম, ইতিহাস ও মানবতার সমান্তরাল পথ

গ্রন্থটির একটি গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো-ধর্ম ও ইতিহাসকে পাশাপাশি রেখে দেখার সক্ষমতা। এই বইয়ে স্থানগুলো কেবল ভৌগোলিক বিন্দু নয়; তারা সময়ের স্তরে জমাট বাঁধা অর্থবহ প্রতীক। মক্কার আরাফাত ময়দান, যেখানে লাখো মানুষের সমবেত প্রার্থনা মানবতার এক ঐক্যবদ্ধ মুহূর্ত তৈরি করে; বসনিয়ার দরবেশদের আস্তানা, যেখানে নদীর ধারে জিকিরে মগ্ন মানুষ সময়কে অতিক্রম করার চেষ্টা করে; কিংবা সারায়েভোর সেই রাস্তা, যেখানে ফ্রাঞ্জ ফার্দিনান্দ হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা-এসবই

ইতিহাসের জীবন্ত স্মারক হয়ে ওঠে।

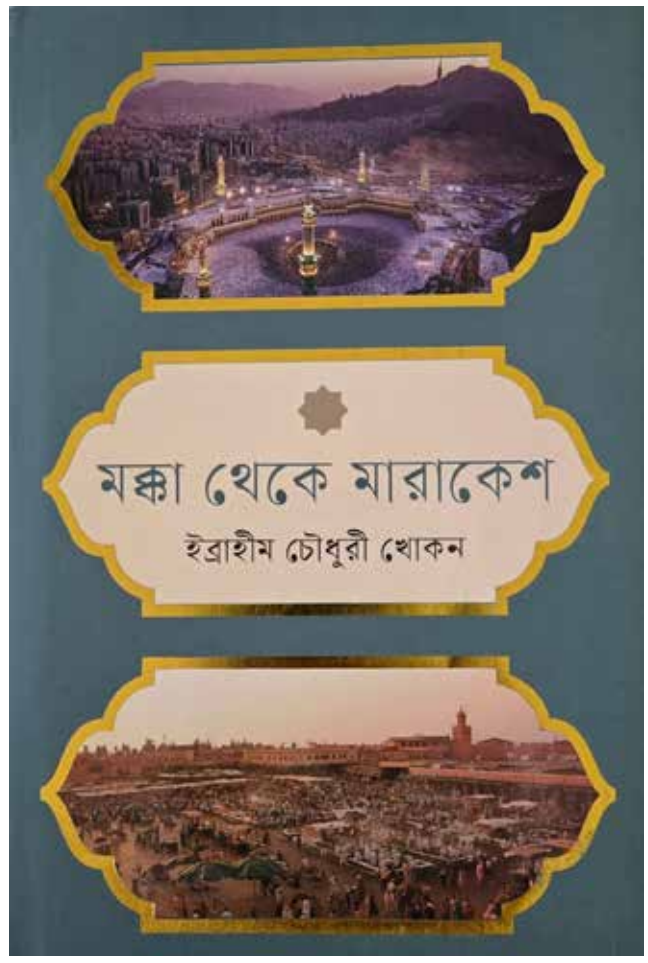

সুফি সাধকদের মাজার, তাদের ঘিরে থাকা কিংবদন্তি, দরবেশদের জিকির-এসব বর্ণনায় লেখক ধর্মকে কেবল আচার বা আনুষ্ঠানিকতার ভেতর সীমাবদ্ধ রাখেন না। বরং তিনি ধর্মের অন্তর্লীন আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানকে স্পর্শ করতে চান। এই অনুসন্ধান ব্যক্তিগত, নীরব এবং গভীর-যেখানে মানুষ নিজের সত্তার মুখোমুখি দাঁড়ায়। ফলে ধর্ম এখানে বিভাজনের নয়, বরং এক ধরনের অন্তর্মুখী যাত্রার প্রতীক হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে বসনিয়ার ইতিহাস-বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনালগ্ন-মানবসভ্যতার নির্মম বাস্তবতাকে সামনে আনে। একটি গুলির শব্দ কীভাবে বিশ্বব্যাপী ধ্বংসযজ্ঞের সূচনা করতে পারে, কীভাবে রাজনৈতিক সংঘাত মানবিক বিপর্যয়ে রূপ নেয়-এই উপলব্ধি পাঠককে নাড়া দেয়। এখানে ইতিহাস কোনো দূরবর্তী অতীত নয়; এটি বর্তমানের ভেতরও প্রতিধ্বনিত হয়। এই দুই ভিন্ন মেরু-আধ্যাত্মিকতা ও সহিংস ইতিহাস-এর মধ্যে দাঁড়িয়ে লেখক যেন একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করেন : মানুষের পথ কোথায়? মানুষ কি ধ্বংসের দিকে এগোবে, নাকি আত্মঅন্বেষণের দিকে? এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর তিনি দেন না, কিন্তু তাঁর বর্ণনা, তাঁর অভিজ্ঞতা, তাঁর দেখা মানুষগুলো-সব মিলিয়ে পাঠককে সেই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। ফলে 'মক্কা থেকে মারাকেশ' কেবল ভ্রমণের নয়, এটি এক গভীর বৌদ্ধিক ও নৈতিক অনুসন্ধানের গ্রন্থ-যেখানে ধর্ম, ইতিহাস ও মানবতা একইসঙ্গে পথ চলতে থাকে, কখনো সমান্তরালভাবে, কখনো একে অপরকে ছেদ করে।

প্রবাস, অর্থনীতি ও বাস্তবতার কঠিন মুখ

এই গ্রন্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি নিহিত আছে লেখকের নির্মোহ দৃষ্টিতে-বিশেষত প্রবাসজীবন ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার ক্ষেত্রে। দুবাইয়ের ঝলমলে অট্টালিকা, কাঁচের দেয়ালে প্রতিফলিত আধুনিকতার দম্ভ, আর তার নিচে শ্রমে-ঘামে গড়ে ওঠা এক বিশাল অদৃশ্য মানবসমাজ-এই দ্বৈততাকে লেখক অত্যন্ত সংযত অথচ তীক্ষ্ণভাবে ধরেছেন। পেট্রলনির্ভর অর্থনীতির চমকপ্রদ উন্নয়ন একদিকে যেমন বিশ্বকে বিস্মিত করে, অন্যদিকে সেই উন্নয়নের ভিত যে প্রবাসী শ্রমিকদের কাঁধে দাঁড়িয়ে-এই সত্যটি লেখক এড়িয়ে যান না।

মোতাহারের মতো চরিত্ররা এই বাস্তবতার প্রতীক। তাদের জীবন কোনো নাটকীয় ট্র্যাজেডি নয়, বরং দীর্ঘস্থায়ী, নিঃশব্দ এক সংগ্রাম। লেখক এখানে আবেগের অতিরঞ্জন করেন না; বরং তাঁর সংযমই পাঠকের মনে গভীর বেদনার জন্ম দেয়। এই বেদনা উচ্চকণ্ঠ নয়-এটি মৃদু, কিন্তু স্থায়ী। পাঠক অনুভব করতে থাকে, উন্নয়নের আলো যত উজ্জ্বল, তার ছায়াও তত গভীর। খলিল জিবরানের কবিতার উদ্ধৃতি এই অংশে একটি তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রা যোগ করে। "ণড়ঁৎ লড় রং ুড়ঁৎ ংড়ৎৎড়ি হসধংশবফ"-এই উপলব্ধি যেন পুরো প্রবাসজীবনেরই প্রতীক হয়ে ওঠে। আনন্দ ও দুঃখ এখানে পরস্পরের বিপরীত নয়, বরং একই অভিজ্ঞতার দুই মুখ। এই দ্বৈততাই বইটির অন্তর্নিহিত সুরগুলোর একটি।

খাদ্য, গন্ধ, স্বাদ: ইন্দ্রিয়ের ভ্রমণ

ভ্রমণ মানে শুধু চোখে দেখা নয়-এটি ইন্দ্রিয়ের এক সামগ্রিক অভিজ্ঞতা। 'মক্কা থেকে মারাকেশ'-এ এই ইন্দ্রিয়গত ভ্রমণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মারাকেশের চত্বরে টং দোকানের ছাগলের মাথা রান্না, ধোঁয়া ওঠা উনুন, অলিভের টক-মিষ্টি স্বাদ, রুটির সরলতা-এসব বর্ণনায় পাঠক যেন নিজেই বসে পড়ে সেই খাবারের সামনে।

খাবারের মধ্য দিয়ে লেখক কেবল স্বাদ নয়, সংস্কৃতির ভেতর প্রবেশ করেন। একটি জাতির খাদ্যাভ্যাস তার ইতিহাস, অর্থনীতি, জলবায়ু ও জীবনযাত্রার প্রতিফলন-এই গভীর উপলব্ধি তাঁর লেখায় বারবার ফিরে আসে। ফলে খাবার এখানে কেবল উপকরণ নয়, একটি সাংস্কৃতিক পাঠের মাধ্যম।

এই অংশগুলোতে গন্ধের বর্ণনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য-ভুনা মাংসের ঘ্রাণ, অলিভ অয়েলের সুবাস, কিংবা বাজারের মশলার মিশ্র গন্ধ-সব মিলিয়ে পাঠক যেন শব্দের ভেতর দিয়ে গন্ধ অনুভব করতে পারে। এ এক বিরল ক্ষমতা।

ভাষা ও বর্ণনার নন্দনশৈলী

ইব্রাহীম চৌধুরী খোকনের ভাষা সরল, অথচ গভীর। তিনি জটিল বাক্যগঠনের আশ্রয় নেন না, কিন্তু তাঁর বর্ণনায় একটি স্বতঃস্ফূর্ত কাব্যিকতা প্রবাহিত হয়। এই কাব্যিকতা কখনো আরোপিত নয়; বরং অভিজ্ঞতার ভেতর থেকেই উঠে আসে।

"ফুলের মধ্যে সূর্যাস্ত আটকে থাকা"-এমন চিত্রকল্প শুধু একটি দৃশ্য বর্ণনা করে না, এটি সময়, স্মৃতি ও ক্ষণস্থায়ীতার অনুভূতিকে একসঙ্গে ধারণ করে। তাঁর লেখায় দৃশ্য, অনুভূতি ও চিন্তা-এই তিনটি স্তর একসঙ্গে কাজ করে। ফলে পাঠক কেবল পড়েন না, দেখেন, অনুভব করেন এবং ভাবেন।

তাঁর সাংবাদিকসুলভ নির্ভুলতা এখানে একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করে, যার ওপর দাঁড়িয়ে সাহিত্যিক সংবেদনশীলতা প্রস্ফুটিত হয়। তথ্য ও অনুভূতির এই ভারসাম্যই তাঁর ভাষাকে আলাদা মাত্রা দিয়েছে।

লেখকের জীবনদৃষ্টি ও অভিজ্ঞতার প্রভাব

এই বইয়ের গভীরতা অনেকটাই নির্ভর করে লেখকের জীবন-অভিজ্ঞতার ওপর। দীর্ঘ সাংবাদিকতা, প্রবাসজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকা-এসব তাঁর দৃষ্টিকে প্রশস্ত করেছে। ফলে তিনি কেবল ভ্রমণকারী নন; তিনি একজন পর্যবেক্ষক, একজন বিশ্লেষক, এবং একই সঙ্গে একজন সংবেদনশীল মানব-অন্বেষক।

তিনি ঘটনাকে দেখেন, কিন্তু তার ভেতরের অর্থও খোঁজেন। তিনি মানুষের সঙ্গে কথা বলেন, কিন্তু সেই কথার অন্তর্লীন নীরবতাকেও ধরতে পারেন। এই ক্ষমতাই তাঁর লেখাকে গভীর করে তোলে।

সবচেয়ে বড় কথা-তিনি পাঠককে সামনে রেখে হাঁটেন না, পাশে নিয়ে হাঁটেন। ফলে পাঠক কখনো দূরবর্তী দর্শক হয়ে থাকে না; বরং এই যাত্রার এক সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হয়ে ওঠে। এই সহযাত্রী হওয়ার অভিজ্ঞতাই বইটির অন্যতম বড় সাফল্য।

উপসংহার: পথ নয়, পথচলার বই

'মক্কা থেকে মারাকেশ' শেষ পর্যন্ত কোনো পথের সরল বিবরণ নয়; এটি পথচলার গভীর, বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতার গল্প। এখানে মানচিত্রের রেখা নয়, মানুষের মুখই প্রধান হয়ে ওঠে; স্থান নয়, সেই স্থানে বসবাস করা জীবনের স্পন্দনই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। লেখক আমাদের দেখান-ভ্রমণ মানে গন্তব্যে পৌঁছানো নয়, বরং সেই পথে নিজেকে, অন্যকে এবং পৃথিবীকে নতুন করে আবিষ্কার করা। এই গ্রন্থে ধর্ম উপস্থিত, কিন্তু তা বিভাজনের নয়-মানবতার আলোয় উদ্ভাসিত এক অন্তর্মুখী অন্বেষণ। ইতিহাস এখানে কেবল অতীতের ঘটনার তালিকা নয়; বরং বর্তমানের অভিজ্ঞতার ভেতর পুনর্জীবিত এক চলমান সময়। অর্থনীতি সংখ্যার হিসাব হয়ে থাকে না; তা ধরা পড়ে মানুষের ক্লান্ত চোখে, শ্রমে-জর্জরিত হাতে, কিংবা নীরব সহিষ্ণুতায় ভরা মুখাবয়বে। বইটি পাঠ করতে করতে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়-এই ভ্রমণ বাইরের জগতের যতটা, তার চেয়েও বেশি ভেতরের। লেখক পাঠককে দূর থেকে দৃশ্য দেখান না; বরং তাকে এমন এক অবস্থানে নিয়ে যান, যেখানে পাঠক নিজেই প্রশ্ন করতে শুরু করে-মানুষ কে, তার সংগ্রাম কী, তার আনন্দ কোথায়, আর তার ভবিষ্যৎ কোন পথে?

সবশেষে বলা যায়, এই বই পাঠককে কেবল এক দেশ থেকে আরেক দেশে নিয়ে যায় না; বরং তাকে নিজের ভেতরের এক অজানা ভূগোলে প্রবেশ করায়। মানুষকে নতুন করে দেখার, পৃথিবীকে নতুনভাবে ভাবার এবং নিজের অবস্থানকে পুনর্বিবেচনা করার এক বিরল সুযোগ তৈরি করে। এই কারণেই 'মক্কা থেকে মারাকেশ' কেবল পড়ার বই নয়-এটি অনুভবের, অনুধাবনের এবং ধীরে ধীরে নিজের ভেতরে প্রতিধ্বনিত হওয়ার এক দীর্ঘ যাত্রা।

আমি গ্রন্থটির পাঠকপ্রিয়তা কামনা করি।

গ্রন্থ-পরিচিতি : 'মক্কা থেকে মারাকেশ' - ইব্রাহীম চৌধুরী খোকনের ভ্রমণকাহিনি। প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি ২০২৬; প্রকাশক: বাতিঘর, বাংলাদেশ; প্রচ্ছদ : সব্যসাচী হাজরা; মুদ্রণ: এসআরএল প্রিন্টিং প্রেস, নীলক্ষেত, ঢাকা। পাঁচটি অধ্যায়ে ১২৮ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের মূল্য ৩৫০ টাকা (১৮ মার্কিন ডলার)। উৎসর্গ : লেখকের গল্পকথক পিতৃব্য আব্দুর রহমান চৌধুরীকে। - *মিহিরকান্তি চৌধুরী, লেখক, অনুবাদক ও নির্বাহী প্রধান, টেগোর সেন্টার, সিলেট।*

নিউইয়র্কে জাতিসংঘে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম ভিত্তি বহুপাক্ষিকতা -পররাষ্ট্রমন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক : যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসবমুখর পরিবেশে 'জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন'-এর উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৬ উদযাপিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে ২৬ মার্চ নিউইয়র্কের একটি স্থানীয় হোটেলে এক সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে জাতিসংঘে নিযুক্ত প্রায় ১৫০ টি দেশের স্থায়ী প্রতিনিধি, জাতিসংঘ সচিবালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, কূটনৈতিক ব্যাক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের পর থেকে বাংলাদেশ বহুপাক্ষিকতাকে তার পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম ভিত্তি হিসেবে ধারণ করে আসছে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে তিনি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অবদান এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রতি অব্যাহত মানবিক সহায়তার বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, গত পাঁচ দশকে বাংলাদেশ নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে জাতিসংঘ সনদের নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গঠনমূলক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি সাধন করেছে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, ২৬ মার্চ কেবল একটি জাতির জন্মলগ্নই নয়, বরং এদিনটি বাঙালি জাতির অদম্য ইচ্ছাশক্তি, মর্যাদা ও স্বাধীনতার চূড়ান্ত বিজয়ের প্রতীক।

এর আগে সকালে মিশনের অডিটোরিয়ামে দিবসটি উপলক্ষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে বিশিষ্টজনদের বাণী পাঠ করা হয় এবং দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে একটি বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

বাংলাদেশি-আমেরিকান ক্যাপ্টেন সাঈদ সুমন নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ১০৭তম প্রিসিঙ্কটের নির্বাহী কর্মকর্তা

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশি-আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন (ইঅচঅ)-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ক্যাপ্টেন সাঈদ সুমন নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্টের (ঘণচউ) কুইন্সের জ্যামাইকা ১০৭তম প্রিসিঙ্কটের নির্বাহী কর্মকর্তা (ঊীবপঁঃরাব ঙভভরপবৎ) হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। সম্প্রতি ক্যাপ্টেন সাঈদ সুমন ১০৭তম প্রিসিঙ্কটের নির্বাহী কর্মকর্তা (ঊীবপঁঃরাব ঙভভরপবৎ) হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সাঈদ সুমন ১৯৯৯ সালে নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্টে যোগ দেন। একাডেমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি প্রথমে পুলিশ অফিসার এবং পরে সার্জেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০২০ সালে তিনি সার্জেন্ট থেকে লেফটেন্যান্ট পদে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি নিউইয়র্ক পুলিশের অত্যন্ত সম্মানজনক ইউনিট ডিটেকটিভ স্কোয়াডে লেফটেন্যান্ট কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। গত ৩০ জানুয়ারি তিনি ক্যাপ্টেন পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

ক্যাপ্টেন সাঈদ সুমন দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ঠা, পেশাদারিত্ব এবং নেতৃত্বের মাধ্যমে নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্টে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি হবিগঞ্জ জেলায়। তাঁর এই নতুন দায়িত্ব গ্রহণ শুধু আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নয়, বরং বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটির প্রতিনিধিত্ব এবং কমিউনিটি ও পুলিশের মধ্যে সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

নিউ ইয়র্ক সিটিতে অভিবাসন প্রবাহে ব্যাপক পতন

৪৮ পৃষ্ঠার পর

সালের জুলাই মাসের মধ্যবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক অভিবাসনের মাধ্যমে নিউ ইয়র্ক সিটিতে মাত্র ৬৬,০০০ নতুন অভিবাসী যুক্ত হয়েছে।

অথচ এর ঠিক আগের ১২ মাসের সময়কালে নিউ ইয়র্ক সিটিতে আন্তর্জাতিক অভিবাসীর আগমন ঘটেছিল ২,২০,০০০ড়্যা গত কয়েক দশকের মধ্যে ছিল সর্বোচ্চ সংখ্যা।

তবে নিউ ইয়র্ক সিটি প্রশাসনের কর্মকর্তারা দাবি করছেন যে, বিদেশ থেকে আগত নতুন অভিবাসীদের সংখ্যায় এই যে পতন দেখা যাচ্ছে, তা মূলত অভিবাসনের সেই স্বাভাবিক স্তরেই ফিরে যাওয়াকে নির্দেশ করে, যা কোভিড মহামারি শুরুর আগে প্রচলিত ছিল।

নতুন সাজে চালু হলো জ্যামাইকার ঘরোয়া রেষ্টুরেন্ট

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের বাংলাদেশী অধ্যুষিত জ্যামাইকার সুপরিচিত 'ঘরোয়া' রেষ্টুরেন্ট নতুন সাজে চালু হলো। ১৬৮-৪১ হিলাসাইড এভিনিউতে প্রতিষ্ঠিত জ্যামাইকার পুরো রেষ্টুরেন্ট ঘরোয়া। দীর্ঘ প্রায় সাড়ে চার মাস পর নতুন আঙ্গীকে নতুন সাজে রেষ্টুরেন্টটি গেলো ঈদুল ফিতরের চাঁদ রাতের আগের দিন ১৮ মার্চ, বুধবার চালু হয়। এদিন সন্ধ্যায় রেষ্টুরেন্টটির ক্রেতা আর শুভাকাঙ্খীদের মিষ্টি মুখ করিয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটির নতুন যাত্রা শুরু হয়। সাথে ছিলো চা।

'ঘরোয়া' রেষ্টুরেন্টের স্বত্তাধিকারী আব্দুল কদ্দুস জানান, জ্যমাইকা তথা নিউইয়র্ক সিটির অন্যতম পুরনো রেষ্টুরেন্ট 'ঘরোয়া' রেষ্টুরেন্ট। মুখরোচক খবার আর সেবা দিয়ে রেষ্টুরেন্ট তার সুনাম অর্জন করেছে। অতি সম্প্রতি ক্রেতাদের চাহিদার পাশাপাশি পরিবেশ আর রুচির কলা ভেবে আমরা নতুন সাজে রেষ্টুরেন্ট সাজানোর সিদ্ধান্ত নেই। এজন্য প্রায় সাড়ে চার মাস রেষ্টুরেন্টটি বন্ধ রেখে আধুনিক সাজে 'ডেকোরেশন' করা হয়েছে। তিনি বলেন, আশা করি আমাদের ক্রেতারা নতুন সাজে রেষ্টুরেন্টটি পছন্দ করবেন এবং মনোরম পরিবেশে পরিবার-পরিজন আর বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে পছন্দের মুখরোচক খাবার উপভোগ করতে পারবেন।

আব্দুল কদ্দুস জানান, জানান, চা-সিঙ্গারা-সমচা থেকে শুরু করে ভাত-মাছ, পোলাও-বিরিয়ানী-মাংস সহ যেকোন ধরনের খবার পাওয়া যাবে 'ঘরোয়া' রেষ্টুরেন্টে। প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। আগের মতোই থাকছে 'টু গো'। ইতিমধ্যেই পিকনিক-এর অর্ডও নেয়া শুরু হয়েছে। নিজস্ব পরিবহনে গরম গরম খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা থাকবে। আর পুরো গ্রীস্মকালে সকাল ৯টা থেকে মধ্যরাত ২টা পর্যন্ত খোলা রাখা হবে বলেও জানান তিনি। খবর ইউএনএ'র।

পরিচয়
PARICHOY
PUBLISHED FROM NEW YORK
শেষের পাতা
Issue 1674
Saturday, March 28, 2026

যুক্তরাষ্ট্রে শহরগুলোর মধ্যে জীবনযাত্রার ব্যয়ের দিক থেকে শীর্ষে নিউ ইয়র্ক সিটি

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে কোনো বড় শহরে বসবাসের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই বাড়তি কিছু খরচ থাকে; তবে একটি নতুন গবেষণায় দেখা গেছে যে, সেই খরচগুলো বর্তমানে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

'প্লাজমা ওয়ান' (Plasma One)-এর একটি গবেষণা অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য শহরের তুলনায় নিউ ইয়র্ক সিটিতে জীবনযাত্রার ব্যয় সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

নিউ ইয়র্ক সিটিতে গত বছর ভোক্তা মূল্য সূচক ৩.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। প্রতিবেদনটিতে দাবি করা হয়েছে যে, এই বৃদ্ধি 'ব্যাপক আর্থিক সংকটের' ইঙ্গিত বহন করে- এমনকি সিটির উচ্চ আয়ের মানুষদের ক্ষেত্রেও। যদিও নিউ ইয়র্ক সিটির বাসিন্দাদের মাসিক গড় আয় ৫,২৫০ ডলার, তবুও সিটির কেন্দ্রে অবস্থিত এক-বেডরুমের একটি অ্যাপার্টমেন্টের গড় মাসিক ভাড়া ৪,৫৬৪ ডলার; আর জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মাসিক খরচ বাবদ গড়ে ১,৬৪৬ ডলার ব্যয় হয়। আর মনে হচ্ছে, এই বিষয়টি নিয়ে নগরবাসীর উদ্বেগও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে; যার প্রমাণ মেলে নিউ ইয়র্ক সিটিতে প্রতি মাসে 'জীবনযাত্রার ব্যয়' সম্পর্কিত ২৬,১০০-এরও বেশি অনুসন্ধানের পরিসংখ্যানে।

সামগ্রিক চিত্র: নিউ ইয়র্ক ছাড়াও সান ডিয়েগো, সান ফ্রান্সিসকো, লস অ্যাঞ্জেলেস এবং সিয়াটল- এই চারটি শহর শীর্ষ ৫-এর তালিকায় স্থান করে নিয়েছে; আর উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় প্রতিবেশী শহর বোস্টন ও ফিলাডেলফিয়া যথাক্রমে ষষ্ঠ ও সপ্তম স্থানে অবস্থান করছে।

বিশদ বিশ্লেষণ: জীবনযাত্রার ব্যয় সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে- যুক্তরাষ্ট্রের এমন শীর্ষ ২০টি শহরকে চিহ্নিত করার লক্ষ্যে 'প্লাজমা ওয়ান' বেশ কিছু বিষয় বা উপাদান বিশ্লেষণ করেছে।

এর মধ্যে রয়েছে: ভোক্তা মূল্য সূচক, আবাসন বা বাসস্থানের গড় খরচ, মাসিক বেতন বা আয়, মুদি বাজার ও নিত্যপণ্য, ইউটিলিটি বা সেবামূল্য (যেমন-বিদ্যুৎ, পানি), যাতায়াত, পোশাক-পরিচ্ছদ, খেলাধুলা ও বিনোদন, শিশুযত্ন এবং 'জীবনযাত্রার ব্যয়' সম্পর্কিত অনলাইন অনুসন্ধানের প্রবণতা।

'জড়িয়ে ধরার' জাদুকরী ক্ষমতা: মানুষের স্পর্শের রয়েছে যেসব উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক: একটি আলিঙ্গন ত্বকের নিচে থাকা বিশেষ স্নায়ুগুলোকে জাগিয়ে তোলে। এর ফলে স্নায়ুতন্ত্র শান্ত হয় এবং শরীরে 'অক্সিটোসিন' (বন্ধন সৃষ্টিকারী হরমোন) ও 'এন্ডোরফিন' (মন ভালো করার হরমোন) ছড়িয়ে পড়ে। হঠাৎ সামনে কোনো রক্তপিপাসু সন্ত্রাসী এসে দাঁড়ালে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে? সম্ভবত জীবন বাঁচাতে দৌড়ে পালানো। তাকে 'জড়িয়ে ধরার কথা নিশ্চয়ই কারও মাথায় আসবে না! কিন্তু ২০২৩ সালে যুক্তরাজ্যের লিডস শহরের সেন্ট জেমস হাসপাতালে ঠিক এমন এক অবিশ্বাস্য ও জীবনরক্ষাকারী ঘটনাই ঘটেছিল। নাথান নিউবি (৩৫) নামের এক রোগী জানতে পারেন, মোহাম্মদ ফারুক নামের এক সন্ত্রাসী হাসপাতালে বোমা ফাটিয়ে 'যত বেশি সম্ভব নার্সকে হত্যার পরিকল্পনা করেছে। বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

কার্ডিফের প্রথম বাংলাদেশি নারী লর্ড মেয়র বাবলিন মালিক

নজরুল ইসলাম মিন্টু: যুক্তরাজ্যের পশ্চিমাংশে, ওয়েলসের রাজধানী কার্ডিফ (Cardiff) ব্রিস্টল চ্যানেলের তীরে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক ও আধুনিকতার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা শহর। একসময় শিল্পনগরী হিসেবে পরিচিত এই শহর আজ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, শিক্ষা, ক্রীড়া এবং প্রশাসনিক গুরুত্বের কারণে আন্তর্জাতিকভাবে সুপরিচিত। বিখ্যাত কার্ডিফ ক্যাসল (Cardiff Castle), আধুনিক কার্ডিফ বে এবং প্রাণবন্ত নাগরিক জীবন এই শহরকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছে। দক্ষিণ এশীয় অভিবাসীদের দীর্ঘ উপস্থিতির কারণে এখানে একটি সক্রিয় বাংলাদেশি কমিউনিটিও গড়ে উঠেছে, যারা ব্যবসা, পেশা এবং বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা স্থগিত নীতির প্রভাব: বিপাকে অভিবাসী চিকিৎসক, ঝুঁকিতে রোগীসেবা

ডা: বি এম আতিকুজ্জামান

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যখাত দীর্ঘদিন ধরেই চিকিৎসক সংকটের মুখোমুখি-বিশেষ করে গ্রামীণ ও সেবাবঞ্চিত এলাকাগুলোতে। এই প্রেক্ষাপটে সাম্প্রতিক এক নীতিগত পরিবর্তন নতুন করে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ৩৯টি দেশের নাগরিকদের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইমিগ্রেশন সুবিধা- বিশেষত কাজের অনুমোদন (work authorization) নবায়নের প্রক্রিয়া- অস্থায়ীভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে। এর ফলে হাজার হাজার অভিবাসী চিকিৎসক সরাসরি কর্মহীন হয়ে পড়ছেন বা বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

২২ ফেব্রুয়ারি থেকে নতুন বিধি কার্যকর নিউ ইয়র্ক সিটির লক্ষ লক্ষ কর্মী বেতনবিহীন অতিরিক্ত ছুটির অধিকারী হলেন

পরিচয় ডেস্ক: গত ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে একটি নতুন বিধি কার্যকর হওয়ার ফলে নিউ ইয়র্ক সিটির লক্ষ লক্ষ কর্মী অতিরিক্ত বেতনবিহীন ছুটির সুবিধা পাচ্ছেন ।

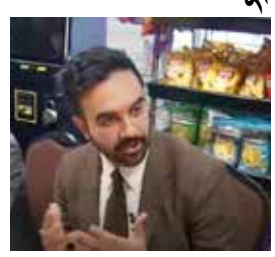

নিউ ইয়র্ক সিটির অধিকাংশ কর্মীর জন্য ইতিমধ্যেই ৪০ থেকে ৫৬ ঘণ্টা 'বেতনসহ ছুটি' (paid time off) পাওয়ার বিধান রয়েছে। তবে ২৯ বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

নিউ ইয়র্ক সিটিতে অভিবাসন প্রবাহে ব্যাপক পতন

পরিচয় ডেস্ক:ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোরতর অভিবাসন ও সীমান্ত নীতির প্রেক্ষাপটে নিউ ইয়র্ক সিটিতে অভিবাসন প্রবাহে এক নাটকীয় পতন লক্ষ্য করা গেছে।

সম্প্রতি প্রকাশিত আদমশুমারির তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের জুন থেকে ২০২৫ বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়